বালী গ্রামের ইতিহাস

৺নলিনচন্দ্র মিশ্র প্রণীত

নলিনচন্দ্র মিশ্র স্মারক নিধি
৫৭, শান্তিরাম রাস্তা,
বালী (হাওড়া)

সূচীপত্র

ভূমিকা

১৮৭৪—১৯২২ঃ মাত্র ৪৮ বৎসর। এই স্বল্পকালেই স্বর্গত নলিনচন্দ্র মিশ্র মহাশয় তখনকার দিনে বালীর সমাজ জীবনে একটা স্পষ্ট দাগ রাখিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল—তিনি একনিষ্ঠভাবে সমাজ-সেবা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার প্রকাশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। তখন পূর্ণ যৌবনকাল—যৌবনের জল-তরঙ্গে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারের সহিত সংগ্রামে। সেটা ছিল সুবক্তা বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর যুগ—পরবর্ত্তীকালে দেশবাসী যাঁহাকে রাষ্ট্রগুরু সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। নলিনচন্দ্র ছিলেন তাঁহার একজন পরম বিশ্বস্ত কর্ম্মী, বালীতে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা। একটি দৃশ্য—ফিটন গাড়ীতে (বোধ হয় উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনের) বসাইয়া সুরেন্দ্রনাথকে বালীতে বক্তৃতা দিবার জন্য আনা হইতেছে, সেই গাড়ী টানিতেছেন নলিনচন্দ্র প্রমুখ তখনকার দিনের নির্ভীক স্বদেশী প্রচারক যুবকবৃন্দ। তাঁরা সেই বিরাট সভায় খণ্ডিত বাংলাদেশকে পুনরায় যুক্ত করার শপথ নেন। সমগ্র দেশের প্রবল আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের জন্য যে দরবার হয়, সেখানে মহামান্য সম্রাট ঘোষণা করিতে বাধ্য হন যে খণ্ডিত বাংলাকে আবার যুক্ত করা হইল।

আমার বালক বয়সে দেখা আর একটি দৃশ্যের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জি, টি, রোডের সহিত বাঁড়ুয্যে পাড়া (বর্ত্তমান শান্তিরাম রাস্তা) যেখানে মিলিত হইয়াছে সেখানে মাধব বাঁড়ুয্যে বিল্ডিং-এর দক্ষিণ গায়ে একটি ছোট একতলা দোকান ঘর ছিল। দোকানটি নলিনবাবুর খুল্লতাত ভ্রাতা সঞ্জীবন মিশ্রের। স্বদেশী দোকান—ছাত্রদের প্রয়োজনীয় কাগজ, খাতা, দিশী

পেন্সিল, কালি কলম হইতে লজেন্স, বিস্কুট (এদেশেই তখন তৈয়ারী হইতেছে) প্রভৃতি সব কিছুই পাওয়া যায়—খেলাধূলার পর অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্যও সঞ্জীবদার দোকানে বসিতাম। প্রায়ই জি, টি, রোড দিয়া এক ব্যক্তি পায়ে ঘুঙুর পরিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিতে করিতে যাইতেন—"কোথা ক্ষুদিরাম, কাঁদছে অভিরাম"—তখন সবেমাত্র ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়াছে। সঞ্জীবদা সেই গ্রাম্য চারণ কবিকে ডাকিয়া নাচ গান শুনিতেন, বহু পথচারী সেখানে সমবেত হইত। কেহ কেহ একটা পয়সা কিংবা আধলা দিত—তাহা লইযা খুশী মনে চলিয়া যাইত—রাখিয়া যাইত আমাদের বালক বয়সের মনে একটা করুণ অথচ মধুর রেশ। সঞ্জীবদা ক্ষুদিরামের গল্প শোনাইলেন। এই সঞ্জীবদা বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন।

প্রসঙ্গটা এই জন্য বলিলাম যে পরবর্ত্তী কালে আমরা যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছি, সেই সংগ্রামের বীজ এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেই উপ্ত হইয়াছিল—মানুষের মনকে সংগঠিত করা বিষয়ে সঞ্জীবদার ছোট্ট স্বদেশী দোকান বা দরিদ্র ভিখারী চারণ কবিদেব অবদান কম ছিল না। নলিনচন্দ্র তখন মথুরামোহন গাঙ্গুলী এবং অন্যান্য অজানা বন্ধুদের সহযোগে 'স্বদেশী সভা' গঠন করিয়া বালী-বেলুড়ে স্বদেশী প্রচারে ব্রতী ছিলেন।

সে সময় রবীন্দ্রনাথও স্থির থাকিতে পারেন নাই। বাঙালীকে এক হইবার জন্য ডাক দিলেন, রাখী বন্ধন উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়া সে দিন সদলবলে গঙ্গা স্নান করিয়া রাখী হস্তে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সমবেত কণ্ঠে গান করিতে করিতে ফিরিবার পথে ধনী-দরিদ্র, ইতর ভদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকলের হস্তে রাখী বাঁধিয়া কোলাকুলি করিতে করিতে চলিতেন—নলিনচন্দ্র বালী-বেলুড়েও স্নানের পর কল্যাণেশ্বর দেবকে প্রণাম করিয়া সদলবলে রাখী হস্তে গান করিতে করিতে অনুরূপভাবে পথ পরিক্রমা করিতেন. পূর্বদিন ঘরে ঘরে প্রচারিত হইত—কাল রাখী বন্ধন ও অরন্ধন। কোনও গৃহস্থ ঘরে সেদিন রান্না হইত না। নলিনচন্দ্র সদলবলে প্রতি গৃহস্থ বাটী হইতে এক মুষ্টি করিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া একদিন

দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করিতেন। এই রূপেই এখানকার যুব সমাজ দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করিতে শিখিয়াছিল এবং এই ভাবেই তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছিল।

নলিনচন্দ্রকে সেকালে অনেকের মত আমিও রাজনৈতিক গুরুর আসনে বসাইয়াছিলাম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রায় সমসাময়িক কালে দেশের একদল যুবক পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য অরবিন্দের পরামর্শ ও পরিকল্পনা মত বিপ্লবী দল গঠন করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও কংগ্রেস তখন নরমপন্থী (Moderates) ও চরমপন্থী (Extremists) এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ অন্যান্য বিশিষ্ট প্রবীন নেতৃবর্গের সহিত নরমপন্থী দলে ছিলেন, বাংলার চরমপন্থী দলে অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল প্রমুখ নবীন নেতারা। সুরাট কংগ্রেসে দুই দলে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে—জয় হয় চরমপন্থী দলের। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরম পন্থীরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে থাকেন। নলিনচন্দ্রও তাঁহার নেতা সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী থাকিয়াই বালীতে সমাজ সেবামূলক কাজ করিতে থাকেন। পরে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া ভাইস চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার মনে বালী গ্রাম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগ্রত হয়—মিউনিসিপ্যালিটিতে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেটিয়ার' আসিত, তাহাতে প্রাচীন বালী সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পড়িয়া তিনি আরও অনুসন্ধান করিয়া বালীর ইতিহাস লিখিতে উদ্বুদ্ধ হন। তথ্য সংগ্রহের জন্য একদিকে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রাচীন পুঁথি পুস্তকাদি খুঁজিয়া দেখিতেন, এমন কি এই উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতার প্রখ্যাত 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্য হইয়া বিভিন্ন তথ্য পূর্ণ পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ পড়িতেন, অপর দিকে বালী-বেলুড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন গৃহস্থ বাড়ীতে গিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতেন। এই ভাবেই যত দূর মনে হয় ১৯২০/২১ সালে বালীর ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। বালী সাধারণ পাঠাগারের সাহিত্য সভার অধিবেশনে যতটুকু লেখা হইত তাহা পাঠ করিয়া আমাদের শুনাইতেন এবং আলোচনা করিতেন। ১৯২২ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র, কন্যা এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট বহুবার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম—পাণ্ডুলিপিটি কোথায়? নিষ্ফল হইয়াছিলাম। মনে দুঃখ ছিল, বালীর এক সুসন্তান বহু পরিশ্রম করিয়া রিসার্চ ধরণের যে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা কি লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বিলীন হইয়া যাইবে? সম্প্রতি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথের সহিত কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারি যে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গিয়াছে—শ্রীযুক্ত শীতাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নিকট আছে। শীতাংশু বাবু উহা দেখাইলেন। কাল প্রবাহে পাণ্ডুলিপিটি জীর্ণ অবস্থা, খাতার পৃষ্ঠাগুলি বৃক্ষের শুষ্ক পত্রের ন্যায় হাত দিলেই খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। তবে দেখিলাম, লেখাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভবপর। তখন শীতাংশুবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া উহার একটি অনুলিপি করাইয়া মুদ্রনের ব্যবস্থা করা হইল।

মুদ্রন বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালী কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের সাহায্য উল্লেখ যোগ্য। তিনি আমার এক স্নেহভাজন বন্ধুর সহিত আমার যোগাযোগ করাইলেন, সব শুনিয়া তিনি সানন্দে পুস্তকখানির মুদ্রনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিষেধ করায় তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পুস্তকখানি রচিত হয় প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে। তখন এখানে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইলেও স্থানটিতে একটা গ্রাম্য পরিবেশ ছিল, একটা সমাজ ছিল, জনসংখ্যা খুবই কম থাকায় এক প্রান্তের মানুষ অপর প্রান্তের মানুষের সহিত প্রতিবেশীসুলভ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এখন জন সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আমরা যেন পাশের বাড়ীর লোককেও ঠিক চিনি না। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, বালী এখন সমৃদ্ধ শহর। এই রূপান্তরের একটা চিত্র আমার অনুরোধে শ্রীযুক্ত শীতাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কন করিয়াছেন, বর্ত্তমানের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য সেই সংক্ষিপ্ত রচনাটি "আধুনিক বালী" শিরোনামায় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বালীর বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ রায় মহাশয়

"প্রাচীন বালীর খেলাধূলা" প্রসঙ্গে লিখিতে গিয়া বালীর যুবকদের কুস্তি-প্রীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের ধন্যবাদ জানাই।

নলিনবাবুর জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলাম। আনন্দের বিষয় তাঁহার পৌত্র চুনিচাঁদের নিকট হইতে সযত্নে রক্ষিত কীটদষ্ট মুদ্রিত কিছু কাগজ পাই। দেখি, উহাতে নলিনচন্দ্রের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে সাধারণ পাঠাগার (বর্ত্তমান সাধারণ গ্রন্থাগার) যে স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার সভাপতি তদানীন্তন বালীর অন্যতম বরেণ্য নেতা ৺শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা আছে এবং উহার সহিত পাঠাগার কর্ত্তৃক মুদ্রিত নলিনচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বিতরিত হইয়াছিল, তাহাও আছে। এগুলি এই গ্রন্থের শেষাংশে মুদ্রিত হইল। ইহা হইতেও তদানীন্তন বালীর অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে।

পরিশিষ্টে মিশ্র পরিবারের একটি সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই তথ্যগুলি নলিনচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র এবং শৈলেন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

উৎসাহী বন্ধুগণের সহিত পরামর্শক্রমে এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ এবং বন্ধুদের স্বেচ্ছাকৃত অর্থ সাহায্য লইয়া একটি নলিনচন্দ্র স্মারকনিধি গঠনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে বালী-বেলুড় সম্বন্ধে তথ্য মূলক পুস্তক পুস্তিকা এই স্মারকনিধি প্রকাশ করিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

পুস্তকখানি মুদ্রণকালে বন্ধুবর শীতাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি নিজে প্রুফ দেখিয়াছি। তাহা হইলেও মুদ্রণ প্রমাদ থাকিতে পারে। সেজন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

৺নলিনচন্দ্র মিশ্র

জন্ম ঃ

১৫ই আষাঢ় ১২৮১

২৮শে জুন ১৮৭৪

মৃত্যু ঃ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

২৭শে মে ১৯২২

ওঁ ৺কল্যাণেশ্বরায় নমঃ

বালী গ্রামের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির বর্দ্ধমান বিভাগস্থ হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী বালী গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান—

অক্ষাংশ—২২^{0}-৩৯' উঃ, দ্রাঘিমাংশ—৮৮^{0}-২১' পূঃ।

এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত স্থানের আয়তন পবিমান প্রায ২ বর্গমাইল। ইহার চৌহদ্দী এই—

পূর্ব্ব—ভাগীরথী নদী।

উত্তব—বালীখাল।

পশ্চিম—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেললাইন।

দক্ষিণ—হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির উত্তর সীমা।

---

* রেমেল সাহেবকৃত বালী খাড়ী নাম (Map of the survey of the Bally Creek) দ্রষ্টব্য। Creek শব্দের অর্থ সাগর বা নদীর ক্ষুদ্র খাড়ী। ("A small curb or bay of the sea or a river"—Chambers Dictionery of the English language). খালটি যে কৃত্রিম এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা গঙ্গানদীর একটি প্রাকৃতিক রূপ। গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার সহিত বালী খালে জোয়ার ভাঁটা লাগে। জোয়ারে নৌকা যায়।

নিম্নলিখিত স্থানগুলি এই মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত :—

১। বালী।

২। বারাকপুর [পুরাতন দলিলে লিখিত "বারবাকপুর"]।

৩। দরি বারাকপুর [ঐ দলিলে দরি (নূতন) বারবাকপুর]।

৪। কৃষ্ণচন্দ্রপুর [দলিলের পাঠ। বারাকপুর ও বেলুড়ের মধ্যস্থিত]।

৫। ইচ্ছাপুর—ঘুশুড়ীর কিয়দংশ।

৬। বেলুড় [প্রাচীন দলিলের "বেলুড়িয়া" "বেলুড্যা" বেলুড়ি বা বেলুড়]।

৭। নক্‌সা [এখন রেল কারখানা জমি]।

৮। নালুয়ার পূর্ব্বাংশ।

পরে দেখা যাইবে বালী গ্রাম এককালে উত্তরে কোতরঙ্গ অবধি বিস্তৃত ছিল। উত্তরপাড়া এখন স্বতন্ত্র হইলেও পূর্ব্বে বালীরই উত্তরপাড়া ছিল। রেল লাইনের পশ্চিমে দুলেপাড়া, ঘোষপাড়া, সাঁপুইপাড়া এখনও বালীরই পল্লীগুলির মধ্যে। আর নপাড়া, নিশ্চিন্দা প্রভৃতি উত্তরে পশ্চিমে খালসীমা পর্য্যন্ত অবস্থিত কয়েকটি ক্ষুদ্রগ্রাম।

এখনও "বালীর জলা" ডাকের সামিল। ** সুতরাং বালীর পূর্ব্ব ইতিহাসের সহিত উপরিউক্ত স্থানগুলির ইতিহাস পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বিজড়িত।

---

* রঘুনাথপুর, বোঁদের বিল, পাখীর বাগান, নাবাল দুর্গাপুর, দুর্গাপুর, জয়পুর, বিলজয়পুর, বাঁইগাছি, রামচন্দ্রপুর (সাবেক "হোগলকুড়"), দেওয়ানচক, ঠাকরুণচক ইত্যাদি।

Vide—Villages of Bally and Jagadishpur Union also Raghunathpur (থানা চণ্ডীতলা) and Makla।

** বিখ্যাত "বালীর পটল" ও "বালীর তরমুজ" এই সকল "বালীর জলা" গ্রামের মাঠে উৎপন্ন হয়।

Vide Howrah District Gazetteer. P-39.

বালী মিউনিসিপ্যালিটির লোকসংখ্যা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ২২,৩৯৪। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ২৩,২০০। তন্মধ্যে ১৮,০৬৪ হিন্দু। মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ ভাগের একভাগ স্থানীয় বাসিন্দা, বাকী সব পশ্চিমাকুলী। সমগ্র নিবাসিগণ মধ্যে সরকারী মতে ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণ। কিন্তু বে-সরকারী বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে এখানকার ব্রাহ্মণ জাতির সংখ্যা ৪৫০০ এর অধিক। এমন ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজ গ্রাম বঙ্গদেশে এখন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই প্রতিপত্তি বিশিষ্ট সমাজ-গ্রামের ইতিহাস জানিতে অনেকের কৌতুহল হয়। সেই বাসনা কিয়ৎ পরিমাণে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এ দীন লেখকের উদ্যম।

বালী গ্রামের ইতিবৃত্ত চর্চ্চা করিতে হইলে প্রথমেই ইহার প্রকৃতি পরিচয় আবশ্যক। সেই জন্য অগ্রেই আমরা ইহার ভূ-তত্ত্বের আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রামের উদ্ভব

ভারতবর্ষের ভূ-তত্ত্ববিষয়ক মানচিত্র * দেখিলেই জানা যায় যে, বালী গ্রামের মাটি (**Alluvium**)। (**Recent & post pliscene**)—অর্থাৎ স্রোত বাহিত বালি-পলি-নাবাল জমির উপর থিতাইয়া পড়িয়া জমাট বাঁধিয়াছে। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ ভূ-কোষ বিকাশেরও ভিন্ন ভিন্ন যুগ ও পর্য্যায় নিরূপণ করিয়াছেন, যথা— ভূ-গর্ভস্থ-চক্‌-খড়িস্তর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ; খড়িয়ল পাথরের উপর

---

* **Published by the Surveyor general's office in 1877.**

স্তর যাহা উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর শেষ চিহ্নে ভরা—তৃতীয় পর্য্যায়ের। এই তৃতীয়ের দ্বিতীয় কল্পের পরে ও নেহাৎ হাল আমলে, বালীর বালি-পলি-স্তূপ নদী গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়াছে।

পুরাকালে এই ভূ-খণ্ড কিরূপ ছিল ও কতদিনে ইহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইল, তাহার কিঞ্চিত আভাস দিতেছি। সপ্তদশ শতাব্দে মগধ দেশীয় বৈজল রাজ্যের সভাপণ্ডিত কবিরাম রচিত "দিগ্বিজয়ে প্রকাশ" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লেখা আছে :-*

"পশ্চিমে সরস্বতী সীমা পূর্ব্বে কালিন্দিকা মতা।
একবিংশতি যোজনৈশ্চ মিতো কিলকিলাভিযঃ॥ ৬৬৩
কিলকিলা ভুমিমাধ্য দ্বৌ দেশৌ নৃপশেখর।"

* * *

"সমুদ্র মন্থনারম্ভে কূর্ম্ম পৃষ্ঠে চ মন্দরঃ।
ভার ভূতোঽহিদেবশ্চ দৈত্যানাং মোহনায় চ॥ ৬৭৪
কূর্ম্ম নিশ্বাসো জায়েত, মন্দর ধারণ শ্রমাৎ।
যেন কল্লোল বহুলং জায়তে যদবধির্নৃপ॥ ৬৭৫
তদবধি কিলকিলা দেশো গীয়তে দেশ বাসিভিঃ।

[পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্ব্বে যমুনা নদী, ইহার মধ্যে ২১ যোজন পরিমিত কিলকিলা ভূমি। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত।"

* * *

["এখানকার দেশবাসিগণের মতে সমুদ্র মন্থন কালে কূর্ম্ম পৃষ্ঠস্থিত মন্দর-পর্ব্বতের ও অনন্তের ভারে অভিভূত হইয়া দৈত্যগণের মোহনের জন্য নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিঃশ্বাসের কল্লোল যতদূর গিয়াছিল ততদূর কিলকিলা দেশ"]।

---

* (বিশ্বকোষ কলিকাতা বিবরণ ২৭০-২৭১ পৃঃ।)

"শিবপুরং সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাস্পদঃ।
শ্রীরামাদিপুরং দিব্যং ভদ্রেশ্বরস্ত সন্নিধো॥ ৬৮৯
বংশবাটী প্রভৃতয়ো হুগলীমাপ্য বর্ত্ততে।"
"গোবিন্দাদি পুরং সার্ব্বং তথাহি ভট্টপল্লিকং।
কালীদেব্যা সমীপে চ শৃগালদাহাদিক, নৃপ॥" ৬৯০

[ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান শিবপুর বালুক (বালি) ও শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর, হুগলী বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া), ভট্টপল্লী কালীঘাটের নিকট শৃগালদহ (শিয়ালদহ), গোবিন্দপুর (এখন কলকাতার গড়ের মাঠ প্রভৃতি ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি এই কিলকিলা-দেশের অন্তর্গত।]

কিলকিলার দোহাই কোনও কোন আধুনিক গ্রন্থেও দেখা যায়। যথা—কায়স্থ কুলগ্রন্থ "দত্তবংশমালায়" দত্তবংশের হাটখোলা বাস প্রসঙ্গে ঃ—

"তদানীমভবৎ কালো যস্মিন গঙ্গাতটে ভুবি।
গৌড়ে প্রাদুরভূৎ পুণ্যময়ী কিলকিলা পুরী॥ ৬-৭
ইহাতে কেবল কালী ক্ষেত্রকেই কিলকিলা বলা হইয়াছে।

কিলকিলা প্রবাদে সত্যের গন্ধ পাইয়া মিঃ এ. কে. রায় কলিকাতার ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে ইংরাজীতে যাহা লিখিয়াছেন* তাহার মর্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—

লোক পরম্পরাগত এই প্রবাদটি সম্ভবতঃ এইভাব প্রকাশ করিতেছে যে, স্মরণাতীত কোনও কালে পৃথিবীর ভারকেন্দ্রের স্থানচ্যুতি ঘটে, তাহাতে ভূমিকম্প হয়, ফলে এই ভূ-খণ্ডে প্রাকৃতিক স্থল-জমি সামঞ্জস্য বিধানে একটি পাহাড় রসাতলে যায়; পাতাল হইতে ধূমময় বস্তু উদগত হয়, জলধিজল বিষম আলোড়িত হয়। আখ্যানে দৈত্যগণের উল্লেখ অনার্যগণের প্রতিই প্রযুক্ত এবং

* (Census India 1901 Calcutta, Vol VII Part—I Page—1-2)

ভূমিকম্পের পর এইস্থানে আর্য্যনিবাস হওয়ায় অনার্য্যগণের মোহ কারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক পরীক্ষা দ্বারা এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কতদূর সিদ্ধ হয়।

কিলকিলাভূমির তিনটি স্থান গোবিন্দপুর (কলিকাতা গড়ের মাঠ), বালী ও চন্দননগর বাছিয়া লওয়া হইল। বালী ও চন্দন নগরের ২০০ ফুট আর কলিকাতার কেল্লার ৪৮০ ফুট মাটি ফুঁড়িবার বিবরণ পাওয়া যায়।

ভূ-তত্ত্ব পরীক্ষার ফল নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল :—

কলিকাতা, বালী ও চন্দননগরের আপেক্ষিক ভূ-তত্ত্ব বিবরণ।

স্তর বর্ণন	কলিকাতা (ক)	বালী (খ)	চন্দননগর (গ)	মন্তব্য
১। উপরি ভাগেব মাটি বেঁাশ বালি	গভীরতা ফুট	ফুঃ	ফুঃ	* বালীর দক্ষিণ ঘুশুড়ী গ্রাম সাগব সমতল হইতে ২০।২১ ফুট উচ্চ।
মাটি ও কাদা	১০	৯—১০		[Dist : Gazetteer Howrah]
নদী স্রোত সমতল Mean Tide Level	২০	২০—৩০*		
২। নীল এঁটেল মাটি।	২৫	২৫—৩০		** বালীব নিম্নলিখিত স্থানেও পাওয়া গিয়াছে :—
৩। বোদ মাটি ** (উদ্ভিদেব পচা শিকড়যুক্ত জলা ভূমির মৃত্তিকা)	২৫—৩৫	৩০—৪০		(১) বেলপাব ঘোষপাড়ায় শ্রীযুক্ত মতিলাল পালের পুষ্করিণী। (২) আচার্য্য চক্রবর্ত্তী পাড়ার ভট্টাগার্য্য দিগের পুষ্করিণী। (৩) বেলুড় ইছাপুরে টার্ণার মরিসন কোম্পানীর কেনা কর্ণাপুকুর।
৪। সুড়ী-বালি***				
ঐ	১৭৫—১৮৫	১৫০-১৭৫	১৫০	*** ফেলসপার ও কোয়াটার্স প্রভৃতি উজ্জ্বল শ্বেত ও পাটলবর্ণ খনিজ খণ্ড (বালুকা প্রস্তর গ্র্যানিট লাইস জাতীয় কঠিন স্ফটিক শিলার উপাদান)
ঐ	৩০০—৩২৫	২০০		
৫। জন্তু ও উদ্ভিদাদির দেহাবশেষ বিশিষ্ট স্তর	৩৫০			

স্তর বর্ণন	কলিকাতা (ক)	বালী (খ)	চন্দননগব (গ)	মন্তব্য
৬। শামুক গুগলীব খোলা গুঁড়া।	গঃ ৩৮০	গঃ	গঃ	
৭। বোদ মাটী। (উদ্ভিদের পচা শিকড়যুক্ত)	৩৮২			
৮। জন্তু ও উদ্ভি-দেব দেহাবশেষ বিশিষ্ট স্তব।	৪৩০—৪৮০			

(ক) ১৮৩৫—১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লার মাটি ফোঁড়া বৃত্তান্ত। [Medlicott & Blandford Geology of India]

(খ) বালী মিউনিসিপ্যালিটিভুক্ত বেলুড় গ্রামে লালাবাবু সায়ার রাস্তার ধারে "সাব আর্টেশিয়ান" কূপ খনন বিবরণ।

(গ) Vide Dist Gazetteer, Hooghly, Page-19.

বালী ও চন্দননগরে ২০০ ফুটের নীচের মাটির বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উর্দ্ধ হইতে ১৭৫-২০০ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত স্তরের পর স্তর কলিকাতার সহিত মিলিযা যাওয়ায় বাকী ২৮০ ফুট মাটিতে সমান পর্য্যায়ের স্তর বিন্যাস অনুমান করা সুসম্মত হয়। এ বিষয়ে ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত উদ্ধৃত হইল।

The details of the Calcutta bore hole alone suffice to prove that the ground in the neighbourhood of the Hooghly must have been depressed at least 450 ft. in comparatively recent times. There are also other circumstances connected with the physical geography of the delta which point to the probability of considerable sinking having taken place.

The peat land is found in all excavations around Calcutta at a depth varying from 20 to about 30 ft. and the same stratum appears to extend over a large area in the neighbouring country.

In many of the cases noticed, roots of the Sundri tree were found in the peaty stratum. This tree grows a little above ordinary high water mark in ground liable to flooding ; so that in every instance of the roots occuring below the mean tide level, there is conclusive evidence of depressions. This evidence is confirmed by the occurrence of pebbles ; for it is extremely improbable that coarse gravel should have been deposited in water eighly fathoms deep, and large fragments could not have been brought to their present position, unless the streams, which now traverse the country, had a greater fall formerly or unless, which is perhaps more probable, rocky hills existed, which have how been partly removed by denudation and covered by alluvial deposits "The first and most important observation to be made on the foregoing facts [Fort William bore hole findings] is that no trace of marine deposit was detected, but on the contrary there appears every reason for believing that the leeds traversed from top to bottom of the bore hole had been deposited either by fresh water, or in the neighbourhood of an estuary. At a depth of 30 ft below the surface, or about 10 ft. below the tide level and again at 382 ft beds of peat with wood were found and in both cases there can be little doubt that the deposits proved the existence of ancient land surface,

Moreover at considerable depths bones of terrestrial mammals and fluviatile reptiles were found, but the only fragments of shells noticed at 380 ft. are said to have been of fresh water species. The next noteworthy circumstance is the occurrence at a depth of 175 to 180 ft. and at 300 to 325 ft. of pebbles. The greater part was derived from gneissic rocks.*

উদ্ধৃত অংশগুলির সারমর্ম এইরূপ ঃ—

কলিকাতার কেল্লায় মাটি খুঁড়িয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হয় যে, বড় সেকালের কথা নয়, হুগলী নদীর পার্শ্বস্থ ভূ-ভাগ অন্ততঃ ৪৮০ ফুট বসিয়া গিয়াছে। মাটি বসার প্রমাণ স্রোত সমতলের নীচে (১) গাছের গোড়া ও (২) নুড়ি নোড়া।

১। কলিকাতার পার্শ্বে যে কোনও স্থানে মাটি খুঁড়িলেই ২০/৩০ ফুট নীচে বোদ মাটি পাওয়া যায়। অনেক স্থলে এই স্তরে সুন্দরী গাছের শিকড পাওয়া গিয়াছে। সচরাচর জোয়ার জল যতটা উঠে তাহার একটু উপরে, অথচ বানের জলে ডুবিয়া যায় এমন জমিতে সুন্দরী গাছ জন্মায়। সুতরাং যেখানেই (ভূ-পৃষ্ঠের ২০ ফুট নীচের) স্রোত সমতলের নীচে সুন্দরী শিকড় পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, মাটি নামিয়া গিয়াছে।

২। নুড়িগুলি আশীবাঁও জল গভীরতায় তলাইয়া পডায়, আর বড় নোড়াগুলি এখনকার জায়গায় অর্থাৎ স্রোতসমতলের বহু নিম্নে আনীত হওয়ায়, মনে এই আঁচ আসে যে, এ অঞ্চলের এখনকার নদীগুলির তখনকার (প্রাচীন) প্রবাহ ভূমি আরও বেশী গড়ানিয়া ছিল ; না হইলে এমন ঘটিত না। অধিক সম্ভব এই, ঐ স্থানে এক কালে চোরা পাহাড় ছিল। জলের তোড়ে 'ধরা' পড়িয়া, কতক কতক ঝরিয়া সরিয়া গিয়া, পলি চাপা পড়িয়া

* Medlicott & Blandford's Geology of India —378-400 p.p.

আবার 'চোরা' হইয়াছে। কেল্লার স্তর পরীক্ষায় তিনটি বিষয় প্রধান দ্রষ্টব্য :—

প্রথম—উহার উপর নীচে কোথায়ও সাগব জলজাত কিছুই লক্ষ্য হয় নাই।

দ্বিতীয়—ভূ-পৃষ্ঠের একবার ৩০ ফুট নীচে, আবার ৩৮২ ফুট নীচে বোদ মাটির স্তর। একটি প্রাচীন, অপরটি প্রাচীনতর ভূ-পৃষ্ঠের পরিচয় দিতেছে। বহু নিম্নেও স্থলচর স্তন্যপায়ী জীবের ও স্রোতাশ্রয়ী সরীসৃপের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। ৩৮০ ফুট নীচে যে শামুক খোলা পাওয়া গিয়াছে তাহা নদী খালের অলবণ "মিঠা জলে" যেমন পাওয়া যায় তেমন বলিয়াই প্রকাশ।

তৃতীয়—একবার ১৭৫ ফুট আবার ৩০০ ফুট নীচে বালি ও নোড়া-নুড়ির স্তর। পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে, নুড়িগুলি (Gneiss) "নাইস" জাতীয় স্ফোটিক শিলা শৈল সম্ভূত।

ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক মানচিত্রে দেখা যায় যে, গঙ্গাসাগর হইতে "ব"-দ্বীপের শীর্ষভূমি রাজমহলের একটু উপর অবধি এক রঙ্গের অর্থাৎ পলি সম্ভূত দেশ। ভূ-তত্ত্ববিদ্ ফারগুসন্ সাহেব অনুমান করেন যে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এখনকার রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত ভূ-ভাগ এক সমুদ্র বিশেষে পরিণত হইয়াছিল। ইহাতে উজান ভাঁটি বহিত। এই বুড়নিয়া দেশ পলি পিতাইয়া পড়ায় ক্রমশঃ ধীরে ধীরে জাগিতে থাকে। কিন্তু উঠিতে উঠিতে বসিয়াছে, আবার উঠিয়া বসিয়া গিয়াছে—অন্ততঃ কলিকাতাব পারিপার্শ্বিক স্থানের ভূ-স্তর দেখিয়া তাহাই বোধ হয়।

কি মন্থর গতি এই উত্থান ক্রিয়া, বুঝিতে হইলে, গোটা কতক দৃষ্টান্ত দিই। ১৪১৭ শকাব্দে লিখিত বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গল" কাব্যে এখনকার ২৪ পরগণার অধিকাংশ 'বুড়নিয়ার দেশ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।* সপ্তদশ শতাব্দে বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক তাভানিয়ার ঢাকা হইতে কাসিমবাজার আসিবার স্থলপথ "অতি

---

* MM H. P. Sastri's Article in R. A. S. B, 1892, PP 193-197.

বদ, বাদা জলা জঙ্গলভরা" বলিয়াছেন।* ব-দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত এখনও "সুন্দরবন" হইয়া রহিয়াছে। আর এই বালীগ্রামে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বালীর জলা আগাগোড়া মায় সাঁপুই পাড়া, নপট্টি ঘোষপাড়া বর্ষাকালে গঙ্গার ও খালের বাণজলে বুড়নিয়া হইত, গ্রামের বৃদ্ধগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। আর ঢুলে পাড়া, চৈতলপাড়া, দ্বারিক জঙ্গলের নালা, ভাদ্রমাসের জোর কোটালে এখনও জায়গায় জায়গায় ডুবিয়া যায়। ফারগুসন সাহেব হিমালয় পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম-নিম্নতর ভূমি—তথা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্ট পর সপ্তদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, পাটলিপুত্র, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, গৌড়, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি জনপদ, উত্তর-পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ব্ব ধারা ধরিয়া কিরূপে পর পর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা গবেষণা যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।** বাহুল্য ভয়ে সে বিষয় আর উদ্ধৃত হইল না।

ফারগুসন বর্ণিত নিম্ন গাঙ্গেয় দেশে জলপ্লাবন ও ক্রমিশ স্থলোদ্ভব বিবরণের পূর্ব্বাভাষ আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে পাওয়া যায়; যথা আকবর বাদশাহের সমসাময়িক কবি দ্বিজ মাধব বিরচিত "গঙ্গা মঙ্গল" কাব্যে:

খরতর স্রোতধার নাহি জলের পারাপার
হিল্লোল কল্লোল বড় শুনি
এ কূল ও কূল গতি দুই কূলে ভাঙ্গে ক্ষিতি
কোনখানে পড়িছে দেয়ায়।
পঙ্ক বালুকাজল অন্তরে নিরমল
ক্ষণে ক্ষণে ভরিছে জোয়ার॥

---

* Taverniers Travels in India Vol 2 P. 130

** Vide researches of Farguson in the Journal of the Geological society of London Vol XIX 1863.

বড়হি উন্মত্ত বেশে পৃথিবী ভাঙ্গে আইসে
ত্রাশিত হইলা বসুমতী।
আইলা গঙ্গার ঠাঁই আপনা রাখিতে চাই
করজোড়ে করেন মিনতি॥
শুন দেবী সুরধুনি মোর নাম মেদিনী
সহি আমি জগতের ভার।
দুই কূল ভাঙ্গিয়া যবে গড়িয়া পড়িব তবে
মর্জ্জিলে আমি যাইব রসাতল॥
শুনিয়া পৃথিবীর বাণী বলেন তবে সুরধুনী
না ভাঙ্গিব দুই কূল আর।
এক কূলে গড়িব চর আর কূলে মহাজল
ভাঙ্গিব আমি বড়হি জয়াল॥*

পূর্ব্বোক্ত একটি জনপদ, যথা, নবদ্বীপের উদ্ভব সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলেন :—

"মধ্যে দ্বীপ পথ হৈল স্থানে স্থানে।
তার মধ্যে নবদ্বীপ করিয়া বাখানে॥
তখনে আছিল দ্বীপ গঙ্গাজল মাঝে।
এবে সে প্রকাশ হৈল সংসারের মাঝে॥"**

এখন এ বিষয়ে বালীগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বালীর পশ্চিমাংশের কতকগুলি গ্রাম, যথা—বোঁদের বিল (বোদ-মাটির জলময় গর্ত্ত), নাবাল দুর্গাপুর, বাঁইগাছি (বাইন+গাছি; অর্থাৎ এমন নাবাল জায়গা যে বাইন (বান) আসিলে গাছ আশ্রয় করিতে হয়), বিল-জয়পুর ও বালী খালের পূর্ব্ব উৎস এক্ষণে শ্রীরামপুর মহকুমাস্থিত ডানকুনীর জলা বা বাদা নাম—পরিচয়ে রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন জলাভূমির এক ক্ষুদ্র অংশের পরিচয় দিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বালীর ভিন্ন স্থানে

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত গঙ্গা-মঙ্গল, ২০১ পৃঃ।

** গঙ্গা-মঙ্গল ১৮১ পৃঃ।

মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নৌকা, মাস্তুল প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি ঘটনা বলা গেল :—

১। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বালীর ৺বেণীমাধব বন্দোপাধ্যায় (ইনি সুপ্রিম কোর্টের উকিল ছিলেন) বালীর জলায় একটি বিল কাটাইবার সময় এক ভগ্ন নৌকার কাষ্ঠ পাইয়াছিলেন। নপট্টির শিবু সিং নামক এক প্রাচীন ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

২। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বালীর এখনকার দশানী কাছারির পিছনের পুকুর খুঁড়িবার সময় ভগ্ন নৌকার হাল মাস্তুলের ভগ্ন অংশ ও লোহার শিকল পাওয়া গিয়াছিল। ৺বীরেশ্বর গোস্বামী ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

৩। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বেলুড়ের ৺দীননাথ ঘোষ নালুয়ায় ঐরূপ এক মাস্তুল পুকুর কাটাইবার সময় পাইয়াছিলেন।

উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার বালী নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল বলেন, তিনি অতি শৈশবকালে দেখিয়াছিলেন যে, বুল সাহেবের ইটখোলা ও মনসাদহের নিকট বালী খাল প্রায় এক মাইল বিস্তৃত ছিল। ডানকুনী ড্রেনেজ কেনাল খুলিবার পর হইতে উহা দিয়া অধিকাংশ জল নির্গত হওয়ায় বালীখাল ক্রমশ সঙ্কীর্ণতর হইতেছে।

৪। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বেলুড় দক্ষিণ পাড়ায় "মোড়লডুবি" পুকুর কাটাইবার সময় বৃহৎ মাস্তুল ও প্রায় আধখানা নৌকার অংশ পাওয়া গিয়াছিল। বেলুড়ের অনেকের মধ্যে দীননাথ ঘোষ ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতেন।

৫। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গাঙ্গুলী পাড়ার আরবার মাঠে পুকুর কাটাইবার কালে প্রকাণ্ড নৌকা কাষ্ঠ পাওয়া গিয়াছিল।

৬। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বালীর সাঁপুই পাড়ায় "মাইতি পুকুরেও" একখানি নৌকার অংশ পাওয়া গিয়াছিল।

৭। দাওনাগাজি গলি সংলগ্ন তর্কসিদ্ধান্ত গলির ৺পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে কূপ খনন কালে নৌকার ২।৩ টা কাঠ পাওয়া গিয়াছিল।

৮। ৩০ বৎসর পূর্বে ভদ্রকালী গ্রামের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের খিড়কী পুকুর খুঁড়িতে খুঁড়িতে ১০।১২ হাত নীচে প্রায় ৫০ ফুট লম্বা একটা নৌকা পাওয়া গিয়াছিল। ভদ্রকালীর শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এইরূপ অনেক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে এখনকার বালী ও নিকটবর্ত্তী স্থানের উপর দিয়া একদা স্রোত বহিত। শালিখা, হাবড়ায়ও ঐরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে *

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভাগীরথী আরও অনেকটা পশ্চিম ঘেঁসিয়া বহিতেন।

নাম পরিচয়েও জানা যায় যে বালীগ্রাম নদীগর্ভ সম্ভূত। বালী খালধারের "মনসাদহ" ডমুরদহ (ডমুরদ্বীপ), চাকদহ (চক্রদ্বীপ), প্রভৃতি "দহর" মত, মনসা-দ্বীপই বুঝায়। "দিগ্বিজয় প্রকাশে" বালীর নাম "বালুকা" (বালি) বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। পশ্চিমা ভড়নৌকার দাঁড়ী-মাঝী পূর্ব্বাপর "বালুখাল" (বালিয়া মাটি গ্রামের খাল) বলিয়া আসিতেছে। বালীর দক্ষিণাংশ বেলুড়ের সাবেক "বেলুড়িয়া" "বেলুড্যা" "বেলুড়ি" নামের অর্থ বালুয়াড়ি বা বালিয়াড়ি (বালির আলি বা আডরি বা আড়া)। অতএব বালি, বালিয়াড়ি, দ্বীপ এই তিনটির একত্র সমাবেশ সমন্বয়ে নদীর চর বা দ্বীপ বুঝাইয়া সম্ভবতঃ বালুকা বালুল্যে 'বালি' নাম সার্থক করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন বালু দত্তের বাস জন্য গ্রামের নাম "বালী" হইয়াছে। ইহা কতদূর সত্য পরে বিবেচিত হইবে।

---

* "Vide" Howrah Past and Present, by C. N. Bannerjee P-5,

প্রকৃতই এই স্থান জল হইতে জাগিয়া দ্বীপাকার হইয়াছিল। উত্তরে পশ্চিমে খাড়ী, দক্ষিণে সাবেক দৌড় ক্ষেত্র বা দোরাভদ্র নদী* পূর্ব্বে গঙ্গা। দৌড় ক্ষেত্র নদীর আরও দক্ষিণে মালিপাঁচ-ঘরার মধ্য দিয়া প্রায় বারমাস জলভরা যে জলাজমি ঘুশুড়ী নস্কর পাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে নালুয়ার মাঠে মিলাইয়া গিয়াছে, উহা এককালে গঙ্গার সহিত সংযুক্ত সুবিস্তৃত একটি প্রাচীন খাড়ীর খাত বলিয়াই সঙ্গত ধারণা হয়। এই খাতের উত্তরস্থ (বালী মিউনিসিপ্যাল এলাকাভুক্ত) দরী বারাকপুর (বারবাকপুর) (=বার বাক্ নামচিহ্নিত গ্রামের নূতন অংশ) নামেই পরিচয় দিতেছে যে, মুসলমান আমলে এই স্থান আবাদ হইয়াছে। সুতরাং এখনকার নালুয়ার পূর্ব্বাংশ (রেলপার), বেলুড় দক্ষিণ পাড়া, দরী বারাকপুর, ইছাপুর ও ঘুশুড়ীর উত্তরাংশ, দক্ষিণে এই প্রাচীন খাল, পশ্চিমে বামনগাছি অবধি (!) প্রবাহিত বালীখাল, উত্তরে দৌড়ক্ষেত্র নদী ও পূর্বে গঙ্গা চারিধারে জলবেষ্টিত হইয়া নিজ বালীর মত এককালে দ্বীপাকার ধারণ করিয়াছিল। অতএব সমগ্র মিউনিসিপ্যাল বালী সম্বন্ধে বলা চলে।

"তখনে আছিল দ্বীপ গঙ্গাজল মাঝে।
এবে সে প্রকাশ হইল সংসারের মাঝে॥"

এইবার উদ্ভবের সময় নিরূপণের বিষয় আলোচনা করা যাউক। দক্ষিণরাড়ীয় কায়স্থ দত্তবংশের "বীজীপুরুষোত্তম দত্ত" ৮০৪ শকে গৌড়ে আসিয়া বালীগ্রামে বাস করেন। এটি পরে যথাস্থানে বিবেচিত হইবে। পুরুষোত্তমের আগমনের পূর্ব্বে যে বালীগ্রামের

** এই নদীটি কানা দামোদর হইতে মাকড়দহের নিকট বেগড়ী গ্রামে সরস্বতী নদী হইতে বাহির হইয়া বেলুড় দিয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছিল। বহুদিন মজিয়া গিয়াছে। নালুয়া গ্রামে স্থানে স্থানে খাতচিহ্ন আছে। বেলুড়ে মগরা বালি ভরা "মজার ডাঙ্গা" এখনও এই মজা নদী স্রোতের পরিচয় দেয়। ইহাই কি জগন্নাথ মন্দিরে প্রাপ্ত পত্রের পুঁথি লিখিত Danai Budha নদী?

পত্তন হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কত পুর্বে হইয়াছিল জানিতে হইলে বালীর সহিত সমতল ও সমস্তর কলিকাতা ভূ-ভাগের বাস পত্তন কালের তুলনা করিতে হইবে। ঐতিহাসিক যুগে কলিকাতা সমেত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণ-পুব্ব বিভাগ খুলনা যশোর সুন্দরবন খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দেও সম্পূর্ণ সংগঠিত হয় নাই জানা যায়।*

ভূ-তত্ত্ববিদ্ ফারগুসনের সিদ্ধান্ত ধরিয়া অর্থাৎ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের উত্তর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া, পরে পশ্চিম, ক্রমশঃ দক্ষিণ, অবশেষে পুর্ব এই সংগঠন ধারা ধরিয়া. কলিকাতার উত্তর পশ্চিম পরপারস্থিত বালীগ্রাম কলিকাতা ভূ-ভাগের একটু আগে, অর্থাৎ সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে উদ্ভুত হইয়া সপ্তম শতাব্দে মনুষ্য বাসোপযোগী হইয়াছে অনুমান করা অসঙ্গত হয়না।

অতএব নদী পলির তৈয়ারী বালীগ্রামের এখন আনুমানিক বয়স ১৩০০ বৎসর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রাকৃতিক বিবরণ প্রাচীন ভূ-সংস্থান ও আদিম অধিবাসী।

পূর্ব অধ্যায়ে বালীখালের দক্ষিণাংশের উদ্ভব বিবরণে বলা হইয়াছে। এক্ষণে উত্তরাংশের বিষয় দেখা যাউক। বালীখালের উত্তরাংশস্থিত "চকবালীর" নাম এখন হইতে সাত আট পুরুষ পূর্বের সংশ্রবে পাওয়া গিয়াছে। ১। কিন্তু ঐ অংশের 'উত্তরপাড়া" নাম দেড়শত বৎসর আগেকার সময়ের মানচিত্রে পাওয়া যায় নাই. ২। "চক" শব্দের অর্থ "মাঠের কিয়দংশ", ৩। ইহাতে বোধ হয় এখনকার উত্তরপাড়া আদিতে বালীর মাঠের কিয়দংশ ছিল। পরে লোকের বসতি হওয়ায় গ্রামের (উত্তর) পাড়া বলিয়া গণ্য হয়। এখনও এ অঞ্চলের বাহিরে "বালী-উত্তরপাড়া" ডাকনাম খালের

* **Census of India, 1901 Vol VII, Calcutta, Part I P-4.**

দ্বারা খণ্ডিত হইলেও একই অখণ্ড বালীগ্রামের সত্তার পরিচয় দিতেছে।

(১) বালীর চৈতল চট্ট ব্রাহ্মণদিগের অষ্টম নবম পুরুষ উর্দ্ধ এখনকার আদি পুরুষ রামভদ্র ন্যায়লঙ্কার এই চক্ বালীর ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া "চক্ ভট্টাচার্য্য" নাম খ্যাত হইয়াছিলেন। তদ্বংশীয় রায়সাহেব ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এ সংক্রান্ত দলিলাদি আছে।

(২) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত কাপ্তেন ক্লড মার্টিন অঙ্কিত (১৭৬৪ খ্রীঃ!) কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের ম্যাপে বালীর পর উত্তরে ভদ্রকালী গ্রামের উল্লেখ আছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের রেনেলের ম্যাপের পূর্ব্বে ইহা অঙ্কিত হইয়াছিল।

(৩) "চক্র=চক্র=মাঠের কিয়দংশ"। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধির "শব্দকোষ" দেখুন।

তৃতীয় অধ্যায়

সম্প্রতি উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি খালের উত্তর 'চক বালী' রাস্তার নাম বদলাইয়া "সার্কুলার-রোড" করিয়া কার্য্যতঃ বালীর অন্তরঙ্গতা ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু "তালপুকুর" বলিলে যেমন সেই পুকুরপাড়ে এখন একটি তালগাছ না থাকিলেও এককালে তালগাছ ছিল নাম সঙ্গে প্রমাণিত হয়, সেইরূপ উত্তরপাড়া, বালী নাম বর্জ্জন করিলেও, বাহিরের লোকের নিকট বালীর উত্তরপাড়া বলিয়াই গণ্য হইতেছে।

চক্ বালীর উত্তর সীমা ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে কোথায় ছিল, ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। এখন যেমন "বালী উত্তরপাড়া" ডাক, সাবেক ডাক নাম ছিল "কোতরঙ্গ বালী" (১)। এই সাবেক ডাক কতদিনের? তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত "গ্রহবিপ্রকুল বিচার" নামক রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রদিগের কুলগ্রন্থে লেখা আছে:—

"গঙ্গার পশ্চিম কুল বালীগ্রাম সীমে।
আশী ক্রোশ মৌড়েশ্বর তাহার পশ্চিমে॥
* * * *
কোতরঙ্গ বালী আর কোট মৌডেশ্বর।
ডাক পাক নবকুল ইহার ভিতর॥ (২)

---

(১) বালীর স্বনামধন্য ৺মাধব চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গোস্বামী বলেন যে তিনি পিতার নিকট হাল "বালী উত্তরপাড়া" ডাকের স্থানে সাবেক "কোতরঙ্গ বালী" ডাক শুনিয়াছেন। দক্ষিণ বালী চক্রবর্ত্তী পাড়ার শতবর্ষজীবী বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষও সাবেক "কোতরঙ্গ বালী" ডাকের কথা বলেন।

(২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ২য় খণ্ড শাক দ্বীপী ব্রাহ্মণ বিবরণ ১১০ পৃ।

ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বালী নাম স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াও ইহার উত্তরপাড়ার উত্তর ভদ্রকালী গ্রামের উত্তর কোতরঙ্গ গ্রামের সহিত ডাকনামে যুক্ত। অতএব স্বতঃই মনে হয় যে, অভিন্ন বালী উত্তরপাড়ার মত কোতরঙ্গ বালীও এককালে, সম্ভবতঃ মূলে, হরিহর ভাব অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিগ্রাম ছিল (৩) আর কোন্নগর কোতরঙ্গ মধ্যবর্ত্তী "ধারসার (আমড়াতলা) খাল" সম্ভবত: আদিকালে কোতরঙ্গ বালী যুক্তগ্রামের উত্তর সীমা ছিল। পূর্ব্ব অধ্যায়োক্ত বিবরণে ভদ্রকালী গ্রামে মাটির ভিতর নৌকা পাওয়ায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, ঐ অঞ্চল জলমগ্ন ছিল। আর এখনও চরজমি কোতরঙ্গ সংলগ্ন স্থল যে, এককালে নদীগর্ভে ছিল, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সকল সন্দেহই মিটাইতেছে।

পরবর্ত্তীকালে এখনকার কোতরঙ্গ ও বালীব মধ্যবর্ত্তী স্থান কিরূপে ভদ্রকালী ও উত্তরপাড়া নামে স্বতন্ত্র আখ্যা পাইল, পরে যথাস্থানে দেখান যাইবে।

উক্ত কোতরঙ্গ-বালী যুগ্মনামের ব্যুৎপত্তি হইতে এখানকার পত্তন ও আদিবাসের আভাস পাওয়া যায়। "কুদ্রঙ্গ" শব্দের অর্থ "মঞ্চোপরি মণ্ডপ" *। "কুদ্রঙ্গ" শব্দ রূপান্তরে "কোতরঙ্গ" দাঁড়াইয়াছে অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। অতএব কোতরঙ্গ-বালী বলিলে বুঝায় মাচাটঙ্গ বা টুঙ্গী-বালী, স্যাঁতসেতে চরজমিতে বাস করিতে মানুষের মাথা গুঁজিবার যেমন ছাউনি আগে তৈয়ার

---

(৩) সম্ভবতঃ—এই অভিন্নতার জন্যই ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কণ ধনপতি ও শ্রীমন্তের গঙ্গা নদী দিয়া সিংহল যাত্রা বর্ণনাকালে কোতরঙ্গেরও উল্লেখ করিয়াছেন, স্বতন্ত্রভাবে বালীর উল্লেখ করেন নাই—

"কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
কুচিমান ধনপতি দেখিবারে পায়॥"

১৪১৭ শকাব্দে লিখিত বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গল" কাব্যেও শুধু কোতরঙ্গের উল্লেখ আছে।

* বাঙ্গালা প্রকৃতি বোধ অভিধান দ্রষ্টব্য।

হয়, তেমন একখানি হুবহু ছবি!—সুন্দরবনে বা পদ্মাতীরে নূতন আবাদ চরে বাস—ব্যাপারে যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অনুভব করিবেন। ঠিক কোতরঙ্গ-বালীর সম-অর্থ-বোধক কোনও কোনও স্থান পাওয়া যায়—যেমন, খড়িয়া নদীর তীরে টুঙ্গি-বালী বা বালিটুঙ্গি গ্রাম। বালী মিউনিসিপ্যালিটির ২নং ওয়ার্ডের কতক অংশ ও ৪নং ওয়ার্ড—অর্থাৎ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে এখনও পর্য্যন্ত নিম্নভূমি বাহুল্যে স্বতঃই বোধ হয় যে, নদীর "বাঁওড়"—এই দিক দিয়াই ছিল। জল হইতে জাগিবার পর এই স্থান আওড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল বাহুল্যে নদীর "আওড়" হইয়াছে। উত্তরে "ধারসার" খাল; "বালীর খাল" তো ছিলই, এখনও আছে। দক্ষিণে মালিপাঁচঘরার প্রাচীন খালের জোলও রহিয়াছে। অন্ততঃ আরও তিনটি ওড়খাল, বালীখাল ও বেলুড় বাহিনী প্রাচীনা দৌডক্ষেত্র বা ভদ্রা নদীর মধ্যে ছিল। নিজ বালীর স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী দ্বারা তাহাদিগের পূর্ব্বাস্তিত্বের অভ্রান্তিকর চিহ্ন পাওয়া যায়।

এখন বালীর উত্তরাংশের জল যে পয়ঃপ্রণালী দ্বারা নির্গত হইয়া পাটকলের পূর্ব্বদিক দিয়া খালে পড়ে, সেই একটি। দ্বারিক জাঙ্গাল—গাঙ্গুলী পাড়া—বাঁকের ডাঙ্গার মধ্যস্থিত নিম্নভূমি বিশেষতঃ আবরার* মাঠ (আবরা=জলরক্ষণ) নাম পরিচয়ে সেই প্রাচীন খালের প্রবাহ-ভূমির পরিচয় দিতেছে। দ্বিতীয় খালটির খাত ছিল ৺কল্যাণেশ্বর মন্দিরের নিকট গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের উপর দিয়া** পশ্চিমদিকে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত দ্বারিক জাঙ্গাল খালে মিলিয়াছিল; পথে "যুগের" আড়ার পূর্ব্বে এক বাহু বাড়াইয়া দক্ষিণ দিকে হুলতলা স্পর্শ করিয়াছিল। তৃতীয় খালটির মুখ বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের উত্তর ও দক্ষিণ দুইদিক দিয়া ছিল; এবং পশ্চিমে

---

* আবরা=জলরক্ষণ (বাঙ্গালা প্রকৃতি বোধ অভিধান)।

** ইং ১৮৯৪।৯৫ সালে একবার ষাঁড়া-ষাঁড়ির বানে গঙ্গার জল ২৬ ফুট উঠিয়াছিল। এ অংশের গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড সহিত এই স্থল বানজলে ডুবিয়া গিয়াছিল—লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ছাড়াইয়া* হুলতলা দিয়া বেলুড় ষ্টেশনের নিকটের মাঠ ছাড়াইয়া দক্ষিণ পশ্চিম কোণে উজান বহিত। সম্ভবতঃ "হুলতলা" এই সেকেলে খালের তলভূমির নিশানা; ইহাদিগের শাখা, উপশাখাও ছিল। ইহা ছাড়া ঘুশুড়ী হইতে কোতরঙ্গ পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে অনেকগুলি ছোট বড় আওড় ছিল (কতকগুলি দক্ষিণাংশে এখনও আছে)। গঙ্গার স্রোতের সহিত যোগ থাকায় এই ওড়খালগুলি আবার মাছে ভরা ছিল। তখন এ জায়গা সবেমাত্র জল-জাগা চর; বন জঙ্গল হয় নাই, বন্য জন্তু আসিয়া বাস করে নাই যে শিকারী মানুষের সুবিধা হইবে; জল ঘেরা ছোট ছোট উঁচু নীচু ঢিপি—চাষীর লাঙ্গল চালাইবার যো নাই; চর-বালিতে ধানই বা কি জন্মিবে? সুতরাং আদিম অবস্থায় মাছুয়ার বিশেষতঃ ভেলা নৌকা চাপিয়া মাছ ধরে এমন জাতির বাসযোগ্য করিবার জন্যই যেন প্রকৃতি এই স্থানে জল জাল বিছাইয়াছিলেন। এখনও এ অঞ্চলে বর্ষাকালে জলভরা ওড়খাল সকল দেশ দেশান্তর হইতে আগত জালিয়া ডিঙ্গির আশ্রয় স্থল হইয়া এখানকার আদিম আগন্তুকদিগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মাছুয়া জাতিই যে এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী তাহার সঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেকালে ভারতের অন্যদেশের লোক পূর্ব্বদেশ বলিলে মাছুয়ার দেশ বুঝিত; দৃষ্টান্ত যথা—বরাহমিহিরের ভাষ্যকার কাশ্মীরী পণ্ডিত উৎপল (১) বৃহৎ সংহিতার কেতুচার অধ্যায়োক্ত 'জলজাজীব

* ১৮৮০।৮৫ সালেও গঙ্গার বান জল নালা দিয়া আসিয়া এ অংশের গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ডুবাইয়া দিত।

(১) একাদশ শতাব্দের প্রথম পাদে মুসলমান জ্যোতিষী ঐতিহাসিক আলবরুনি অকুরজান বৃহৎসংহিতা প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। **Vide Alberuni's India, Translated by Sacham Vol-I. 298**। উৎপল "(৮৮৮ শকে—৯৬৬ খৃঃঅ) পুস্তক লিখিয়াছিলেন। **Vide Bhandaj's articles in Royal Asiatic Society's journal.**

(মাছুয়া) দিগকে (২) 'প্রাগদেশ বাসিনঃ ইতি অর্থ" টীকা দ্বারা পূর্ব্বদেশবাসী বলিয়াছেন (৩) বরাহমিহির বৃহৎ সংহিতায় (৪) ও বিখ্যাত চীন দেশীয় পর্য্যটক যুয়ন্-চঙ্গ্ তখনকার ভারতবর্ষের পূর্ব্বদেশ সমূহের মধ্যে তাম্রলিপ্ত দেশের উল্লেখ করিয়াছেন (৫) প্রোফেসর কার্ণের মতে বরাহমিহিরের জীবনকাল ৫০৫-৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে (৬)। যুয়ন্-চঙ্গ্ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত দেশে আসিয়াছিলেন (৭)। এই তাম্রলিপ্ত দেশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেবের মতে উত্তরে বর্দ্ধমান-কালনা হইতে দক্ষিণে কাঁসাই নদী পর্য্যন্ত হুগলী নদীর পশ্চিম তীর সংলগ্ন ভূ-ভাগ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল (৮)। অতএব খ্রীষ্টিয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দে অর্থাৎ বালীগ্রামের উদ্ভব পত্তনকালে কৈবর্ত্ত-বহুল (কৈবর্ত্তঃ=ধীবর বৃত্তিঃ ইতি বিষ্ণুপুর শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা) তাম্রলিপ্ত রাজ্যের (কালনা কাঁসাই অন্তরবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ) এই স্থানে খাল বিল বাহুল্যে মাছুয়া জাতির বাস স্বতঃসিদ্ধ সম্ভাষিত হইতেছে। এ কালে সপ্তদশ শতাব্দেও এ অঞ্চলে বালীগ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী গ্রাম বিশেষে

---

(২) ঐশীরনরমপি কৌম্যে
জলজাজীবাধিপং তথার্দ্রাস্থ।
আদিতে হ্স্মক নাথং
পুষ্যে মগধাধিপং হন্তি ॥ (বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা)।

(৩) Prof. H. Kern's "Verspreide Geschriften" P. 227.

(৪) 'অথ পূর্ব্ব শ্যামজ্ঞম·············তাম্রলিপ্তিক কোশলকা বর্দ্ধমানশ্চ" (বৃহৎসংহিতা ৪ স ৫-৭)।

(৫) **Watter's Yuan Chwang. Vol II P. 189.**

(৬) **Kern's Translation of Brihat Samhita, P.2-3.**

(৭) **Watter's Yuan-Chwang.**

(৮) **Cunningham's Ancient Geography of India P. 504.**

ধীবর প্রাধান্যের উল্লেখ পাওয়া যায়. যথা "দিগ্বিজয় প্রকাশে"

"খলসানি মহাগ্রামো যত্র রাজা চ ধীবরঃ ॥"

আমাদিগের বালীগ্রামে মাছুয়া জাতির বাস সম্বন্ধে একশত বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত একটি গ্রাম্য ছড়ায় পাওয়া যায় ঃ—

"বালীর বাজাবে বিকোয় হাঁড়া।
তাব ওদিকে মালা পাড়া ॥
মালা পাড়ায় শুকোয় জাল।
তার ওদিকে বালীর খাল ॥

এই পুরানো ছড়ায় গ্রামের মধ্যস্থল বাজার হইতে এখনকার গ্রামের উত্তরসীমা খাল পর্য্যন্ত মাছুয়া মালা জাতির (১) বাস, বর্ণনা করা হইয়াছে। এখনও এই সীমার মধ্যে, কিন্তু সংকীর্ণতর স্থানে মালাদের বহুদিনের বাস। বালীগ্রাম ইহাদের একটা সমাজ গ্রাম। (২) উপরের ছড়া রচনার সময়ের পূর্ব্বে মালাদিগের বাস সাবেক গঙ্গাতীরে দক্ষিণে কেওড়াডাঙ্গা (বারাকপুর) অবধি বিস্তৃত ছিল, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বারেন্দ্র পাড়ার রাজকৃষ্ণ ভাদুড়ীদিগের ভিটা পূর্ব্বে মালাদিগের ছিল।

সপ্তম পুরুষ উর্দ্ধে যখন ছয়-আনি জমিদার মহাশয়েরা বালীতে আসিয়া বাসভবন পত্তন করেন, তখন ইহারা খুব প্রবল ছিল শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারও প্রায় সাতশত বৎসর পূর্ব্বে (পরে দেখান হইবে একাদশ শতাব্দের শেষ পাদে) যখন দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ দত্তবংশের এখানে বাস হয়, তখনও নাকি মাছুয়ারা উক্তদিকে অনেক কাল পর্য্যন্ত ছিল। তাহার পূর্ব্বে ইহারা কেমন ছিল জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি পর পর দুইটা আদিম সুমারির বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহাদের

(১) মালারা গাঙ্গে ডিঙ্গি চড়িয়া জাল ফেলিয়া মাছ ধরে।

(২) সেজন্মা, ডমুরদহ, বালী মালা সমাজ।

সংখ্যা এ অঞ্চলে ক্রমেই কমিতেছে :—

মালাজাতির লোক সংখ্যা। (১)

হুগলী জেলা

সাল	পুরুষ		স্ত্রী		মোট
১৯০১ খ্রীঃ	১৭৩৪	+	৫৫০	=	২২৮৪
১৯১১ ,,	১১৭৮	+	৬৭৬	=	১৮৫৪

হাওড়া জেলা

সাল	পুরুষ		স্ত্রী		মোট
১৯০১ খ্রীঃ	১৯৬৩	+	৭৮৮	=	২৭৫১
১৯১১ ,,	১০০২	+	৪০০	=	১৪০২

বালী থানা

সাল	পুরুষ		স্ত্রী		মোট
১৯০১ খ্রীঃ	৪৫৯	+	১১৭	=	৫৭৬

১৯১১ সালের আলাহিদা হিসাব পাওয়া যায় নাই।

১৯২১ ,, এখন বালীতে মালা বাসিন্দা ৩০০ শতর অধিক নাই।

ইহাদের বয়োবৃদ্ধেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে যে, স্ত্রী সংখ্যা অত্যন্ত কম (বালীগ্রামে পুরুষের অনুপাতে চারিভাগের একভাগ স্ত্রী) হওয়ায় তাহাদিগের অনেকেই অবিবাহিত অবস্থায় মরিয়া যায়। কাজেই তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয় নাই।' আহা কত ভিটা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। আদিম তামাটিয়া মার্কিন জাতির মত প্রকৃত এ অঞ্চলে ইহারা ধ্বংসোন্মুখ জাতি। হিন্দু শাস্ত্রে মাছুয়া জাতি অন্ত্যজ। অন্তবসায়ীদিগের (২) মধ্যে গণ্য হওয়ায় গ্রামের বাহিরে তাহাদিগের বাসের ব্যবস্থা আছে।

---

(১) Census of India, 1901 & 1911, Vol V, Part-II, Vol VI B, Part-III.

(২) "রজকশ্চর্ম্ম কারশ্চ...............এব চ।

কৈবর্ত্ত মেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজা স্মৃতা" ॥ যম সংহিতা।

কৈবর্ত্তঃ=ধীবরবৃত্তিঃ ইতি বিষ্ণুপুরাণে শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা।

অন্তরশ্মৈ শাকটায় নগর ব্যাহায় চাণ্ডালয় গৃহায় ইত্যর্থঃ ॥

কিন্তু এই মাছুয়া জাতি সাবেক বালীগ্রামের কেন্দ্রস্থলে শাস্ত্রানুসারে উচ্চ জাতির প্রাপ্য স্থানে সমাজ গড়িয়া গট্ হইয়া বসিয়া আছে। সুতরাং বহুকালের দখল বিধায় ও প্রতিকূল প্রমাণাভাবে ইহাদিগের আদিবাস সাব্যস্ত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ও প্রমাণ সমূহে সম্পূর্ণ সম্ভাবিত হইতেছে যে, এখনকার মালাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরাই গ্রামের আদিম অধিবাসী। পরে অন্য জাতি আসিয়া বাস করে।

এখনকার সেই আদিম মাছুয়াদিগের সমাজধর্ম্ম কিরূপ ছিল স্বতন্ত্রভাবে জানিতে পারা যায় নাই। যে সময়ে এখানে "মাছুয়া নিবাস পুরে জাল বুনে মৎস্য ধরে" আনুমানিক খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী —তখন বালীগ্রাম অন্তর্ভূত তাম্রলিপ্ত রাজ্য পরিভ্রমণকারী চৈন পরিব্রাজক য়ুয়ন-চঙ্গ তদ্দেশবাসীদিগকে চোয়াড় সাহসী ও কষ্ট সহিষ্ণু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তখন তাম্রলিপ্ত রাজ্যে বৌদ্ধই বেশী এবং ১০টি সঙ্ঘারাম ও সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু "আদি কর্ম্ম বিধি" নামক বৌদ্ধদিগের স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণীহত্যা করে, সে সকল জাতিকে অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্ত্ত-দিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে না। (১) সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য কালেও এখনকার মালাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয় নাই। একে তো ইহারা ব্রাহ্মণের ঘৃণিত ছিল, আবার বৌদ্ধেরও বিবর্জ্জিত হইয়া মঠ, মন্দির হইতে দূরে, নিজেদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গাছতলায় স্বজাতীয় দেবতা মাকাল ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

তখনকার বালীর উত্তরাংশ এখনকার স্বতন্ত্রগ্রাম মাকলা, সম্ভবতঃ তাহারা মাকাল ঠাকুরের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিল। এই মাকলা গ্রামের (রেলপার) পূর্ব্বাংশে একটি ও সাবেক বালীর পশ্চিমাংশ এখনকার দুর্গাপুর-দুলেপাড়ায়, এবং বসুকাটির নিকট একটি, বালীর খালের ধারে আর একটি মাকাল তলায় মাকালঠাকুর

(১) বৌদ্ধগান ও দোঁহা—১৬ পৃঃ। M.M.H.P. Shastri.

পরবর্ত্তীকালে বসন্ত রায় দক্ষিণ রায়ের মত গ্রাম্য দেবতা হইয়াও তাঁহার উপাসক এখনকার সেই আদিম মাছুয়াদিগেরই সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অধিবাসিগণ ও তাহাদের স্মৃতি চিহ্ন

মাছুয়াদিগের বাসের পর বালীর চরগুলির স্বাভাবিক বা কৃত্রিম নিয়মে যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইয়াছিল। চর-সংলগ্ন খাল, ওড়খালগুলির নদীর সহিত সংযোগ, কোনটা পলি পড়িয়া আপনা আপনি বুজিয়া যাওয়ায়, কোনটা বা মাছুযাদিগের মাছ ধরিবার সুবিধার জন্য ভেড়ী বাঁধিয়া দেওয়ায়, সেই খাল ওড়খাল শীঘ্রই (১) বাদা, বিল, জোলজমি, ক্রমশঃ (২) হোগলা-বেত-সুন্দরী বনজঙ্গল, বন্য জন্তুর আশ্রয়স্থল, পরে (৩) চাষ-আবাদ যে হইয়াছিল—তাহা এখনকার কয়েকটি পল্লীর নামে, বা কোনও স্থানীয় ঘটনা বা বংশের বসবাস বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায়। বালীখালের একান্তে-স্থিত বোঁদের (বোদমাটির) বিল, পশ্চিমস্থ বিলজয়পুর, নাবাল দুর্গাপুর,—মধ্যস্থিত "আবরার (জলরক্ষণের) মাঠ" দক্ষিণদিকের "হুলতলার মাঠ"।

---

(১) বাদা-বিল অবস্থার পরিচায়ক। খালধারের (সাবেক হোগলা বনের) "হোগলাকুড়" (ওরফে রামচন্দ্রপুর) চক বালীতে পাটনীদিগের ও আবরার মাঠের পার্শ্বে (গোস্বামীদিগের পূর্ব্বতন) পাঠকদিগের বেতবন কাটিয়া বাসের কথা, বেতবন মধ্যে ৺কল্যাণেশ্বর দেবের উদ্ভব প্রসঙ্গ, রেল লাইনের পশ্চিমস্থ সদ্গোপ পল্লীতে মতি পালের পুকুর কাটিবার সময় মাটির ভিতর পদ্ম পাতা শিকড় শুদ্ধ সুন্দরী গাছ বাহির হওয়ার গল্প লেখক মতিপালের মুখে শুনিয়াছে।

(২) বন জঙ্গল অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বেলুড় ষ্টেশনের নিকটস্থ (গ্রামের সর্ব্বোচ্চ স্থান) লুপ্তপ্রায় "খামার-পাড়া" নাম এখনও পূর্ব্বোক্ত চাষ-আবাদ পরিণতির সাক্ষ্য দিতেছে।

গ্রামের ক্রমিক প্রাকৃতিক পরিণতির পর্য্যায় অনুসারে মানুষেরও বাস পর্য্যায় হইয়াছিল। অর্থাৎ চরে মাছুয়া, জঙ্গলে শিকারী পশুপালক কাঠুরিয়া, আবাদে কৃষি শ্রমশিল্পী জাতি আসিয়াছিল। পরে দেখা যাইবে এখানে ব্রাহ্মণের বাস খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঠেলিয়া তোলা কঠিন। তৎপূর্ব্বে কায়স্থের বাস ও খ্রীঃ একাদশ শতাব্দের শেষপাদের পূর্ব্বে লওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ বাসের পূর্ব্বে সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া দুলে-বাগ্দী-কেওরা, হাড়ী-ডোম-চণ্ডাল-শিকারী-পশুপালক-কাঠুরিয়া জাতি, পরে—কৈবর্ত্ত, মালি, সদ্গোপ, কৃষিজাতি, ক্রমে মোটাকাপড় বোনা যুগী জাতি, কামার-কুমোর-ছুতার, তেলি প্রভৃতি শ্রমশিল্পীগণ এখানে আসিয়া নিজ নিজ নামে এক একটি পল্লী বসাইয়াছিল। স্থানীয় পল্লীগুলির পূর্ব্বতর বা অদ্যাবধি বিদ্যমান নামে পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বালী মিউনিসিপ্যালিটির দক্ষিণদিকের ৩নং ও ৪নং ওয়ার্ড এখনও নাবাল জমি ও জঙ্গলে ভরা—এখনও তাই এই দিকেই এখানকার দ্বিতীয়াগত জাতিদিগের অধিক বাস। সর্ব্ব দক্ষিণে "চণ্ডালপাড়া" ঘুরিয়া উত্তরদিকে আসিতে আসিতে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের দুই পাশে এদিকে ওদিকে ছড়ান হাড়ী-ডোম-বাইতি পাড়া, গঙ্গা ও গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের মধ্যে "মুচিপাড়া" "কেওরাপাড়া" এখনও আছে। রামকৃষ্ণ মঠের নিকট একটি "যুগীপাড়াও" আছে। ২নং ওয়ার্ডের উচ্চতর ভূমিতে দ্বিতীয়াগত জাতি সকল পরতর উচ্চজাতীয় দিগের দ্বারা ক্রমশঃ অপসারিত হইয়াছে।

মাত্র বাগ্দী পাড়ায় এখনও ঘর কতক বাগ্দী নাম রক্ষা করিতেছে। কিন্তু সাবেক দক্ষিণ পাড়া জোড়া বাগ্দী পাড়ায় চৌদ্দ পুরুষ হইল "চক্রবর্ত্তী পাড়া" ও "আচার্য্য পাড়া" পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদিগের পশ্চিম দিকে যুগের আড়ায় যুগী পাড়া। আট পুরুষ হইল "পাঠকপাড়া" হইয়াছে। বালীর দক্ষিণ-পূর্ব পল্লী বারবাকপুরের "কেওরাডাঙ্গা" সাত পুরুষ হইল "বারেন্দ্র পাড়া"

ও (কায়স্থ) "ঘোষপাড়া" হইয়াছে। (১) ১নং ওয়ার্ডের "কামার পাড়া" নাকি পূর্ব্বে "ডুলেপাড়া" ছিল—ডুলেরা হটিয়া পশ্চিমে (রেলপারে) নিম্নতর ভূমিতে গিয়াছে। গ্রাম পত্তনের চারিশত বৎসর পরে এখানে কায়স্থের বাস হয়। এই চারিশত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পত্তন পরিণতির পর্য্যায়ানুসারে "বাগ্দী নিবসে পুরে নানা অস্ত্র ধরি করে" "মৎস মারে চষে চাষ দুই জাতি বসে দাস"—এইরূপ জাতীয় লোক অবশ্যই আসিয়াছিল (২) ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সম্ভবতঃ যুগীরা কায়স্থের পূর্ব্বে আসিয়াছিল। এই সকল জাতির মধ্যে এখানে বাগ্দী ডোমই মাতব্বর ছিল বলিয়া বোধ হয়। (৩) কিন্তু ওই বাগ্দী ডোম—

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহনা পরশে জল লোকে বলে রাঢ়॥" কবিকঙ্কণ

অর্থাৎ রাঢ় দেশের আদিম অধিবাসী ইহারা পরতর কালের ভাষায় "ইতরজাতি" হইলেও এককালে এ অঞ্চলে "রাজার জাত ভাই"

---

(১) পূর্ব্বে অধ্যায়োক্ত বাস বিবরণ ছড়ায় আছে :—
"ভবানী লাউড়ী (লাহিড়ী) ফেলে হাঁড়ী।
তার ওদিকে কেওরা ছুঁড়ী॥"

(২) কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে কালকেতুর নগর নির্ম্মাণ বিবরণ।

(৩) পাঠক বংশীয় ৺উমেশ চন্দ্র পাঠক মুখে শুনা গিয়াছে যে, যুগের আড়ার তাঁহাদিগের ভদ্রাসনের উত্তর দিকের আওলাত জমি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা অমানুষিক অতি দীর্ঘ নর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। উহার মাথার দিকে একটা লোহার কড়া ও পায়ের কছে একখানা কোদাল ঐ সঙ্গে ছিল।

যুগীদিগের এখনও সমাধি দিবার প্রথা আছে। গোর দিবার সময় এক সরা নুন নাকি তাহাদিগের মৃতদেহের মাথার উপর রাখিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ কঙ্কালটি যুগের আড়ার একটি "কড়ার ভিখারী" যুগী সন্ন্যাসীর। প্রাচীন "গোবিন্দ চন্দ্রের গীত" পুস্তকে এইরূপ সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে। একজন সমাজতত্ত্বজ্ঞ যুগীর মুখে শুনা গিয়াছে যে যুগের আড়ার যুগী সমাজ বহু বৎসরের প্রাচীন ছিল।

জাঙ্গাল নামক রাস্তা" তৎ-সংলগ্ন কোনও কোনও জমির সীমা নির্দ্দেশ আছে। অনুসন্ধানের ফলে উত্তরে ভদ্রেশ্বর হইতে দক্ষিণে নালুয়া পর্য্যন্ত দ্বারিক জাঙ্গালের কতক কতক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সাতগাঁ বন্দর হইতে বেতোড়ের সুবিখ্যাত হাট পর্য্যন্ত প্রাচীনকালে এখানকার এই প্রথম রাস্তা ছিল।

বালীগ্রামে (প্রাচীন) দ্বারিক জাঙ্গাল ও গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড এক পোয়া মাত্র ব্যবধানে প্রায় সমান্তরালভাবে গিয়াছে। ১১১৯ সালে লিখিত স্থানীয় একটি দলিল দৃষ্টে জানা গিয়াছে যে বালীতে এখনকার গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড তখনও "সরকারী রাস্তা" ছিল। তখন বালী একটি ছোট গ্রাম। পার্শ্বে একটা দূরস্পর্শী প্রশস্ত রাস্তা থাকিতে আবার একটা সরকারী প্রয়োজনে কিংবা শেষোক্ত সরকারী রাস্তা যখন নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল তখন পার্শ্বস্থ বে-ওয়ারিশ দ্বারিক-জাঙ্গাল লোভীর কৃপায় লুপ্ত-গুপ্ত ও অনেক স্থলে নিশ্চিহ্ন নিশ্চয়ই হইয়াছিল। একটা সাধারণ পথ এইরূপে লুপ্ত হইতেও অনেক সময় লাগিয়াছিল। সুতরাং জাঙ্গাল যে অতি প্রাচীন একাদশ শতাব্দীর সঙ্গত অনুমান করা যাইতে পারে।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বালী গ্রামের চারিদিকে ও ভিতরে বাগ্দী-ডোম-অন্তরঙ্গ জাতিদিগের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব কিরূপ প্রবল ছিল। আদি গ্রামের দক্ষিণ দিক ঘেঁসিয়া ঐ সকল জাতির আড্ডা হওয়া বিধায় অনুমান হয় যে, তাহাদিগের মধ্যে মন্থরগামিনী ক্ষীণায়মানা দৌড়ভদ্রা নদীর বালুয়াড়ী ভূমিতে ক্রমশঃ একটি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে "বেলু-উড়ি" অর্থাৎ দশ শিষ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু কুটীর (১) স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বলিব— স্থানীয় প্রকৃতিগত নাম ঘটনাগত নামে উচ্চারণ সাদৃশ্যে মিলাইয়া

(১) বেলুড়ি=বেলু+উড়ি। বেল্লু বা বেলু=দশ শিষ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু; উড়ি=কুটীর। মহামাহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালার বৌদ্ধগান ও দোঁহার শব্দ-সূচী দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিলেন দূরান্তরের "বামুন পাড়ার" চাঁইএরা, যেমন পদ্মা পারের হরিবর্ম্মা, দামোদর পারের রনশূর, ভুরিশ্রেষ্টিকের পাণ্ডুদাস, আর বাল বলভীর ভবদেব ভট্ট। মহীপাল চলিলেন স-ধর্ম্মী রূপার দিকে। কিন্তু তাল সামলাইতে পারিলেন না। রূপা রাজার সহিত সপ্তগ্রামে বৌদ্ধরাজ্য নাশ হইল (১) ও বিজয়ী হরিবর্ম্ম দেবের (২) হিন্দু রাজ্য সংস্থাপিত হইল। ইহাব পর সপ্তগ্রাম মহাবিহারের ভার লুই সিদ্ধার চেলা দ্বাবিক সিদ্ধাব হাতে পড়ে। ইনি মহাবিহার সংসৃষ্ট গ্রামগুলি বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে জাঙ্গাল বাঁধিয়াছিলেন আজও তাহা "দ্বারিক জাঙ্গাল" নামে এ অঞ্চলে খ্যাত রহিয়াছে। "দ্বারিক জাঙ্গাল" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য মতও দৃষ্ট হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বঙ্গাধিপ পরাজয" প্রণেতা বলেন যে, বৰ্দ্ধমান রাজার "দ্বাবি" নামে এক সন্তান রহিতা মহিলা ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে রাজমহলের নবাবকে অনেক ধনসম্পত্তি দান করিয়া নিজ নামে কোনও জনহিতকারী কীর্ত্তি স্থাপন কবিতে অনুরোধ কবেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে নবাবের কর্ম্মচারীবা দক্ষিণ বঙ্গেব মায় সুন্দরবনে স্থানে স্থানে যে জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিযাছিল, তাহাই "দ্বারিক জাঙ্গাল" নামে খ্যাত আছে। আমবা অনুসন্ধানে জানিযাছি—সুন্দরবনে "দ্বারিক-জাঙ্গাল" আবাদ আছে। বালী গ্রাম দিয়া দ্বারিক জাঙ্গালেব যে অংশ গিয়াছিল তাহার নাম বদলাইযা এক্ষণে "পদ্মবাবুর লেন" ও "জোড়া অশ্বত্থতলা লেন" হইযাছে। এখানকার প্রাচীন দলিলে 'দ্বারিক

---

(১) "দিগ্বিজয় প্রকাশে" কুলপাল দীর্ঘ গঙ্গায় (সেওড়াফুলি দেগঙ্গায়) ও তৎপুত্র অহীপাল মাহেশে রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহাদিগকে আপাত পালবংশীয় বৌদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও, ইহারা কোন সময়ের বা কোন ধর্ম্মের লোক, বা (বালীগ্রামের এত নিকটে) কতদূর ইহাদের রাজ্য ছিল কোনও উল্লেখ নাই।

(২) হরিবর্ম্ম দেবের একটি তাম্রশাসন বালী চতুষ্পাঠীর ৺গুরুচরণ বিদ্যাভূষণের পুত্র শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট আছে।

ছিল) ও শিবপুর বিহার। এই শিবপুর বোধ হয় প্রাচীন সপ্তগ্রাম পল্লী, শিবপুর নয়—হাওড়া-বেতোড়-শিবপুর। হাওড়া শহরের উপকণ্ঠ ব্যাঁটরাও এককালে শিবপুরের সহিত প্রাচীন বেতোডের অন্তর্গত ছিল। ব্যাঁটরা-কদমতলা রেল ষ্টেশনের নিকটে এক "মঠবাড়ী" আছে। মঠবাড়ীতে বহুকালের একটি মঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক ভগ্নাবশেষ বনজঙ্গল পরিবৃত হইয়া আছে। বর্ত্তমান অধিবাসীরা বলেন যে, তাঁহারাই বংশানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন যে, সে কালে ভাগীরথী এই মঠ-তল বাহিনী ছিলেন। এখন এখান হইতে দেড় মাইল দূরে গঙ্গা সরিয়া গিয়াছেন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলে বেতোডের বেতাইচণ্ডী গঙ্গাতীরে ছিলেন উল্লেখ আছে। সুতরাং মঠটি অতি প্রাচীন। সম্ভবতঃ এইটি শিবপুর বিহার ছিল।

রূপা রাজা সহজীয়া মতের বৌদ্ধ তান্ত্রিক লুই সিদ্ধাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং বাগদী রাজ্যে সহজেই এই সহজীয়া মত চলিযাছিল। রূপা লুইসিদ্ধা দ্বারা সপ্তগ্রাম বন্দরের কাছে এক মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করাইয়া রাজ্যস্থ ৫০ খানি গ্রাম উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উৎসর্গ করিযাছিলেন। ঘটনাক্রমে বাগদী রাজ্যে (বৌদ্ধ) সদ্ধর্ম্মী ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মীর মহা বিরোধ উপস্থিত হয়। (১) রাজ্যের বাগদী-ডোম, (বালীর বাগদী-ডোমও যে ইহাদের মধ্যে ছিলনা, এমন নয়), রাজার হুকুমে তো বটে, মনের টানেও বৌদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে। এই লড়ায়ের উদ্যোগ পর্ব্বে নাকি গান উঠিয়াছিল—

"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ঢাল মৃগল ঘাঘর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়ল সাড়া।
সাড়া গেল সেই বামুন পাড়া॥"

বালীতে বা আশে পাশে তখন "বামুন পাড়া" থাকিলে "সাড়া পড়ার" উত্তর ছড়াও পাওয়া যাইত। সাড়া দিয়া খাড়া

(১) কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে ভস্ম কলেবর। সিংহনাদ কাঁথাঝুলি অতি ভয়ঙ্কর॥

হইয়াছিল। তখনকার তাহাদের বৃহৎ বৃত্তের ইতিবৃত্ত গণ্ডীভূত ক্ষেত্রস্থ ক্ষুদ্র বৃত্তে করিয়া আমাদের গ্রামের কাহিনী ছাড়িয়া লইতে পারি। এইরূপ য়ুয়ন চঙ্গের তাম্রলিপ্তবাসীর বর্ণনা হইতে আমরা এই সমসাময়িক গ্রাম-নিবাসীর আঁচ পাইয়াছিলাম। তাহার পর দেশব্যাপী শতাধিক বৎসরের অরাজকতা ভিন্ন পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর এখানকার আর কোনও বিশেষ খবর পাওয়া যায় নাই। শুধু সুহ্ম তাম্রলিপ্ত দেশ বিভাগের স্থলে (দক্ষিণ) রাঢ় নাম প্রকটিত হইয়াছে দেখিতে পাই। সম্প্রতি মহামাহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস (১) হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষে রাঢ় দেশে বিষ্ণুপুরের মত সপ্তগ্রামেও বাগ্দীরা প্রবল হইয়া রূপা রাজা ও মেঘা সেনাপতির (২) নেতৃত্বে রাজ্য স্থাপন কবিয়াছিল। এই রূপা রাজার রাজ্য নাকি উত্তরে অম্বিকা, পশ্চিমে মহানাদ, দক্ষিণে ভাগীরথী-সরস্বতী সঙ্গম (বর্ত্তমান সাঁকরাইল), পূর্ব্বে (ত্রিবেণী পারে) লাউপালা সীমাভুক্ত ছিল। সুতরাং বালীগ্রাম এই বাগ্দী রাজভুক্ত ছিল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। রাজার হুকুম হইলে রাজ্যের সমস্ত সমর্থ বাগ্দীকে লড়িতে হইত। ডোমরা ছিল ঘোড়সওয়ার। সৈন্য চালনের রাস্তা তৈয়ার করা ও সংবাদ সংগ্রহ করাও তাহাদের কাজ ছিল।

রূপা রাজা গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপাল দেবের মিত্র সামন্ত রাজা ছিলেন। পালবংশীয় নৃপতিরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদিগের আমলে এ অঞ্চলে রূপা রাজার পূর্ব্বেই কতকগুলি বৌদ্ধ-বিহাব স্থাপিত হইয়াছিল—যথা সপ্তগ্রামের পল্লী বাসুদেবপুর বিহার, ধর্ম্মপুর বিহার (বর্ত্তমান চুঁচুড়া রেল ষ্টেশনের নিকট), সজ্ঘ-নগর বিহার (বোধ হয় প্রাচীন কোন্নগরের নিকট

(১) "নারায়ণ"—১৩২৫-২৬ সাল "বেণের মেয়ে" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) মহানাদ দ্বারবাশিনীর মধ্যস্থিত অর্দ্ধমাইল ব্যাপী "মেঘসায়ের দীঘি" "মেঘা"-সেনাপতিরই কীর্ত্তি চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।

গিয়াছিল—স্থানটিও বিশিষ্টতা বশতঃ ক্রমশঃ বেলুড়ি 'বেলুড়িয়া-বেলুড়্যা-বেলুড়ে-বেলুড়) নামে স্বতন্ত্র গ্রাম হইয়াছিল। বেলুড়ের "যতিপুকুর" (ভিক্ষু-পুষ্করিণী) সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুকুটীর সংলগ্ন পুষ্করিণীর পরিচয় দিতেছে। আর যাহাতে বৌদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায়, পরে বলিতেছি। কিন্তু এই দশম-একাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধদেবের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ছিলনা। উহার পবিত্র নামে পূরা তান্ত্রিকতা জাগিয়াছিল। যুগীদিগের নাথপন্থী ধর্ম্মও ঐ বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্ম ছিল, প্রভেদের মধ্যে এই যে, ইহাতে একটু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশেষতঃ শৈবতান্ত্রিকতার, মিশাল ছিল। এখন বালীতে (অন্যান্য স্থানে) যুগীরা পৈতা লইয়া দ্বিজাতি সাজিলেও প্রথমে এখানে আসিয়া নাথপন্থী মতই প্রচার করিয়াছিল।

উক্ত সহজীয়া ও নাথপন্থীরা বুদ্ধদেবের মায়াবাদ ভোজ বিদ্যায় পরিণত করিয়াছিল। তাহাদিগের হাড়িপা ডোম্বী প্রভৃতি হাড়ী-ডোম জাতীয় তথাকথিত "যোগসিদ্ধা অবতার" গুরুদিগের দীক্ষা শিক্ষায় অনেক উচ্চ জাতীয়েরও মন অধিকার করিয়াছিল। স্বজাতিয়ের তো কথাই ছিল না। উত্তরকালে গৌড় দেশে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে ভেল্কিতে বৌদ্ধধর্ম আত্মগোপন করিয়া ধর্ম্ম পূজারূপে কিরূপে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় লিখিত "Discovery of living Buddhism in Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছেন।

তদনুসারে এখনকার ধর্ম ঠাকুর (১) এখনও পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে বিশেষতঃ গ্রামের দক্ষিণাংশে পূর্ব্ব বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

---

(১) বালী ও বেলুড়ের সংযোগস্থলে ধর্মতলায় বিরাজিত আছেন। নিজ বেলুড়ে আর একটি ধর্মঠাকুরের শূন্য ঘর আছে। ঠাকুর অনেকদিন হইল চোরের হাতে গিয়াছেন।

এখানকার ধর্মঠাকুরের বুদ্ধধর্মের পূর্ব্বাস্তিত্ব আমরা স্বতন্ত্র ভাবেও জানিতে পারি। ঠাকুরের পূজারী "ধর্ম্মের পণ্ডিত" যুগী ও বাগ্দী, ডোম জাতীয় লোকেই হইয়া থাকে। এখন পণ্ডিতনী একটি বাগ্দিনী। সে বলে "পণ্ডিত"কে "ঠাকুর" বলিয়াছেন যে, তিনি বামুনের পূজা লয়েন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোকটি বলিল "পণ্ডিতেরা" পর পর শুনিয়া আসিতেছেন যে, ঠাকুর বামুনের কাছে পূজা চাহিয়াছিলেন। বামুন বাবাকে পূজা না করিয়া উপবাসী রাখিয়া চলিয়া যায়। রোজ রোজ এইরূপ করায় ঠাকুর চটিয়া বলিলেন "আমি বামুনেব পূজা লইব না, হাড়ি, ডোম, চণ্ডালেব পূজা লইব"। সেই অবধি নীচজাতি তাঁহার পূজা করে।

এই গল্পে এই দেবতা পূজায় ব্রাহ্মণেব বিমুখতা ও নীচজাতির পূজাধিকার সমদর্শী বুদ্ধদেবের ধর্মেব অনুকূলেই যাইতেছে। অন্যত্র কোনও কোনও স্থানে ধর্ম-ঠাকুরেব কাছে বলিদান প্রথা থাকিলেও এখানকার ধর্ম পূজায় বলি হয় না। সুতরাং এটিও এখানে "অহিংসা পরমোধর্ম"—বৌদ্ধধর্ম প্রভাবের বিশেষ পরিচায়ক।

এখানকার ধর্ম বিগ্রহ এখন এইরূপ ঃ—একটি ছোট চৌকিব উপর একটি কূর্মমূর্ত্তি সমস্তই পাথরের; আর কয়েকটি কালো পাথরের নুড়ী-নোড়া এগুলি অন্য জায়গার ধর্ম্ম-ঠাকুর, এখানে পণ্ডিতনীর হেঁপাজতে আছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে শঙ্খের চক্ষুযুক্ত ও আসনস্থ প্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যানী দেবমূর্ত্তি—অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে বুদ্ধ মূর্ত্তি (১) একটি ছিল—সেটি চুরি গিয়াছে। ইনিই ধর্ম্মরাজ। পরে ২৫।৩০ বৎসর আগেও ধর্ম্মের গাজন সময়ে ধর্মরাজের শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য শালিখা হইতে কালো পাথরের ধ্যানস্থ

---

(১) বালী মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব সাব ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া মূর্ত্তিটি বুদ্ধদেব মূর্ত্তি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন।

দেবমূর্ত্তি খুব সম্ভব বুদ্ধমূর্ত্তি একটি আনা হইত (১) অতএব এখানকার ধর্ম্ম বিগ্রহ সমন্বয়ে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে ঃ—

প্রথম—ধর্ম্মরাজ।
দ্বিতীয়—কূর্ম্ম।
তৃতীয়—(ধর্ম্মাব্দে) শঙ্খ।

বেহালাগ্রামে ধর্ম-বিগ্রহ এইরূপ ত্রিভাব। আর ধর্ম্মমঙ্গলে উক্ত ধর্মের প্রধান ভক্ত লাউসেনের লীলাভূমি ময়নাগড়ে ঠিক এই তিনটি, ধর্ম্ম-বিগ্রহের অঙ্গীভূত (২)। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম – ধর্ম-রাজ বুদ্ধ। ধর্মরাজ বুদ্ধদেবের নামান্তর (৩)।

দ্বিতীয় – কূর্ম (৪) ধর্ম (৫)। দুই একই জগৎ ধারণ ভাব প্রকাশ করে।

তৃতীয়—শঙ্খ, সজ্ঘ। শূন্যবাদী (সুতরাং বৌদ্ধমতাবলম্বী) ধর্ম পূজা প্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিত ধর্ম পূজার আদি গ্রন্থে সজ্ঘ-অর্থবোধক

---

(১) বারেন্দ্র পাড়ার শ্রীযুক্ত রাম শীতল মৈত্র এই মূর্ত্তিটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

(২) See Antiquities of Behala in "I.D.N."C 30-5-17.

(৩) "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্ত ভদ্রো ভগবান্মারজি ল্লোক জিজ্জিনঃ॥"
অমরকোষ অভিধান।

(৪) "ক্ষিতি-রতি-বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।
ধরণি ধরণ কিণ-চক্র-গরিষ্ঠে।
কেশবধৃত-কচ্ছপ-রূপ জয় জগদীশ হরে॥—গীত গোবিন্দ।

(৫) ধর্ম্ম=(ধৃ+মন্) যাহা (জগৎ) ধারণ করে।

স্থানে "শঙ্খ শব্দ (১) প্রয়োগ করিয়াছেন। উচ্চারণ সাদৃশ্যে ইসারায় একটি অপরটিতে শঙ্খ চিহ্নে সঙ্ঘ মিশাইয়া আছে।

বৌদ্ধেরা আপনাদিগের ধর্ম্মকে "সদ্ধর্ম্ম" ও আপনাদিগকে সদ্ধর্ম্মী বলিত। একে তো মহাযান তান্ত্রিকদিগের হাতে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভেল্কী হইয়া পড়িয়াছিল। আবার বঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে সদ্ধর্ম্ম সত্তা রাখিবার জন্য "সৎ" লুকাইয়া ফেলিয়া শেষ ভেল্কি খেলিয়া ধর্ম সাজিয়া হিন্দুধর্ম্মে বেমালুম মিশাইয়া গেল। কিন্তু গবেষণার "গোয়েন্দা গিরিতে—

ধর্ম্মরাজ=বুদ্ধ।

কূর্ম্ম=ধর্ম্ম।

শঙ্খ=সঙ্ঘ।

সনাক্ত হইয়া বুদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম্ম সঙ্ঘ, ধরা পড়িতেছেন।

বালীর ধর্ম্মঠাকুরটি বহুদিনের গ্রাম্য দেবতা। ইহার নামে নির্দ্দিষ্ট বহুকালের দেবোত্তর জমি ইহার নিঃসংশয়কর প্রমাণ। ধর্ম্ম ঠাকুর এ অঞ্চলে এককালে খুব প্রবল ছিলেন। বালীব ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই ইহার পূজা দিতেন। এখনও বিবাহাদিতে ধর্মের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্বে খুব ধূমধামে ধর্মের গাজন হইত। প্রায় ২০ বৎসর হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ধর্মের দেবোত্তর জমি অনেক লোকে ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। বাকী জমি হইতে সবেমাত্র মাসিক ছয় টাকা আয় কোনও গতিকে "পণ্ডিতের" ভরণ পোষণ করে। সম্প্রতি ধর্মমন্দির-সম্মুখের "ধর্মপুকুর" পণ্ডিতনী বেচিয়া ফেলিয়াছে। ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে রতন মিস্ত্রী ধর্মের ঘরটি পাকা

---

(১) "সংখ উপজিল সংখ সংখর বিচার।
কহ কহ পণ্ডিত সংখর সার॥
আদি সংখ জলার জুতি।
হরি হরি সংখ পাপ মুকতি॥
কোন শংখে না ছোঁএ পানি।
দখিন সংখে না ছোঞে পানি॥"

—রামাই পণ্ডিতের শূণ্য পুরাণ।

করিয়া দিয়াছিল। মেরামত অভাবে তাহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। ধর্ম-ঠাকুর এখন জঙ্গলে ঘেরা চৌচালার তলায় রহিয়াছেন। এখানকার দ্বিতীয়যুগের শেষ চিহ্নটি বুঝি বা হতাদরে নষ্ট হইল! হায়! সম্প্রতি তাহাও পড়িয়া গিয়াছিল।

সম্প্রতি বালী দক্ষিণপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র কয়াল ৺ধর্ম্ম ঠাকুরের একটি ছোট পাকা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

এইবার জেলে-মালা-দুলে-কেওরার বালী কিরূপে সমাজ গ্রাম হইল দেখা যাউক—

এ দেশে জনশ্রুতি এইরূপ:—

"যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥" (১)

তাহাদের মধ্যে "ভট্টনারায়ণের সহিত সৌকালীন গোত্র সম্ভূত মকরন্দ ঘোষ, শ্রীহর্ষের সহিত কাশ্যপ গোত্রীয় বিরাট গুহ; দক্ষের সহিত গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, ছান্দড়ের সহিত মৌদগল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত ও বেদগর্ভের সহিত বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র আসিয়াছিলেন।" (২)।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলজ্ঞগণের মতে পূর্ব্বোক্ত পুরুষোত্তম দত্ত হইতে "বালীর দত্ত" (৩) ও মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠ-পুরুষ নিশাপতি ঘোষ হইতে "বালীর ঘোষ" নামক সেই সেই সমাজ পত্তন হয়। আদিপুরুষক্রমে, বহুপুরুষ অবিচ্ছিন্ন বাস, এমন দুই স্থানীয় "বালীর দত্ত" ও "বালীর ঘোষ" গোষ্ঠীর পরিচয়

---

(১) "মূল ঢাকুর ও সমালোচনা"—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চরণ মজুমদার সংকলিত বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের বিবরণ—১৭ পৃঃ।

(২) "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিবংশ"—১১ পৃঃ।

(৩) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত "কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়" ধৃত দ্বিজ ঘটক চূড়ামণি কৃত "কায়স্থ কারিকা"—উক্ত বচন দ্রষ্টব্য ১৪৭-১৪৮ পৃঃ।

পাইয়াছি বলিয়া নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমাদিগের আলোচ্য বালী গ্রাম হইতে উক্ত সমাজদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। (১)

অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর বিধায়, প্রথমেই আমরা "বালীর দত্ত" সমাজের আলোচনা করিব।

১। "বালীর দত্ত"—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ১০০৮ সনে বিরচিত দ্বিজঘটক চূড়ামণির কায়স্থ কারিকায় দেখা যায়।

"আদিশূর করিলেন কামেষ্টি আরম্ভন।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন ঋষি পঞ্চজন॥
সভাতে বসিল সবে মুনি পঞ্চজন।
পাত্র-মিত্র সভাসদ্ সহিত রাজন॥
পঞ্চজন কায়স্থ আছে নৃপতি সদন।
সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে।
এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে॥
এই পঞ্চজন হয় কায়স্থ কুমার।
জিজ্ঞাসহ ইহাদের কি কহে উত্তর॥
দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয়।
শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয়॥
দক্ষ দ্বিজ বংশধারি মুনি পঞ্চজন।
ইঁহাদের শিষ্য দাস শুন সর্ব্বজন॥
পুরুষোত্তম দত্ত কহে করপুটে।
তোমা দরশনে আইলাম মুনি সঙ্গে বটে॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহীপাল।
একগ্রামে বসতি আছয়ে বহুকাল॥

(১) "কায়স্থ কারিকায়" উদ্ধৃত একখানি কায়স্থ কুলগ্রন্থ মতে পুরুষোত্তম দত্ত মল্লপুর গ্রাম বাসার্থ পাইয়াছিলেন।

কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি।
রাঢ় দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি॥
এত শুনি কহে মুনি হ'য়ে অগ্নিবৎ।
আমাদের সঙ্গে আসি অহঙ্কার এত॥
দাস বলি পরিচয় কেন নাহি দিলে।
এখনি তাহার ফল পাইবে অচিরে॥
গুহকে জিজ্ঞাসিলে কহে হর্ষ শিষ্য আমি।
তায় তুষ্ট নৃপ কহে ভাল বট তুমি॥
ঘোষ বসু মিত্র রাঢ়ে বঙ্গে কুলীন গুহ।
এই তিন কুলীন হইল নিশ্চয় জানিহ॥
ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি॥
কাতর দেখিয়া দত্তে কহেন রাজন।
শম্মৌলিক হইলে তুমি শুন পুরুষোত্তম॥
এত বলি আশীর্ব্বাদ দিল পঞ্চজনে।
মুনি সঙ্গে রহিলেন ধর্ম্মের রক্ষণে॥

উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইতেছে যে, রাজসভায় ব্রাহ্মণের "দাস বা ভৃত্য নহি" বলা অপরাধে পুরুষোত্তম দত্ত রাজা "আদিশূর" কর্তৃক অকুলীন হইলেন। "ঘোষ, মিত্র, গুহ-কুলের অধিকারী" হইল দেখিয়া যখন ইনি অভিমানে গড়াগড়ি যান, তখন ইহাকে "বালীর দত্ত" বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কুলবিধানের পুর্ব্বেই ইনি বালীগ্রামে বাস করিয়া "বালীর দত্ত" আখ্যা পাইয়াছিলেন। (১) ও (২)।

---

(১) "তেষাং কুলপতি দত্তঃ পুরুষোত্তমঃ সংজ্ঞকঃ।
বালী গ্রামে বসন্ সোঽপি গৃহস্থাস্তর পালকঃ॥" দত্ত বংশ।

(২) উত্তর রাঢ়ীয় "কায়স্থ কারিকায়"
বিপ্র পঞ্চ, করণ পঞ্চ, পঞ্চ ভৃত্যতায়।
ত্রি-পঞ্চকে উপনীত রাজার সভায়।" [কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়—পৃঃ ৬]
ও বারেন্দ্র-কায়স্থদিগের মূল ঢাকুরে—
কুলে শীলে যশোবন্ত ষোড়শ লক্ষতে
জন্ম গোঁয়াইল তেঁই দ্বিজ সম্ভাষণে।
[কৃষ্ণ চরণ মজুমদার সংকলিত কুল]

এস্থলে বলা উচিত যে, "আদিশূর" ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ সন্দিহান্। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও সেদিন বালী রিপণ হলে এক সভায় বলিয়াছেন "আদিশূব সম্বন্ধে যত কম বলা যায়, ততই ভাল"। ইহার উপব আবার আদিশূব সভায কনোজাগত ব্রাহ্মণ সহ কায়স্থগণের আগমন হরি মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, মহেশ মিশ্র, শ্যাম চতুরানন প্রভৃতিব প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহে কোথাও একথা লিখিত হয় নাই।

যাহা হউক ইহাতে পুরুষোত্তম দত্তের বালী গ্রামে বাস ও সেই হেতু "বালীর দত্ত" হওয়ায় কোন ব্যাঘাত হয় না, ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য হইতেছে।

আমরা এই অধ্যাযেব প্রথমাংশে দেখিযাছি যে, নিশাপতি ঘোষ প্রতিষ্ঠিত "বালীর ঘোষ" এক গোষ্ঠী বরাবর বালীতে আছেন। ইহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ (২৬ পর্য্যায়) বলেন যে, তাঁহারা বংশানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন যে, বালুদত্ত নামক

ক) এই দুই সামাজিক গণের পূর্ব্ব পুরুষগণও ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করেন নাই। তজ্জনিত কুলমর্য্যাদাও এই সমাজে গৃহীত হয় নাই। ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য কবিযাছিলেন বলিয়া কেহ ইহাদিগকে আঁটিতে পারেন নাই। পুরুষোত্তম দত্ত একাকী প্রতিবাদ কবিয়া "ঝকমারির মাশুল" দিয়াছিলেন।

খ) বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয দত্ত বংশে পুরুষোত্তমী ঝাঁজ এ যুগেও একেবারে উবিয়া যায় নাই। দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" নাটকে নিমচাঁদ দত্ত মাতাল হইয়াও দত্ত কাহারও ভৃত্য নয় বলিতে ভুলে নাই। আমাদিগের বেলুড় গ্রামে এক "বালীর দত্ত" বৃদ্ধ আছেন। তিনি দত্তোপাধির উদ্ভট পরিচয় দেন। কৌতুক প্রিয় লোক তাঁহাকে "দাশ দত্ত" বলিয়া খ্যাপাইলে, তিনি উত্তেজিত হইয়া বলেন "কভু নয়, কভু নয়, দত্ত কাহারও দাস নয়"।

একজন প্রভাব-প্রতাপশালী কায়স্থ এখানে আসিয়া বাস পত্তন করেন, তাঁহারই নামানুসারে "বালী" নামের উৎপত্তি। মন্মথবাবু আরও বলেন যে, নিশাপতি বালুদত্তের সময়েই এখানে আসিয়াছিলেন।

এই বালুদত্ত কে? দত্ত বংশমালা গ্রন্থে দত্তবংশের সেই তালিকা দেওয়া আছে, আর বিশেষ অনুসন্ধানে আমরা যতদূর জানিয়াছি তাহাতে, আমাদিগের বিবেচনাধীন সময়ে বালুদত্ত নামধেয় কোনও দত্তবংশীয়ের নাম পাওয়া যায় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত "বৌদ্ধগান ও দোঁহা" গ্রন্থে হাজার বছর আগে পুরানো বাঙ্গালায় "বালি" শব্দের "বালুযা" আকার দেখিয়া বোধ হয় যে, 'বালু দত্ত' প্রাচীনাকারে 'বালীর বংশ' আখ্যা মাত্র, ব্যক্তিগত নাম নয়। আধুনিক কুলগ্রন্থ 'দত্ত বংশমালা'র মতে পুরুষোত্তম বংশীয় পঞ্চম পুরুষ দিবাকর দাস রাজা বিজয় সেনের নিকট 'গ্রামিক' পদলাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিশাপতি ঘোষের সমসাময়িক হইলেও হইতে পারেন। সম্ভবতঃ ইনিই স্থানীয় ঘোষ বংশীয়দিগের প্রবাদীভূত বালুদত্ত।

পুরুষোত্তম দত্ত মৌদগল্য গোত্রজ ছিলেন পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। বালীর দত্তের কিন্তু ভরদ্বাজ গোত্র। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ দত্ত বংশীয়দিগের ভরদ্বাজ গোত্র ব্যতীত কল্কর্ষি, গর্গর্ষি প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ আটটি গোত্র আছে। পরন্তু সকল গোত্রীয়েরাই পুরুষোত্তম দত্তকে বীজীপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। এই বহুমধ্যে একত্বের কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে:—

"যার যেই শিষ্য তার সেই গোত্র।
নাম প্রবর পাইল সকল কায়স্থ॥" (২)

---

(১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় উদ্ধৃত নগেন্দ্রনাথ বসুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্য কাণ্ড অংশ

[বাঙ্গালার ইতিহাস—পৃঃ ২৪১]

(২) "কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়"—১৪৭ পৃঃ।

ইহাতে প্রতীত হয় যে আদিতে এই দত্ত দিগের সম্ভবতঃ এক গোত্রই ছিল। কালে ভিন্ন ভিন্ন গুরু ও পুরোহিতের গোত্রানুসারে শিষ্যদিগের গোত্র নির্ণয় হইয়াছে। পুরুষোত্তম দত্ত কোন্ দেশ হইতে, কোন সময়ে আসিয়াছিলেন। এ বিষয়ে নানা মত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের সহিত কায়স্থগণের আদিশূর সভায় আগমন—প্রসঙ্গ প্রামাণ্য কুলগ্রন্থে অভাব তো বটেই, অধিকন্তু ঐতিহাসিক সন্দেহের স্থল। 'দত্ত বংশমালা'র মতে ৮০৪ শকাব্দে (৮৮২ খ্রীঃ অঃ) পুরুষোত্তম (কনৌজ হইতে) গৌড় দেশে আসেন। (১) এই নেহাৎ আধুনিক মত কোনও পূর্ব্বতর প্রামাণ্য মতের উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ উল্লেখ না পাওয়ায়, বিশেষতঃ ঐ পুস্তকেরই অন্তর্নিবিষ্ট বংশ তালিকার পুরুষঃ পর্য্যায়ের সহিত প্রচলিত পুরুষ গণনার প্রথামত সময় গণনার ফল মিলাইয়া দেখিলে উভয় তারিখে অনেক প্রভেদ হওয়ায় আমরা দত্তবংশমালার তারিখ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, ঐ পুস্তক ধৃত দত্তবংশের পুরুষ পর্য্যায়ে এখন বালীতে ২৬ হইতে অন্যত্র ২৮ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছে ; প্রচলিত প্রথামত ৩০ বৎসব অন্তর এক পুরুষ ধরিলে (২৮×৩০)=৮৪০ বৎসর হয়। বর্ত্তমান ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮৪০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীব শেষ পাদের উর্দ্ধে পুরুষোত্তমকে ঠেলিয়া তোলা কঠিন। তাহা হইলে ফলে দত্তবংশমালায় উক্ত সময়ের সহিত পুরুষোত্তমের সময় মোটামুটি ২০০ শত বৎসরের তফাৎ দাঁড়ায়।

এক্ষণে দত্তবংশের পুরাতন পাতড়া ঢাকুরীতে কি আছে দেখা যাউক। "বীজী পুরুষোত্তম দত্ত সদাশিব অনুরক্ত
কাঞ্চীপুর হইতে গৌড় দেশে।
শ্রীবিজয় মহারাজ অহঙ্কারী সভামাঝে
কুলাভাব হইল নিজদোষে॥" (২)

(১) "গৌড়ে সমাগতঃ শাকে স বেদাষ্ট শতাব্দকে"—দত্তবংশমালা।
(২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "রাজন্য কাণ্ড"— ৩১৭ পৃঃ।

"চৌরানই শকে নবশত লেখে
গৌড় দেশে আগমন।
সভায় বিচার নয়গুণ যার
কুলীন করিল স্থাপন॥" (১)

উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরুষোত্তম দত্ত কাঞ্চীপুর [প্রাচীন কলিঙ্গ (উৎকল) রাজ্যের নগর] হইতে (বর্ত্তমানকালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত) ৯৯৪ শকাব্দে (১০৭২ খ্রীঃ অঃ) গৌড় দেশে আসিয়াছিলেন পরে মহারাজ বিজয় সেনের সভায় নিজ অহঙ্কার দোষে কুলাভাব হয়।

এই সময়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গতি সহজেই অনুমেয় হইবে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে সম্ভবতঃ যখন পালবংশীয় রাজা কুমার পাল গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন "সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় উৎকল রাজা অনন্ত বর্ম্মা চোড়গঙ্গ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন" এবং সম্ভবতঃ "সেন বংশীয় বিজয় সেন রাঢ়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।" উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে অনন্ত বর্ম্মা গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূ-ভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন (২)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অনন্ত বর্ম্মা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় অধিকার করিয়াছিলেন। (৩)

আনন্দ ভট্টের "বল্লাল চরিত" গ্রন্থে বিজয় সেন "চোড়গঙ্গ"

(১) রাজন্য কাণ্ড—৩১৮ পৃঃ।

(২) "গৃহ্লাতি স্ম করং ভূমে গঙ্গা গোতম গঙ্গয়োঃ।
মধ্যে পশ্যৎ সুধীরেষু প্রৌঢ় প্রৌঢ় স্ত্রিয়া ইব॥"

(৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" ১১শ পরিচ্ছেদ, ২৮০-২৮১ পৃঃ।

বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন (১)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে বিজয় সেন ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়ে এবং ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র গৌড় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (২)।

আমরা অনুমান করি সম্ভবতঃ কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গের সহিত কাঞ্চীপুরবাসী পুরুষোত্তম দত্ত গৌড় দেশে আগমন করেন, এবং চোড় গঙ্গের অধীনে গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে অধিক সম্ভব এই বালীগ্রাম সংলগ্ন ভূ-ভাগে কর সংগ্রহ কার্য্য করিয়া রহিয়া যান। পরে চোড় গঙ্গ সহ বিজয় সেনের রাঢ়ে প্রতিষ্ঠাকালে সম্ভবতঃ তখন এই বৌদ্ধ ও নাথপন্থী বাগ্দী-ডোম-যুগী-প্রধান বালীগ্রামে "সদাশিব অনুরক্ত" পুরুষোত্তম সম্মানার্থে বিজয়ীর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে আসেন, পরে বিজয় সেন গৌড় রাজ্যেশ্বর হইলে সম্ভবতঃ মর্য্যাদার আশায় তাঁহার সভায় গমন করেন। কিন্তু সেথায় কুল লক্ষণের বিরোধী অবিনয় অহঙ্কার প্রদর্শন করায় কুল সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ অনুমান ঢাকুরী পুরুষ পর্য্যায়ে সময় গণনা বা সাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিকূল নয়। পুরুষোত্তম বালীর কোন্‌খানে বাস করিয়াছিলেন জানিতে পারা যায় নাই।

এক্ষণে বালীর স্থানীয় দত্ত গোষ্ঠীর দিক দিয়া পুরুষোত্তমের বংশধারার এক তালিকা দেওয়া গেল।

(১) পুরুষোত্তম দত্ত (বালী)

(২) গোবর্দ্ধন

(৩) কনক দণ্ডী নীলাম্বর

---

(১) তস্য পুত্রস্তু বিজয়শ্চোড় গঙ্গ সখোনৃপঃ।
যোহ-জয়ৎ পৃথিবীং কৃৎস্নাং চতুঃ সাগর মেখলাং ॥
[শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত "জাতি-তত্ত্ব-বারিধি" দ্বিতীয় ভাগধৃত আনন্দ ভট্ট রচিত "বল্লাল-চরিত" বচন—পৃঃ ৩০১।

(২) "রাজন্য কাণ্ড"—সেনরাজ বংশাবলী তালিকা দ্রষ্টব্য।

(৪) গোবিন্দ
(৫) দিবাকর দাস
(৬) মহীপতি
(৭) বিনায়ক
(৮) নারায়ণ
(৯) গদাধর (বালী)
(১০) কানু
(১১) মুরারি
(১২) "তেকড়ি" দেবদাস (আন্দুল)
(১৩) রত্নাকর
(১৪) কামদেব
(১৫) কৃষ্ণানন্দ
(১৬) কন্দর্পরাম
(১৭) গোবিন্দ শরণ (গোবিন্দপুর)
(১৮) রামনারায়ণ
(১৯) রামজীবন (হাটখোলা)
(২০) রামগোপাল
(২১) কালী শঙ্কর (বালী)
(২২) রঘুনাথ
(২৩) শ্রীনাথ
(২৪) রসিকলাল, চন্দ্রকান্ত
(২৫) ননীগোপাল, ললিত, দুর্গাচরণ, মাখন, অতীন্দ্র, পূর্ণ

„সদাশিব অনুরক্ত" পুরুষোত্তমের বংশের 'দত্তবংশ মালা' গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ পাই :—

(৩পঃ)—কনক দণ্ডী হইয়া "কনখলানন্দ স্বামী" আখ্যা পাইয়াছিলেন।

(৪পঃ)—গোবিন্দ ও তৎপুত্র দিবাকর দাস সূর্য্য পূজা প্রভাবে

মহিমাযুক্ত হ'ন। দিবাকর দাস রাজা বিজয় সেনের নিকট গ্রামিক(?) পদলাভ করেন।

(৭পঃ)—বিনায়ক কিছুদিন রাজমন্ত্রী হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র নারায়ণ (১) বল্লাল সভায় আহুত হন। নারায়ণের পুত্র গদাধর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বালীগ্রামেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন। গদাধরের পুত্র কানু। ইনি গৌড় সুলতানের নিকট "বিশ্বাস" পদ লাভ করেন। কানুর পুত্র মুরারিও "বিশ্বাস" পদ লাভ করিয়া রাজকোষ রক্ষক হ'ন। ইনি নবাবের "সন্ধি সাংগ্রামিক" (?) হইয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট গিয়াছিলেন।

মুরারির কনিষ্ঠ পুত্র "তেকড়ি" দেবদাস চতুর্দ্ধরী (চৌধুরী) পদ পাইয়া বালী ছাড়িয়া আন্দুল গ্রামে গিয়া ভূম্যধিকারী হন। বংশের অন্য শাখা বালীগ্রামে থাকিয়া যায়। (২)

বালী দত্তের আন্দুল শাখা বংশ হইতে ক্রমে "হাট খোলার দত্ত" বংশের উৎপত্তি হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে পুরুষোত্তম বংশীয় মদন গোপাল দত্ত বালী ছাড়িয়া মুর্শিদাবাদ হইয়া যশোরে গিয়া নড়াইলে বাস করেন। তাঁহার এক উত্তরাধিকারী নবাব সরকার হইতে "রায়" উপাধি পাইয়া উহা বংশগত করেন। এই বংশই নড়াইলের সুবিখ্যাত জমিদার বংশ হইয়াছিলেন।

---

(১) কেহ কেহ অনুমান করেন ইনিই রাজা লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম মন্ত্রী নারায়ণ দত্ত।

(২) তেকড়ির মাতা বালীগ্রামে কতকগুলি শিবালয় স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া দত্ত বংশ মালায় প্রকাশ। সেগুলি কি গঙ্গাতীরে ছিল? কালে নদীগর্ভে গিয়াছে?

C. N. Banerji's Howrah Past and Present, Page—15.

২। “বালীর ঘোষ”

“আকনার ঘোষ” সমাজ প্রতিষ্ঠাতা প্রভাকর ঘোষের ভ্রাতা নিশাপতি ঘোষ (৬পঃ) বালীতে আসিয়া বাস করিয়া “বালীর ঘোষ” সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। (১)। সেই অবধি এক গোষ্ঠী এখানে অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ঘোষ (২৬পঃ) মহাশয়ের তথা অন্যত্র অবস্থিত “বালীর ঘোষের” অন্যান্য কাহারও কাহারও মুখে নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটি পারিবারিক প্রবাদ শুনিয়াছি :—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রাকালে বালীর স্থানীয় ঘোষ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের গৃহে স-শিষ্যে অতিথি হন ; ও প্রাঙ্গণস্থ সুন্দর চণ্ডীমণ্ডপটিকে বৈষ্ণবের যোগ্য স্থান বিষ্ণুমণ্ডপ বলিয়া অভিহিত করেন। গৃহস্বামী রামচন্দ্র খান (২) গোঁড়া শাক্ত ছিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া বলেন যে তিনি শক্তিকেই মানেন, এটি তাঁরই পূজাস্থান, অন্য দেবতার নয়।

মহাপ্রভু তখন রামচন্দ্রকে ভেদজ্ঞান ঘুচাইয়া অভেদের কৃষ্ণের ভক্ত বৈষ্ণব হইতে বলেন। রামচন্দ্র ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিলে মহাপ্রভু নাকি “তুমি বাসচ্যুত হইবে” এই অভিসম্পাত করিয়া সশিষ্যে চলিয়া যান। রামচন্দ্রও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও পালটা শাপ দিলেন “তুমি যে উদ্দেশ্যে পুরী যাইতেছ, সিদ্ধ হইবে না।” এই ঘটনার পর নাকি রামচন্দ্রের এক জ্ঞাতি (ইঁনই মন্মথ বাবুর পূর্ব্বপুরুষ) মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যান। সেথায় মহাপ্রভুর আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ সেই পরিবারকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। হেথায় নাকি সাতদিন ধরিয়া সংকীর্ত্তন হয়। পরে সপরিষদ মহাপ্রভু পুরুষোত্তম প্রস্থান করেন।

---

(১) “আকনার প্রভাকর বালীতে নিশাপতি”
[সম্বন্ধ নির্ণযোক্ত “কায়স্থ ও কৌশস্তুভ”]

(২) নবাবী আমলে ধনে মানে যাহারা একটু বড়, এইরূপ জমিদারগণ “খান” প্রভৃতি উপাধি পাইতেন। “নারায়ণ” ১৩২৫ “ঠাকুর হরিদাস” প্রবন্ধ।

বালীর ৪ ক্রোশ উত্তব অদূববর্ত্তী বৈদ্যবাটী গ্রামের নিমাই তীর্থের ঘাটে নিমাই চৈতন্যের আগমন প্রবাদ আছে। তদুপলক্ষে বালীগ্রামও যে চৈতন্যদেবের পদরজস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। (১) কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কোনও প্রামান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে প্রবাদের উক্তির প্রতিধ্বনি পাই নাই। (২)। তবে এই বৈষ্ণবদ্বেষী কায়স্থ রামচন্দ্র খানের আর এক 'নামে নাম' ব্রাহ্মণ জুড়িদার পাইয়াছি। এই রামচন্দ্র খান যশোহর বনগ্রাম প্রর দেশে দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন। এই বৈষ্ণব-দ্বেষী পাষণ্ড প্রধান বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে এই প্রবাদোক্ত চৈতন্যদেবের অতিথি প্রভু নিত্যানন্দেরও অবমাননা হয়। মহতের অবমাননা—অপরাধের পরিণাম ফলে ম্লেচ্ছ। উজীর কর্তৃক এই বনগ্রামেব খানের কেমন জাতি ধনজন, মায় গ্রাম পর্য্যন্ত উজাড় হইয়াছিল "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

---

(১) "চৈতন্য চরিতামৃত" মধ্যলীলা। ১ম পরিচ্ছেদ।

"প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ দেশে তিন দিন করিল ভ্রমণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু—মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা যমুনা বলিয়া॥"

(২) উদ্ধৃতাংশ হইতে চৈতন্যদেবের রাঢ়দেশ ভ্রমণ প্রসঙ্গ পাইতেছি। এদিকে বালীগ্রামের চারিক্রোশ উত্তর বৈদ্যবাটী গ্রামের গঙ্গাতীরের "নিমাইতীর্থ ঘাট"।

সেই স্থানে নিমাই চৈতন্যের আগমন প্রবাদ রাখিয়াছে। এমন অবস্থায় প্রেম বিহ্বল বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত চৈতন্যদেবের রাঢ়দেশ ভ্রমণ ব্যাপারে নিমাই তীর্থঘাট ছাড়াইয়া দক্ষিণদিকে বালীগ্রাম পর্য্যন্ত আসা একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমরা কোনও বিশিষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থে ঘোষ বংশীয় প্রবাদের প্রতিধ্বনি পাই না।

বালীর কায়স্থ খান রামচন্দ্রের প্রতি চৈতন্যের অভিশাপ ফলিয়াছিল। এমন কোনও ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে রামচন্দ্রকে বাসচ্যুত হইতে হইল। তাঁহার বংশধরেরা এখন উড়িষ্যা বালেশ্বর লক্ষণ নাথ দোড়াদহ গ্রামে বাস করিতেছেন। রামচন্দ্রের কোনও উত্তর পুরুষের সুকৃতি বলে এই বংশ বাদশাহ প্রদত্ত "রায় মহাশয়" উপাধি ভূষিত হইয়া বালেশ্বরে বিশিষ্ট ভূম্যাধিকারী হইয়াছেন।

পাঠক এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, চৈতন্য প্রতি রামচন্দ্র (ঘোষ) খানের অভিশাপের ফলে কি হইল? মহাপ্রভু কি রাজার নিষেধ আজ্ঞায় জগন্নাথ গ্রামে হরি সংকীর্ত্তনকার্য্যে খোল বাজাইতে পারেন নাই—মর্ম্মাহত ঘোষ বংশীয়দিগের ইহাই সান্ত্বনা।

শুনা যায় রামচন্দ্র (ঘোষ) খানের গড়বন্দী বাটী ছিল। এখানকার ঘোষ বংশীয়েরা অনুমান করেন বালী খালধারের দক্ষিণদিকস্থ "গড়খাল" পুরাতন জলাশয়ের অংশ উক্ত গড়বন্দী বাটীর এক পুরাতন চিহ্নাবশেষ। আবার কোনও অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, চক্ বালীর যে অংশ, এখন Bally Bone Mills হাড়কল, এইখানে রামচন্দ্রের ভিটা ছিল। (১) স্থান ও প্রবাদ বাক্যটি অবশ্যই কবির চৈতন্যদেবের অবমাননায় অভিশপ্ত স্থানের উপযুক্ত পরিণাম। বালী ষ্টেশনের নিকটস্থ খালধারের "হোগলকুড" গ্রামের "রামচন্দ্রপুর" নামান্তর আমাদিগের আলোচ্য রামচন্দ্রের পরিচয় দিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

বালীর ঘোষ বংশীয় এক গোষ্ঠী এখন বেলুড়ে বাস করিতেছেন। এই গোষ্ঠীর প্রবীণ [illegible] ঘোষের (বালী মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান) মুখে শুনিয়াছি, নালুয়ার পদ্মলোচন ঘোষের আমলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পদ্মলোচনের

(১) এই স্থানে বালী খালের উৎপত্তি অংশ ছিল। খালের স্রোত বোধ হয়, পূর্ব্বে স্থানটার উত্তর দিক দিয়াই স্রোত বহিত। ক্রমে গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া আসিয়াছে

কীর্ত্তিচিহ্ন।

বালীগ্রামে দত্ত ও ঘোষেরা সমাজ স্থাপন করিলে ক্রমে তাঁহাদিগের সহিত কুটুম্বিতা কার্য্যসূত্রে অথবা গঙ্গাতীর বাসহেতু অন্যান্য কায়স্থগণও এখানে আসিয়া বাস করেন। এক বিশিষ্ট বসু বংশের পরিচয় এখনও বালী গাঙ্গুলী পাড়ার আরবার মাঠের নিকটে "জ্ঞান বোস" নামে একটি অতি পুরানো বৃহৎ পুষ্করিণীতে রহিয়াছে। বালী জলার সামিল বসুকাটি (বাস্ কাটি) গ্রাম নাকি এই বসু বংশের পরিচায়ক।

একটি বিশিষ্ট মিত্র বংশও ছিল। এই বংশীয় সীতারাম মিত্র, কলিকাতার বাগবাজারে উঠিয়া গিয়া বাস করেন। (১) ইঁহার পুত্র বিখ্যাত গোকুল মিত্র, যিনি বিষ্ণুপুরের মদন মোহন বিগ্রহ ক্রয় করিয়া বাগবাজারে স্থাপিত করেন।

এখন হইতে আটপুরুষ পূর্ব্বে "আকনার ঘোষ" এক গোষ্ঠী আসিয়া বালী বারাকপুরে বাস করেন। ইঁহাদের এখন অনেকগুলি পরিবার হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে রামচন্দ্র ঘোষের নাম-ডাক খুব ছিল। পুরাতন ছড়ায়—

"রামচন্দ্র ঘোষ টাকা এনে মারে ডঙ্কা।
তার উদিকে রাম শিরোমণি তক্কলঙ্কা॥"

বালী দক্ষিণ পাড়া বর্ণনায় জিমনাষ্টিক প্রেমিক ৺নন্দলাল ঘোষের নামও উল্লেখযোগ্য। বালী উত্তরপাড়ার কায়স্থ দেব বংশের সাত পুরুষ—ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রামশরণ দেব ১৬৭৫ শকে (১৭৫৩ খ্রীঃ অঃ) চিত্রপুর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। (২)

(১) "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" ৫৯৩ পৃঃ।

(২) শ্রীযুক্ত অমরনাথ বন্দোপাধ্যায়-সংকলিত "উত্তরপাড়া বংশ পরিচয়" দ্রষ্টব্য। বালীর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের বিবরণ—"বালীর ভূ-স্বামী" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বালীতে ব্রাহ্মণ বাস

পাঠকগণ হয়তো বিস্মিত হইতেছেন যে, যাঁহাদিগের বক্ষে ধারণ করিয়া বালীগ্রাম ধন্য ও গৌরবান্বিত তাঁহাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দিগের কথা কেন এত পরে বলিতেছি, নিম্নলিখিত বিবরণী দৃষ্টে বুঝিতে পারিবেন ইহার কারণ।

[নিম্ন বালীগ্রামে ব্রাহ্মণ বাস বিস্তারের সহিত স্থানের নাম পরিবর্ত্তন]

সীমা	জনশ্রুতি, অনুসন্ধান বা দলিলপত্রে প্রাপ্ত পূর্ব্ব পরিচয়	বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ পল্লী	মন্তব্য
উত্তর	কায়স্থ পল্লী (ঘোষপাড়া) সদ্গোপপাড়া আরবার মাঠের অংশ	চৈতলপাড়া ঘোষালপাড়া মুখুজ্যেপাড়া	কামারপাড়ার স্থানে পূর্ব্বে ডুলেপাড়া ছিল, শুনিতে পাওয়া যায়।
উত্তর-পশ্চিম	কামারপাড়াব অংশ	গাঙ্গুলীপাড়া	
মধ্য	মালাপাড়ার অংশ কৈবর্ত্তপাড়ার অংশ কবরডাঙ্গার অংশ তাঁতির ডাঙ্গা, কবরডাঙ্গা ও (গোপ পল্লী) বাঁকের ডাঙ্গার অংশ	ডিংসাইপাড়া সরখেলপাড়া গোঁসাইপাড়া	বর্ত্তমান গোস্বামীপাড়ার পূর্ব্বে ইহার পাঠকডাঙ্গা নাম হইয়াছিল। চন্দ্র পাঠক গলি নামে পাঠক-ডাঙ্গার চিহ্ন এখনও রহিয়াছে। ভাগিরথী তীরবর্ত্তী "পাঠক ও পাঠক প্রসারের" পরিচয়।

সীমা	জনশ্রুতি, অনুসন্ধান বা দলিলপত্রে প্রাপ্ত পূর্ব্ব পরিচয়	বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ পল্লী	মন্তব্য
মধ্য	জেলেপাড়া কুমোরপাড়া তেলি পাড়া ও কৈবর্ত্তপাড়ার অংশ তাঁতিপাড়ার অংশ	বাঁড়ুজ্যেপাড়া। ঘটকপাড়া	এইটি এখনকার দাওনাগাজীর গলির সাবেকপল্লী। ঘটকেরা এখান হইতে চলিয়া যাওয়ায় ইহার বিশেষত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে। ইহা কেলেচাঁদি থাক ভুক্ত এক পল্লী।
দক্ষিণ-পশ্চিম	(যুগের আড়ার) কুঁড়ীপাড়া	পাঠকপাড়া	যুগের আড়ার পাঠকেরা গোঁসাই পাড়ার পাঠক হইতে পৃথক বলেন।
দক্ষিণ।	বাগ্‌দীপাড়া (উত্তরাংশ) ঐ (পূর্ব্বাংশ)	চক্রবর্ত্তীপাড়া	বারেন্দ্রপাড়া ও এখনকার কায়স্থপাড়া প্রায় সকল কায়স্থদের ৭ পুরুষের মাত্র। কেওরাপাড়ার এক অংশ ছুতোরপাড়া হইয়াছিল।
দক্ষিণ-পূর্ব্ব	কেওরা ডাঙ্গা	আচার্য্যপাড়া বারেন্দ্রপাড়া	এখন ছুতোরদের বাস নাই। অর্দ্ধেক কুমোর আল পাড়া হইয়াছিল।

উপরের তালিকাভুক্ত "চক্রবর্ত্তী পাড়া" ও "ঘোষাল পাড়া" ছাড়া আর একটি "চক্রবর্ত্তী পাড়া" বা "ডাঙ্গা" ও আর একটি "ঘোষাল পাড়া" ছিল প্রথমটির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বিবির ডাঙ্গা হইয়াছে। কিন্তু "শিবু চক্রবর্ত্তীর গলি" নামে এখনও উহার নাম বিদ্যমান। (১) দ্বিতীয়টি দাওনাগাজী গলির সাবেক তাঁতি পাড়ার ৺কল্যাণেশ্বর দেবের পাণ্ডা ঘোষালদিগের পূর্ব্বপুরুষের আগমন বশতঃ নামপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে এই স্থানের পার্শ্বে প্রধানতঃ পণ্ডিতরত্ন মেলী কালাচাঁদি থাকভুক্ত প্রতাপশালী ব্রাহ্মণদিগের বাস হওয়ায় ও ঘোষালেরা অনেকে উঠিয়া যাওয়ায়, এই ঘোযাল পাড়া নাম লুপ্ত হইয়াছে।

চক্ বালীর (উত্তর পাড়ার) পূর্ব্বেকার দুলে-মালা-পাটনী প্রধান পল্লীগুলি এখন চৌধুরী পাড়া, চাটুয্যে পাড়া, বাঁড়ুয্যে পাড়ায় পরিণত।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণেতর জাতি সমূহের বসবাসের বহু পরে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া এইস্থানে বাস করেন। কোন সময়ে ব্রাহ্মণ বাসের সুত্রপাত হয় পরে আলোচিত হইতেছে।

কুলগ্রন্থে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের 'বালী' নাম গ্রাম সম্পর্কিত সমাজ পরিচয় দুইটি পাওয়া যায়।

প্রথম—বালী গাঞি; দ্বিতীয়—বালী মেল।

(১) বালী—গাঞি।

ঘটকেরা বলেন গৌড়াগত সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের অন্যতম পুত্র কুমার, রাজা ক্ষিতিশূরের নিকট বালী স্থান বাসার্থ (২) পাইয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই বালী গ্রাম উৎপত্তি। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে এই বালী আমাদের আলোচ্য বালী গ্রাম কিনা আমরা পূর্ব্বে

(১) এই চক্রবর্ত্তীপাড়া বা ডাঙ্গা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে এখানে দুলে, মালা, পাটনী জাতীয় লোকের বাস ছিল, শুনা যায়।

(২) "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদিবংশ"

কায়স্থ পুরুষোত্তম দত্তের বালীতে বাস হেতু দেখিয়াছি যে, এখানে তাঁহার বংশের একাদিক্রমে ২৬ পুরুষ বাস পাওয়া যায়। অন্ততঃ সম-পর্য্যায় কোনও দ্বিজান্বায়—উল্লিখিত কুমারের কিম্বা অন্য কোনও বিপ্রবংশ আমাদের বালীগ্রামে আবিষ্কৃত হয় নাই, বা কোনও কুলগ্রন্থে ব্রাহ্মণ বাস পরিচয়েরও উল্লেখ পাই নাই। বিশেষতঃ এই প্রবন্ধেই "গোষ্ঠীকথা" নামক প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচন হইতে দেখা যাইবে যে, গাঞি প্রবর্ত্তনের বহু পরবর্ত্তী কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনেরও অন্ততঃ পরে এই বালী গ্রাম "দ্বিজে দীপ্যমান" হইয়াছিল। এমন অবস্থায় বালী গাঞির আমাদের আদি গ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। (১)

২। বালী মেল।

দেবীবর ঘটক প্রবর্ত্তিত ৩৬ মেলের অন্যতম বালী মেল গ্রামের নামের প্রকৃতি হইতে রচিত হইযাছিল। (২)। এই বালী যে আমাদের বালীগ্রাম তাহা সিদ্ধান্ত করিবার পর্য্যন্ত পাইযাছি ঃ—

১ম। পণ্ডিতরত্নী মেলীদিগের মধ্যে কতকগুলি কাকস্থি বাঙ্গালও "বালী" "ভাবাপন্ন" আছেন। ইঁহাদের কুলজ্ঞেরা বলেন যে, কাকুস্থি ও বাঙ্গাল "ভাবাপন্ন" দিগের সেই সেই মেলের মত বালী ভাবাপন্ন গোষ্ঠী সম্পর্কিত আদি বালী পণ্ডিতরত্নী মেলে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়া এখন উহা খাঁটি পণ্ডিতরত্নী মেলে একটি দোষ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, আমাদিগের আলোচ্য বালীগ্রাম হইতেই এই "বালী ভাবাপন্ন" বা "বালী মেল-ভাব" উৎপন্ন হইয়াছে।

২য়। যে ব্যক্তিতে বালী মেল বদ্ধ হয় তাঁহার বংশের বাস এখন বালীতে না থাকিলেও তাহার পণ্ডিতরত্নী মেল ভুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র

---

(১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে এই বালীগ্রাম মুর্শিদাবাদ ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'।

(২) দেবীবর কৃত "দোষ নির্ণয়" গ্রন্থে আছে :—

"ফুলিয়া খড়দো দেহাটা বাঙ্গাল বালী সজ্ঞ'কঃ
নড়িয়া বড়িমে মেলাঃ প্রকৃতিগ্রাম নামতঃ।

বংশ — গোস্বামী। গোস্বামীগণ অদ্যাবধি এই গ্রামে বাস করিতেছেন "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ও পণ্ডিতরত্ন "মেলাবলী" মিলাইয়া এই বংশলতা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

[বল্লাল পূজিত কুলীন চট্ট বহুরূপ বংশীয়] হাড়ো দক্ষ হইতে।

১৪ পর্য্যায
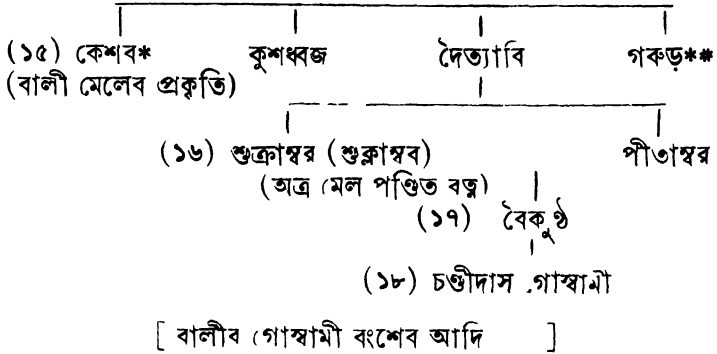
বালীমেল ও বালীগ্রামে ব্রাহ্মণ বাস পরিচয়ে বালী পাল্‌টী গোষ্ঠীর বংশলতা বিবরণ আবশ্যক এইক্ষণে দেখা গেল ঃ

[বঙ্গেব জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঃ কাঃ ১ম ভাগ, ২য় ভাগ]

সঙ্কেত [বাঙ্গাল বাসী বন্দ্যো। ভট্টনাবাযণ ১৩শ পৃঃ]
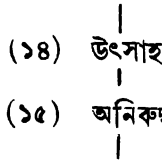
* কবিরাজ শ্রীশরৎচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) রায় সঙ্কলিত ব্রাহ্মণ বংশ মৃত (৬৫ পৃঃ) এই কেশব চট্টো সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ—

"বালী গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।"

** "পণ্ডিতরত্ন মেলাবলী" (১ম সংস্করণ) মতে শুক্রাম্বর, পীতাম্বর গরুড় গোষ্ঠী। কিন্তু ধ্রুবানন্দ মিশ্র রচিত "মহাবংশাবলী "ধৃত সমী তালিকায় ইঁহারা দৈত্যারি পুত্র। [বং জাঃ ইঃ ২য় সর্গ ১৭৭ পৃঃ]

উক্ত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" (১ম ভাগ) ১৯৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেবীবর ঘটকেব মেল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত প্রাচীন কুল পঞ্জিকায দেবীবরের এইরূপ বংশাবলী আছে।

"বাং-বং-সঙ্কেতজ, উৎসাহ, উৎসাহসুত অনিরুদ্ধ তৎসুত লখো অয়ং বালীগ্রাম নিবাসী ঘোষলী কেশর কোণী প্রাপ্তে মেল বালী, তৎসুতঃ সর্ব্বানন্দঃ. তৎসুতো দেবীধর বিশারদ॥" কিন্তু "সম্বন্ধ নির্ণয়ের" মতে ইনি সর্ব্বানন্দ দেবীধরের মেল যাহাই হউক তাঁহার পিতামহ (লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মীনাথ) বালীগ্রাম নিবাসী ছিলেন দেখা যায়। এখন বালী মেলের কুল পরিচয় দেখা যাউক :—

"কেশরৈ ভূষিতো বালী বাঙ্গালবাণ রায জৈঃ।
বালো মুখ সুতা দিণ্ডাং ঘোষলি বিষ্ণু চট্ট জে॥
কুলভী খঞ্জয়ো মর্গ্রে বন্দ্যো গোবিন্দ মিশ্রক।
শ্রীকান্ত কেশরে গত্বা কুশযোগে মমার চ॥

["বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"—ধৃত মেল রহস্য]

"দোকড়ী তনয় পাসু পাসুজ সুরাই।
তজ্জ হারো চট্ট তজ্জ কেশাই কুশাই॥
কেশাই চট্ট আর্ত্তি করেন মুখ রাঘবেতে।
বিষ্ণুসুত বাণ মুখের খঞ্জ পিণ্ড তাতে॥
কুশাই চট্টের আছে কেশর কুলি বিয়া।
শ্রীকান্তরে কেন্যা করেন তারে যোগ লইয়া॥

অবসথী বিষ্ণু চট্ট লখোর ক্ষেম্য যায়।
সন্দিগ্ধ ঘোষলী দোষ সেই হেতু পায়॥
তৎসুত গোবিন্দ মিশ্র শ্রীহর্ষ করিয়া।
স্থগিত কুলভী দোষ খঞ্জ দোষ পাইয়া॥
তৎসুত শ্রীকান্ত বন্দ্য পাল্‌টী হইয়া বৈসে।
কেসবেতে বালী মেল কুলাচার্য্য ঘোষে॥"

"কি করয়ে খাসী খুসী আমরা ঘোড়ায় খাসী।
সুখনালী পণ্ডিতরত্নী কুটুম (১) বিপ্রদাসী॥
শ্রোত্রিরান্ত বালীমেল কুষ্ঠি আর শূল।
কেন যে লইল লোকে ভাগ্য তার মূল॥
চট্ট কেশব সহ না হয় সতের কুল।
সঙ্কেত—সুত আঁড়িয়া রাখব যার মুল॥"
[সম্বন্ধ নির্ণয়োক্ত মেল প্রকাশ]

বালী মেল সহ অন্যান্য মেলের কিরূপ সম্পর্ক উল্লেখ করা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কাকুৎস্থী মেল।

"বিয়া দোষে কাকুস্থি মিশ্র আর কেতন ডাকে।
বালীর খাতক হইয়া ঠেকিলা বিপাকে॥" [কুলরমা]

"যে যার খাতক কুল।
সে তাহার সমতুল॥"—[মেল প্রবন্ধ সংগ্রহ।]

আচম্বিতা মেল।

"বালী মেলের বাধ্য হয় আচম্বিতা কুল।
মহাপাপে পাপী তারা সাধু চক্ষু শূল।"

---

(১) বালী মেলের উক্ত "পণ্ডিতরত্নী কুটুম" হইতে পণ্ডিতরত্নী মেলে 'বালী' সুচিত হইতেছে।

(২) "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"—ধৃত মেল গ্রন্থ সমূহ হইতে বচন উদ্ধৃত।

রায় মেল। [দেবীবরের পরে·········]

"গ্রাম দোষে খানকুলি জাতি দোষ আর।
পারী বালী বাধ্য হয়ে করিল সঞ্চার॥"

[মেল প্রকাশ কারিকা]

বালীর প্রতিযোগী-মেল—চন্দ্রাপতি

"মেলৌ-দ্বৌ প্রতিযোগ্য কৌ······বালিশ্চন্দ্রাপতি
মেলকাবিকা।

[প্রতিযোগী মেলে পরস্পর আগম নির্গম আছে]

আমরা মেল প্রবর্ত্তক দেবীবর ঘটকের "দোষ নির্ণয় গ্রন্থ ও বহু পরবর্ত্তী বংশীবদন ঘটক সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি যে, মেল করণের পূর্ব্বে বালীতে ব্রাহ্মণ বাস হইয়াছিল। কত পূর্ব্বে হইয়াছিল নির্দ্ধারিত করিবার কোনও পূর্ব্বতব কুল পঞ্জিকা হস্তগত হয় নাই। কিন্তু মেল প্রচলনের প্রায় শতবর্ষ পরবর্ত্তী সুবিখ্যাত কুলাচার্য্য নুলাপঞ্চাননের 'গোত্র পুস্তকে' কিঞ্চিৎ আভাস পাইযাছি। পঞ্চানন ব্রাহ্মণ, কুল বিস্তার বর্ণনায় ভাগীরথী তীবস্থ উত্তরদিকের পাটুলি, শান্তিপুর, অগ্রদ্বীপ হইতে ক্রমে দক্ষিণদিকে বর্ত্তমান হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমাস্থিত হরিপুর গ্রামে বিপ্রবাস বর্ণনাব পর লিখিয়াছেন ঃ

"খনিয়া বেতড়া ক্রমে বালী আদিস্থান।
ভাগীবথীর দুকুল দ্বিজে দীপ্যমান॥"

পঞ্চাননের ক্রম-বর্ণিত বালীর সহিত তাঁহার সমসাময়িক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে রচিত "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে উক্ত "শিবপুরং সমারভ্য বালুকোহি দ্বিজাস্য" বচনটি মিলাইয়া দেখিলে বালী যে আমাদিগের আলোচ্য গ্রাম তাহারও আর সন্দেহ থাকে না।

এক্ষণে বংশাবলী তালিকার সাহয্যে পঞ্চাননের উক্তির সাময়িকতা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্ (১)।

(১) পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি বিরচিত—"সম্বন্ধ নির্ণয়" —৭২৭ পৃঃ।
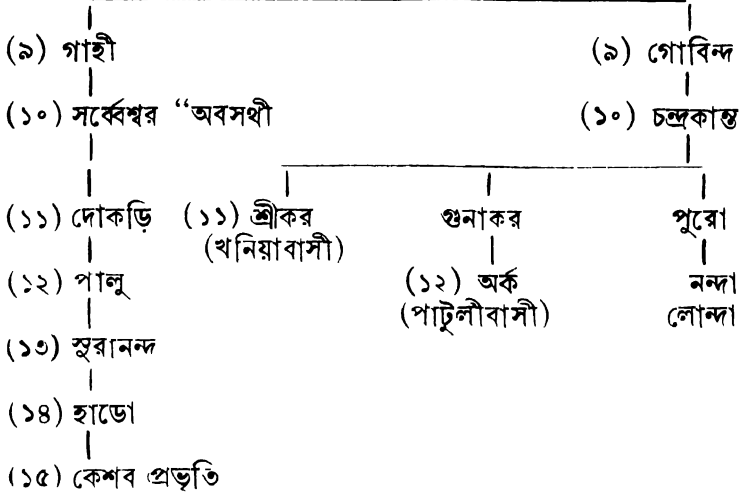
[বালী মেল সংক্রান্ত বংশাবলী দ্রষ্টব্য]

তালিকাউক্ত বল্লাল পূজিত বহুরূপ চট্টো রাজা লক্ষণ সেনের প্রথম সমীকরণেও উপস্থিত ছিলেন। (১)। সুতরাং পঞ্চাননোক্ত, খনিয়া, বেতড়া ও পাটুলীতে ব্রাহ্মণ বাস রাজা বল্লাল সেনের সময়ের ৩।৪ পুরুষ পরে হইল এবং ইহারও পরে ক্রমে বালী "দ্বিজে দীপ্যমান হইল"। রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষভাগে মুসলমান বিরোধ হয় বলিয়া মনে হয় যে, হিন্দু রাজত্বকালে এই বালীগ্রামে সম্ভবতঃ কোনও সদ্ব্রাহ্মণের বাস ঘটে নাই। "দ্বিখ বেদেন্দু শাকে" (১৪০২ শকাব্দে=১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে) মেল প্রবর্ত্তন হয়। (২) তখন বালীতে ব্রাহ্মণ বাস দেখাইয়াছি। তাহার পূর্ব্বেও দেবীধরের পিতামহ বন্দ্য বালী নিবাসী ছিলেন। গৌড়ে রাজা গণেশ বংশের অবসানের পর যে (১৪৪০—১৪৬০ খ্রীঃ অঃ) মুসলমান রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণদিগকে মুসলমান করিবার

(১) "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ব্রাঃ কাঃ, ১ম ভাগ. ১৮১ ও ২৩৯ পৃঃ। কবিরাজ শরৎচন্দ্র (বন্দোপাধ্যায়) রায়ের "ব্রাহ্মণ বংশ বৃত্তান্ত" তালিকা মিলাইয়া লিখিত হইল।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১৫৪ পৃঃ।

জন্য জঘন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে কাহিনী কবি জয়ানন্দ—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়॥

বলিয়া "চৈতন্য মঙ্গল" কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন যাহা শুধু নদীয়ায় নয়, বঙ্গের মুসলমানাধিকৃত সকল নগর ও গণ্ডগ্রামে ঘটিয়াছিল, যে কারণে যে সকল ব্রাহ্মণ জাতিকুল বিসর্জ্জন দেন নাই, সহর ছাড়িয়া গ্রামান্তরে বা দেশান্তরে পলাইয়া প্রাণ-মান রক্ষা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম নগর ছাড়িয়া দু-এক ঘর ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। (১)

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে তিনশত বৎসর পূর্ব্বের কুলগ্রন্থে কোতরঙ্গ বালীর উল্লেখ পাইয়াছি (২) কিন্তু তৎপূর্ব্ব রচিত এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কোন বাঙ্গালা সাহিত্য গ্রন্থে বালী গ্রামের স্বতন্ত্র উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। যথা ১৪১৭ শকে লিখিত বিপ্রদাস "মনসা মঙ্গল" কাব্যে ও ১৪৯৯ শকে রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যে ভাগীরথী তীরস্থ গ্রাম বর্ণনায় মাত্র কোতরঙ্গেব উল্লেখ আছে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বালীর উল্লেখ নাই। (৩) (ক) (খ)। ইহাতে অনুমান হয় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের পূর্ব্বে এখানে দত্ত কায়স্থ সমাজ সংস্থাপিত হইলেও, এই স্থান দেশবাসীর নিকট এমন বিশেষ গণনীয় হইয়া উঠে নাই যে, সংলগ্ন "কোতরঙ্গ" হইতে পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল, হইলে তৎকালিন ভৌগোলিক সাহিত্যে নিশ্চয়ই স্থান পাইত। কিন্তু এই সময়ের পরে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থে স্বতন্ত্রভাবে বালীর নাম পাওয়া যায়; খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে লিখিত দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১৯৫—১৯৬ পৃঃ।

(২) "কোতরঙ্গ বালী আর কোট মৌড়েশ্বর"—গ্রহ বিপ্রকুলটি।

(৩) ক। J A.S.B. 1892, Notes on the banks of the Bhagirathi by M M H. P. Sastri.
"মনসা মঙ্গলে" কোতরঙ্গের পরেই ঘুশুড়ি গ্রামের উল্লেখ।

খ। "কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
কুচিমান ধনপতি দেখিবারে পায়॥"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে ভাগীরথী সরস্বতী অন্তর্ব্বর্ত্তী দেশের গ্রাম বর্ণনায় ঃ—

"শিবপুরং সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজা ?
শ্রীরামাদি পুরং দিব্যং ভদ্রেশ্বরস্য সন্নিধৌ।
বংশবাটী প্রভৃতয়োঃ হুগলী মাপ্য বর্ত্ততে ॥" (১)

এই শ্লোকটি দেখিতে পাই। "বালুকো হি দ্বিজা" অর্থাৎ বালীগ্রাম ব্রাহ্মণ প্রধান হইয়াছে—এই ভাবে এই প্রথম উল্লেখ পাইতেছি। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, ব্রাহ্মণ ভূমি হওয়া বিধায় বালী গণনীয় গ্রাম হইয়াছে। (২) আরও দেখিতে পাইতেছি যে, সপ্তদশ শতাব্দের বহু পূর্ব্ব হইতেই বালীতে ব্রাহ্মণ বাসের সুত্রপাত হইয়াছে। বাস ও বংশবিস্তার বশতঃ কোনও স্থানে কোন জাতির প্রাধান্য সংস্থাপিত হইতে হইলে শতাধিক বৎসর সময় লাগে ; এখানে তাহাই হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বালীর এখনকার রামনবমী তলায় ব্রাহ্মণের বাস ছিল আঁচ পাওয়া যায়। পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে ছয়আনি জমিদার মহাশয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাম-শ্যাম চট্ট ভ্রাতৃদ্বয় এইখানে তাঁহাদিগের এক পুষ্করিণী সংস্কার করাইতেছিলেন। সেই সময়ে পুষ্করিণীর পঙ্ক মধ্যে প্রোথিত একটি অবিকৃত কৃষ্ণ প্রস্তর সুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন ; মাটি খুঁড়িবার কালে মূর্ত্তিটির অঙ্গে শুধু একটু কোদালের চোট লাগিয়াছিল।

বাসুদেব মূর্ত্তি প্রাপ্তি হেতু এই পুষ্করিণীর নাম "বাসদেবা" হয়। চট্ট ভ্রাতৃদ্বয় মূর্ত্তিটি গৃহে রাখিয়া পূজা করিতেন। পরে তাহাদিগের বংশের ঐ ভদ্রাসন বিক্রীত হওয়ায় স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে মুখুয্যে পাড়ার রায় সাহেব পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

---

(১) "বিশ্বকোষ" (কিলকিলা বিবরণ) দেখুন।

(২) এই জন্যই এই সময়ে (১৭শ শতাব্দের প্রথমে) রচিত সংস্কৃত "অচ্যুত কারিকা" নামক গ্রহ বিপ্রকুলগ্রন্থে গঙ্গাতীরে "সকল গুণ যুক্তা" বলিয়া বালীর গুণ বর্ণনা আছে।

বাটীতে এই মূর্ত্তিটি আছে। এইরূপ বাসুদেবের মূর্ত্তি বাঙ্গলাদেশের অনেক স্থানে নদী, পুষ্করিণী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে পাঠান অধিকারের শেষ পর্য্যন্ত বাসুদেব পূজা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ বাসুদেব মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। (১) হিন্দু দেবমূর্ত্তির বিধ্বংসী কালাপাহাড় মুসলমান হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন; শুনা যায় বাসুদেব তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন। মুসলমান কালাপাহাড় বিষ্ণুমূর্ত্তি—বিশেষতঃ বাসুদেব মূর্ত্তির উপর জাত ক্রোধ হন। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বা তৎপূর্ব্বে কালাপাহাড় দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শ্রীরামপুর, চাতরায় আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। (২)। বালীতে আসিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু এত নিকটে দেবমূর্ত্তি বিধ্বংসী—তাঁহার অপবিত্র হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাসুদেব পূজক ভাগবত ব্রাহ্মণই (৩) মূর্ত্তিটি পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এমন সঙ্গত অনুমান করা যাইতেছে। যাহাই হউক, উদ্ধৃত বাসুদেব মূর্ত্তি হইতে বাসুদেব পূজা ও ব্রাহ্মণ বাসের প্রমাণ সূচনা হইতেছে। "বাসদেবার" দক্ষিণে যে, ভূমিখণ্ড ছয়-আনি জমিদার ৺প্রসন্ন গোপাল রায় মহাশয় প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ক্রয় করিয়া প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া লইয়াছেন, সেইটি উমাচরণ ও বামাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়ের বাস্তু ভিটা ছিল। ইহাদের এক্ষণে বংশলোপ হইয়াছে শুনা যায়—এই ব্রাহ্মণ বংশ বহুকালের প্রাচীন। সম্ভবতঃ ইঁহাদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ উক্ত বাসুদেব মূর্ত্তি পূজা করিতেন।

পূর্ব্বে বিবির ডাঙ্গার চক্রবর্ত্তীদিগের কথা বলা হইয়াছে। ইঁহারা "কাঁটাদিয়া বন্দ্যো" বলিয়া পরিচয় দেন। কুলগ্রন্থে দেখা যায়, আদিশূর সভায় আগত ভট্টনারায়ণ হইতে নিম্নতন ১০ম

---

(১) "গৃহস্থ" ১৩২০ সাল, আষাঢ় সংখ্যা, ৫৪৫—৫৪৬ পৃঃ।

(২) "শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস" বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় (বিজ্ঞাপন)।

(৩) "বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোর্ভস্মদ্বিজান্" বৃহৎসার।

পর্য্যায় মকরন্দ বন্দ্যো, পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে কণ্টক দ্বীপ (কাঁটাদিয়া=কাটোয়া) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র দাশো বন্দ্যো (১১শ পর্য্যায়) হইতে "কাঁটাদিয়া বন্দ্যোর উৎপত্তি। (১) বংশ তালিকা দৃষ্টে দেখা যায়, ভট্টনারায়ণ বংশধরগণের এখন ২৮শ হইতে ৩০শ পর্য্যায় হইয়াছে। (২) অতএব কাঁটাদিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁটাদিয়া (কাটোয়া) ছাড়িয়া অন্যত্র বাস পত্তন ১৬।১৭ পুরুষের অধিক হইতে পারেনা। এদিকে শুনিতে পাওয়া যায়, এই কাঁটাদিয়া বন্দ্যো চক্রবর্ত্তীরা পুরুষানুক্রমে কায়স্থ পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। ১১১৯ সালে লিখিত একখানি বিক্রয় কোবালা দলিলে বিশিষ্ট এই বংশীয় পূর্ব্বপুরুষ বলদেব চক্রবর্ত্তীর স্বাক্ষর আছে। উহাতে বলদেবের প্রপিতামহ দলিলোক্ত সম্পত্তির পূর্ব্বক্রেতা কেশব রাম চক্রবর্ত্তীর নাম আছে। এই সম্পত্তি চক্রবর্ত্তীদিগের ভদ্রাসন হইতে পৃথক্ ও অদূরে অবস্থিত। শুনা যায়, চক্রবর্ত্তীর নিজ ভদ্রাসনে, দলিলের তারিখ ১১১৯ সালের বহু পূর্ব্ব হইতে বাস—চারি পাঁচ পুরুষ তো বটেই। অতএব বালীগ্রামে চক্রবর্ত্তীদিগের ১৪।১৫ পুরুষ বাস ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পরে দেখা যাইবে, এখানকার অন্য কোনও ব্রাহ্মণের এত পুরাতন বাসের নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। চক্রবর্ত্তীদিগের পর কেবল আচার্য্য পাড়ার সমাজ প্রতিষ্ঠাতা উর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ দেবীবর আচার্য্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। (৩) ইঁহাদিগের বিষয় স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

প্রাচীনত্বের দাবী করেন এমন আরও কয়েক গোষ্ঠী কাঁটাদিয়া বন্দ্যো বালীতে আছেন—যথা গোস্বামী পাড়ার পাঠক, যুগের আড়ার পাঠক, চক্রবর্ত্তী পাড়ার চক্রবর্ত্তী ও পাল পাড়ার মল্লিক, অথচ ইঁহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া পরিচয় দেন. কেবল বিবির ডাঙ্গার চক্রবর্ত্তীরাই বলেন যে, চক্রবর্ত্তী পাড়ার চক্রবর্ত্তীরা তাঁহাদিগের জ্ঞাতি, কিন্তু শেষোক্ত চক্রবর্ত্তী বংশীয়েরা এই জ্ঞাতিত্ব

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাঃ কাঃ ১ভাগ ২৩৮ পৃঃ।
(২) "পণ্ডিতরত্ন—মেলাবলী" বংশতালিকা দ্রষ্টব্য।
(৩) "কুলবংশ— পাদটীকাহে বিপ্রকুল বিচার।

স্বীকার করিয়াও বলেন যে, তাঁহারা "গঙ্গাগতির সন্তান"।

আবার সরখেল পাড়ার সরখেলরা বলেন যে, তাঁহাদিগের ১৪ পুরুষের বাস, কিন্তু ৭।৮ পুরুষের অধিক পরিচয় দিতে পারেন না। শুনা যায় সরখেলরা নিতান্ত হীন দশায় ছিলেন। দেওয়ান গোঁসাই রামভদ্রের অনুগ্রহে ইঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ইঁহারা বাৎস গোত্রীয় পূতিতুণ্ড। এতদ্ভিন্ন চৈতলপাড়া হালদার উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। শুনা যায়, ইঁহারা খুব পুরাতন। (১)। ইঁহাদিগের বংশধর বিপ্রদাস হালদার বহুদিন মরিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আর বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশধরগণ সকলেই বংশজ। কেহ কেহ বালী কুটীঘাটস্থ ভরদ্বাজ গোত্রীয় চক্রবর্ত্তীদিগকেও প্রাচীন বলেন। কিন্তু এই লুপ্ত বংশের বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

গোস্বামী পাডার পাঠক ও যুগের আড়ার পাঠক গঙ্গাগতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। কুল পরিচয়ে দেখা যায় যে, গঙ্গাগতি, দাশো বন্দ্যোর ছয় পুরুষ অধস্তন অর্থাৎ সপ্তদশ পর্য্যায় (২)। গোস্বামী পাড়া পাঁঠকদিগেব জঙ্গল কাটিয়া বাস বলিয়া প্রসিদ্ধি। 'পাঠকদিগের উপর এখনকার গোস্বামী পাড়া ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গোস্বামী পাড়ার গঙ্গার ঘাট এখনও পূর্ব্বতন পাঠক ঘাট নাম ধারণ করে। পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ পর্য্যায় পবিচিত ইঁহাদিগের নদীয়া-কৃষ্ণনগর হইতে যাত্রা করিয়া ঘটনাক্রমে এখানে আসিয়া বাস করেন। সুতরাং বর্ত্তমান ২৮শ হইতে ১৭শ পর্য্যায় বাদ দিলে পাঠকদিগের ১১ পুরুষ—বড় জোর দ্বাদশ পুরুষের অধিক কাল হইতে পারে না। এই বংশীয় শ্রীবঙ্কু বিহারী পাঠক বলেন তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরায় শ্রুতি এই যে, তাঁহাদিগের এখানকার আদিপুরুষ দীর্ঘজীবী ছিলেন ও তিনি নাকি আওরঙ্গজেব

(১) ঘোষাল পাড়ার পণ্ডিত ভোলানাথ ঘোষালের সৌজন্যে অবগত হইয়াছিলাম।

(২) সম্ভবতঃ পরিচয়ে ভুল আছে।

বাদশার রাজ্যকালেও (অর্থাৎ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। আবার ইঁহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার পাঠক বলেন যে, বর্দ্ধমান রাজসভায় পুরাণ পাঠ করিয়া ইঁহাদিগের 'পাঠক' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইঁহাদিগের ভিটা বর্দ্ধমান রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর— এই স্থান দশআনী ছয়আনী জমিদারী ভুক্ত হইবার পূর্ব্বের (১)। ইঁহারা শূদ্রযাজক। যুগের আড়ার পাঠকদিগের বালীর পূর্ব্বে বাস কোথায় ছিল জানিতে পারা যায় নাই। পাঁচপুরুষ উর্দ্ধে জগৎরাম পাঠক যুগের আড়ায় উঠিয়া আসিবার পূর্ব্বে ইঁহারা এখনকার রামনবমী তলায় ছিলেন। ছয়আনী জমিদার মহাশয় ঐ স্থানে বাসপত্তন করায় ইঁহারা উঠিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাইদ ইঁহাদিগের কোন পূর্ব্বপুরুষ কেহ ঐ স্থানে থাকিয়া কালাপাহাড়ের সময় বাসুদেব পূজা করিতেন, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দশ পুরুষ উর্দ্ধে কলধর পাঠক পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যায়। কিন্তু কলধরের বাস যে বালীতে ঠিক বলা যায় নাই।

মল্লিকেরা বলেন তাঁহাদিগের ৯।১০ পুরুষের অধিক বাস। পাল পাড়ায় উঠিয়া আসিবার পূর্ব্বে বালীর উত্তর মধ্যাংশে বাস ছিল। বাস্তবিক, আবরার মাঠের নিকট (গাঙ্গুলী পাড়া গলির সম্মুখে) একঘর মল্লিকের ভিটার দোহিত্র বংশীয়েরা এখন বাস করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদিগের তৎপূর্ব্বে কোন্ গ্রামে বাস ছিল বলিতে পারা যায় না।

হালদার, মল্লিক ও সরখেল মুসলমানী উপাধি। (২)। মুসলমান আমলে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথমে লোভে কায়স্থগণ রাজকার্য্য করিতেন। বালীতে ঘোষ বংশীয় রামচন্দ্র খাঁ (খ্রীষ্টীয়

---

(১) ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বর্দ্ধমান রাজ কানুনগো বালীতে ছিলেন—Howrah-Past and Present by C.N.Banerjee (1872).

(২) হালদার=হাবলাদার=গ্রামের গোমস্তা। মল্লিক=মহল্লক বা মহল্লিক=মহলের পতি। সরখেল=সরখয়ল্=সেনানায়ক বা পাইক পরিচালক। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় সঙ্কলিত "শব্দকোষ" দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ শতাব্দীর সম্ভবতঃ সপ্তগ্রামের হিরণ্য, গোবর্দ্ধন মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের পর এই অঞ্চলে নাকি চৌধুরী কানুনগো হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যে গৌড় সুলতানের অধীনে তাঁহাদিগের কেহ কেহ উক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বংশজ হালদার, মল্লিক আর সরখেল্‌দিগের বংশ পরিচয় দেখিয়া বোধ হয় যে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পয়সার লোভে তখনকার বিশ্বাস মত ব্রাহ্মণের অগ্রহনীয় চাকুরী স্বীকার করিয়া কর্ম্মসূত্রে বালীর স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী কায়স্থদিগের মুরুব্বিয়ানার অধীনে আসিয়া এইখানে বাস করেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা এইজন্য ও চক্রবর্ত্তীর শূদ্রযাজন হেতু, পূর্ব্বতর হইয়াও পরতর অশূদ্র প্রতি-গ্রাহি কুলীন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের নিকট শ্রাদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সামাজিক সম্মানলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। নিজ বালীগ্রামে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোন্ ব্রাহ্মণ বংশীয়েরা সম্মান প্রাপ্ত হযেন তাহা একটি স্থানীয় গ্রাম্য ছড়ায় পাওয়া যায়ঃ—

"ঘোষাল ডিংসাই।
চৈতল গোঁসাই॥" (১)

যথা, বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে শ্রোত্রিয় ভরদ্বাজ ডিংসাই চক্রবর্ত্তীর মালা-চন্দন, পণ্ডিতরত্নী (চট্ট) গোস্বামী ব্রহ্মবরণ; সাবর্ণ ঘোষাল (মতান্তরে পণ্ডিতরত্নী বন্দ্যো) বিরাট পাঠ ও চৈতল চট্ট, সদস্য সম্মান প্রাপ্ত হয়েন।

এখন এই শেষোক্ত বরেণ্য ব্রাহ্মণবর্গের বালী সম্পর্কে বংশেতিহাস দেখা যাউক। প্রথমেই গোস্বামীদিগের পাওয়া যায় কেননা ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চণ্ডীদাস এর সহিত চৈতন্য সহচর নিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজ বীরভদ্রের সাক্ষাৎ হয় ও বীরভদ্র কর্তৃক "গোস্বামী" সম্বোধনে চণ্ডীদাস "গোস্বামী" আখ্যা প্রাপ্ত হন বলিয়া তদ্বংশীয়গণের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু ঐ প্রবাদে

(১) মেট্রোপলিটান ও উত্তরপাড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাচার্য বালীর ৺গিরিশ চন্দ্র ঘোষাল বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আরও আছে চণ্ডীদাস গঙ্গাতীরে "পাঠক ঘাটে" বসিয়া জপ করিতেন, ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে চণ্ডীদাস পাঠকদিগের পরতর। এখন ইঁহার অধস্তন ১১শ পুরুষ চলিতেছে। শুনা যায় ইহাদের পূর্ব্বে অন্যত্র বাস ছিল। চণ্ডীদাস, মেল বন্ধন কালীন পীতাম্বর বংশধর। (১)। পীতাম্বরের ভ্রাতা শুক্লাম্বর। এই শুক্লাম্বর বংশীয়েরা চট্টই আছেন ও তাঁহাদিগের ২।৩ ঘর এখন বালীতে আছেন। ইঁহাদিগের প্রামান্য বংশতালিকার অভাব হেতু কখন্ ইঁহারা বালীতে প্রথম আসেন বলিতে পারা যায় না। পুরুষ পর্য্যায় হিসাবে পণ্ডিত রত্নী বন্দ্য বংশ গোস্বামী বংশের সমান। মহেশ বন্দ্যোর পুত্র হরি (বন্দ্যো) "ঠাকুর" বেলঘরিয়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। ইনি, ইঁহার ভ্রাতা শ্রীরাম ও দুর্গাদাস বাঁড়ুযো পাড়ার বাঁড়ুযোদিগের আদি। "আদি গাঞি গোসাঞি" বরাহ বন্দ্যোর বংশের 'নূতন গোসাঞি' চণ্ডীদাসের সমকুল ও সমসাময়িক ইহাও "ঘোষাল-ডিংসাই-চৈতল-গোঁসাই" সমাজের সম্মান গণ্ডীর অন্তর্ভূক্ত নহেন দেখিয়া এই কারণ অনুমিত হয় যে, চণ্ডীদাস হরি বন্দ্যোর কিছু পূর্ব্বতর। চণ্ডীদাস বংশীয়েরা বলেন যে, চণ্ডীদাস পরম সাধু ছিলেন বলিয়াই ব্রহ্মবরণ হইয়াছিল। কিন্তু হরি বন্দ্যোরও "হরি ঠাকুর" পরিচয় তাঁহার সাধুতার জ্ঞাপক। তবে উভয়ের মর্য্যাদাভেদ কেন? ইহা কি ব্রহ্মবরণ সম্মান লইয়া? যে কারণেই হউক, উভয় পক্ষে বরাবর একটা আড়াআড়ি ভাব আছে, অস্বীকার করিবার যো নাই। ব্রহ্মবরণের অভাবে বিরাট পাঠ করিয়া কখনও কখনও বন্দ্য বংশীয় পণ্ডিতেরা "মধু অভাবে গুড়ং" প্রবাদ সার্থক করিতেন, শুনা যায়। কিন্তু তাহাতেও ঈর্ষা ভাবটা একেবারে ঘুচে নাই। সুযোগ পাইলেই একে অপর পক্ষকে ঝাল ঝাড়িতেন, একটি ছড়ার আড়ালে জানিতে পারা যায়। হরিভক্ত চণ্ডীদাস বংশীয় পাত্র আর হরি ঠাকুর বংশীয় পাত্র—একটা

(১) "পণ্ডিতরত্ন মেলাবলী" দ্রষ্টব্য।

বিবাহ উপলক্ষে বিবাহ সভায়, বাঁড়ুয্যেদিগের এক ঘটক একটা শ্লেষ ছাড়িয়াছিলেন :—

"বুকে পিঠে হরি শূল।
মজালে গোঁসায়ের কুল॥" (১)

গোঁসায়েরা ইহার কি 'উতোর' গাহিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই। যাহাই হউক, গোঁসাই পাড়া ও বাঁড়ুয্যে পাড়ায় একটা রেষারেষি ভাব বরাবর চাপা আছে।

ভূতপূর্ব্ব পাতিয়ালা রাজ শিক্ষা মন্ত্রী, নব্য বালীর অন্যতম রচয়িতা রায় অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর (ওরফে শান্তিরাম বাবু) এই বাঁড়ুয্যে পাড়ার বাড়ুয্যে বংশের।

শ্রোত্রিয় ভরদ্বাজ ডিংসাই চক্রবর্ত্তী বালী বাস পুরুষ পর্য্যায়ে গোস্বামী ও বন্দ্যোর সমান কিম্বা কিছু পূর্ব্বেও হইতে পারেন। হরি চক্রবর্ত্তীই নাকি ইঁহাদিগের এখানকার আদি পুরুষ। ইনি বটেশ্বর গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন।

বালী পঞ্চাননতলার সর্ব্বানন্দী ঘোষাল বংশ ও উত্তর পাড়ার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের এখানে ১০ পুরুষ বাস। ঘোষাল পূর্ব্বপুরুষ রাজীবলোচন ঘোষাল ভূ-কৈলাস রাজবংশের। ইনি কলিকাতা অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন। চৌধুরীদের এখানকার আদিপুরুষ বিদ্যাধর রায় আমাটের গঙ্গো শিবের সন্তান। (২) ইনি চাণকের নিকট কোনও গ্রাম হইতে আসেন। চৌধুরীরা তৎকালিক চক্-বালীর আদি বনিয়াদি ঘর। ইঁহাদিগের পুরাতন প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা পূর্ব সম্ভ্রমের পরিচায়ক। ইঁহারা বাছিয়া বাছিয়া কুলীন সন্তান আনিয়া কন্যাদান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তরপাড়ায় বাস করাইয়াছিলেন। এইরূপে গরলগাছা প্রভৃতি স্থান হইতে আগত

---

(১) এই ছড়াটি বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি।

(২) "উত্তরপাড়া বংশাবলী"—শ্রীযুক্ত অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত।

কুল সন্তান হইতে উত্তরপাড়া চট্টোপাধ্যায় (১) ও বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী ও দিগর উৎপত্তি। চৌধুরী দৌহিত্র বংশীয়দিগের এখন ৮ পর্য্যায় চলিতেছে। উত্তরপাড়া চক্রবর্ত্তী বংশের পূর্ব্বপুরুষ মহাদেবও উক্ত সমাগত কুল সন্তানগণের সমকালীন। ইনি ফুলিয়ার মুখুটি বংশজ। (২)। বালীর বিদ্যাবাগীশ গলির মুখুয্যে বংশ খড়দহ মেল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান বংশজ। বর্দ্ধমানের নিকটস্থ গ্রাম হইতে দশপুরুষ পূর্ব্বে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। ইঁহারা এখন হীনাবস্থা হইয়াছেন।

খড়দেহ মেল চৈতল চট্টদিগের আদি পুরুষ রামভদ্র ন্যায়লঙ্কার শান্তিপুর হইতে এখানে আসেন। ইনি চক্‌বালীতে ২৮০ বিঘা ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া "চক্‌-ভট্টাচার্য্য"—নামে খ্যাত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যবনের দান গ্রহণ না করিয়া ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য প্রথমে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রদত্ত সনন্দ (৩নং ৪৩৬৬৯) শিষ্য গোপাল মিশ্রের নামে করাইয়া লয়েন। পরে রামভদ্রের পুত্র রামকৃষ্ণ শিষ্য গোপাল মিশ্রের পুত্রের দ্বারা সাহ আলম বাদশাহের নিকট হইতে ছাড়পত্র আনাইয়া লয়েন। বাদশাহী পাঞ্জা ছাপযুক্ত লেখা এই সনন্দ ও ছাড়পত্র এখনও রামভদ্র বংশীয় রায় সাহেব ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আছে। রামভদ্র বংশের এখন নবম পর্য্যায় চলিতেছে। নব্য বালীগ্রাম রচয়িতা ত্রয়ের অন্যতম ৺বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। Beames Charitable Dispensary প্রতিষ্ঠাতা ৺রায় কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ও চৈতল বংশীয়।

উক্ত খড়দহ মেলভুক্ত রাম রাম বন্দ্যো পূর্ববঙ্গ হইতে বালীতে

(১) উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশ চট্ট বংশের দৌহিত্র বংশ। জগমোহন মুখোপাধ্যায় ইঁহাদিগের আদিপুরুষ —পঞ্চম পুরুষ চলিতেছে।

(২) "উত্তরপাড়া বংশাবলী"।

আসেন। তদ্বংশের এখন অষ্টম পর্য্যায় চলিতেছে। খড়দেহ মেল কুলীন হরিরাম বন্দ্যো-ও বৰ্দ্ধমান হইতে এখানে আসেন। রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এই বংশীয়। ইঁহাদের সপ্তম পুরুষ চলিতেছে।

এই মেলভুক্ত কৃপারাম ও নিধিরাম মুখোপাধ্যায় হালিসহর হইতে ও গঙ্গারাম গাঙ্গুলী কোনা হইতে কিছু পরে আসেন। ইঁহারা যথাক্রমে মুখো ও গাঙ্গুলী বংশের আদিপুরুষ। ইঁহাদিগের ৭।৮ পুরুষ হইয়াছে, মুখুয্যে বংশে চরিতাষ্টক প্রসিদ্ধ —"লর্ড" পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়। গাঙ্গুলী বংশে প্রাতঃস্মরণীয় সাধুপুরুষ ৺প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

পণ্ডিতবর্গী রামগোপাল মুখোপাধ্যায় তেলিহাটী হইতে আসেন। উহাদের ৭ পুরুষ হইযাছে। এই মেলী কালাচাঁদি দিগের প্রতিষ্ঠাতা রুক্মণীকান্ত মুখো খড়দহ হইতে আসিয়াছিলেন। ৮ পুরুষ হইযাছে।

ফুলিযা মেল ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠাতা উদযরাম চট্টোপাধ্যায় ১০৯০ সালের কিছু পূৰ্ব্বে নাকি বানে ভাসিযা আসেন ও অধিবাসীদের আনুকুল্যে এইখানে বাস করেন। পরে ইনি সম্পত্তির অধিকারী হইযা উঠিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতল পাকা বাটী নির্ম্মাণ করেন। বালীতে এই নাকি প্রথম পাকাবাটী। ৺ক্ষেত্র বাচস্পতি ও চট্ট উদয়রামের দৌহিত্র বংশীয়। উদয়রামের সমসাময়িক (১১১৯ সালে লিখিত দলিলে স্বাক্ষরকারী) সাক্ষী তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবতঃ পূৰ্ব্বতন ঘটক পাড়ার ঘটকদিগের (১)। তারাপ্রসাদের কিছু পরেই বোধ হয় (৺কল্যাণেশ্বর দেবের) ঘোষাল দিগের পূর্ব্ব পুরুষ আসিয়া বাস করেন।

---

(১) এই ঘটকেরা শাণ্ডিল্য বন্দ্যো, খড়দহ মেলভুক্ত। ৮ পুরুষের অধিক বাস।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চক্রবর্ত্তীরাই (১) প্রথমে নবদ্বীপ হইতে এখানে আসিয়া ছয় আনি জমিদার মহাশয়দিগের কাছারির কর্ম্মসূত্রে ব্রহ্মোত্তর ভূমিপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়া যান। পরে লাহিড়ী ভাদুড়ী, বাগ্‌চী ও সান্যাল বংশ আসেন। কিন্তু বারেন্দ্ররা রাঢ়ীয় দিগের তুলনায় নব্যতর, কেননা বারেন্দ্রদিগের প্রাচীনতম চক্রবর্ত্তীদিগের মাত্র পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে বাস। এই চক্রবর্ত্তী বংশের এখন আর কেহই নাই। সম্প্রতি কয়েক ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া পৌরোহিত্য উপলক্ষে বালীতে বাস করিতেন। সাবেক বালীর অন্তর্গত ভদ্রকালী গ্রামে গুড়, ঘটক, পাঠক, চৌৎখণ্ডী ব্রাহ্মণ বংশ প্রচীন। কিন্তু ইঁহাদিগের অনেকেরই এখানে বংশাভাব নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। শুনা যায়, এখানকার বাঁধাঘাট অর্থাৎ ঈশ্বর মুখোপাধ্যায় নির্ম্মিত বাঁধাঘাটের নিকট একঘর গোপ যাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৫ পুরুষ হইল তাঁহারা সাঁপুই পাড়ায় উঠিয়া গিয়াছেন। এইটুকু তদ্বংশীয়গণের মুখে শুনা গিয়াছে। সাবেক তাঁতি পাড়া কৈবর্ত্ত পাড়ার পার্শ্বে ৺কল্যাণেশ্বর তলার সন্নিকটে কোনও স্থানে কয়েকঘর কৈবর্ত্ত-যাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন। একটি পুরাতন ছড়ায় এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জোড়া অশ্বত্থ তলায় বাসের কথা জানা গিয়াছে। এই বর্ণ দ্বিজগণের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, ইঁহারা সংখ্যায় অতি অল্পই ছিলেন, বলা বাহুল্য।

বালীর পুরাতন ব্রাহ্মণ বংশীয় প্রথমাগতদিগের কাহারও সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। যে কয়েকটি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

পাঠক ডাঙ্গার (গোস্বামী পাড়ার) পাঠকেরা বলেন তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ, পূর্ব্ববাস কৃষ্ণনগর হইতে সস্ত্রীক ৺জগন্নাথ ধামে যাইতে-ছিলেন। মেদিনীপুর দাঁতনের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাত্রে

---

(১) ইঁহাদিগের বাস হেতু 'বারেন্দ্রপাড়া' ও চক্রবর্ত্তী ঘাট রোড নামকরণ।

এক গাছের উপর আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন। রাত্রে জগন্নাথদেব দর্শন দিয়া বলিলেন যে, "তোমাদের যাওয়া হইয়াছে—ফিরিয়া যাও।" ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ বালীগ্রামে গিয়া উঠ। সেখানে একটি নিমগাছ পাইবে—সেই বৃক্ষে আমার দারুময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিও। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহারা তাহাই করিলেন। নৌকাযোগে বালীতে আসিয়া যে ঘাটে নামিয়াছিলেন, আজিও তাহার নাম "পাঠক ঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তাঁহারা যত পারিলেন বেতবন কাটিয়া একটা মাথা গোঁজার স্থান করিলেন। বেতবন মধ্যে একটি নিমগাছ পাইয়া তদ্দ্বারা দারুকৃষ্ণ জগন্নাথ ও বলরাম-সুভদ্রা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ত্রিমূর্ত্তির এখনও পূজা হয়। এই বংশে ৺পুরী যাত্রা নিষেধ।

চণ্ডীদাস গোস্বামী পরম হরিভক্ত সাধুপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে তিনি ৺কাশীধামে লক্ষ জপ করিয়া যাত্রাকালে তাহার গণ্ডমূর্খ দৌহিত্র নারায়ণ বন্দ্যোকে পরম পণ্ডিত করিয়া তুলেন। এই নারাযণ বন্দ্যোই খানাকুলের বিখ্যাত নারায়ণ ঠাকুর। চণ্ডীদাসের কীর্ত্তিকথা অবগত হইয়া প্রভু নিত্যানন্দ আত্মজ বীরভদ্র গোস্বামী গঙ্গার আড়পাড় হইতে আসেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চণ্ডীদাস নাকি গঙ্গার উপর খানিকটা আগাইয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে বৈষ্ণবের অবমাননা হইয়াছিল, বীরভদ্র গোস্বামী গ্রামবাসীকে "গোস্বামী" সম্বোধন করিয়া বৈষ্ণবোচিত মহত্বের পরিচয় দিলেন, চণ্ডীদাসও মহতের বাক্য অঙ্গীকার করিযা গ্রামের কলঙ্ক ঘুচাইলেন।

চণ্ডীদাস পাঠক ঘাটে জপ করিতেন। তদ্বংশীয়েরা বলেন চণ্ডীদাস এই ঘাটের উপরে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেটি বহুদিন হইল গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়াছে। এখন সেই স্থানে চণ্ডীদাস বংশধর ৺কান্তি চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় একটি পাকাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

চৈতলদিগের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র ন্যায়লঙ্কারও পরম ধার্মিক ও সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি শান্তিপুর হইতে বালীঘাটে "(পুরাতন বাঁধাঘাটের স্থানে)" নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক জপ করিতে-ছিলেন। তৎকালে ঐ স্থান সংলগ্ন একটি শ্মশানে স্থানীয় ঘোষ বংশীয় সর্পদষ্ট একটি শিশুদেহ দাহ করিবার জন্য চিতা রচনা হইতেছিল। রামভদ্রের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি শবের চিতাগ্নি প্রজ্জ্বোলনোদ্যত মৃতদেহ সৎকারকারীগণের নিকট সর্পদংশনের কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের ক্ষণঃকালের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া পুনরায় জপ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মৃত বলিয়া স্থিরীকৃত শিশু চক্ষু মেলিল, নিঃশ্বাস ফেলিল, বাঁচিয়া উঠিল। সমাগত সকলে ধন্য ধন্য করিয়া পদধূলি লইতে লইতে রামভদ্রকে পাড়ায় লইয়া যাইয়া ও বিশেষ অনুরোধ করিয়া সেইখানেই বাস কবাইলেন।

বালীর আচার্য্য ব্রাহ্মণদিগের গোষ্ঠীপতি জ্যোতিষাচার্য্য অচ্যুত পঞ্চাননের শনি দর্শন প্রসঙ্গ কিংবদন্তীতে পরিণত। ঐ বংশে অনেক সুপণ্ডিত জ্যোতির্বিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বালী-মতের পঞ্জিকার সহিত ইহা বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিস্তারিত বিবরণ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নূতন আবাসের মঙ্গলকল্পে পূর্ব্বোক্ত প্রথমাগত ব্রাহ্মণগণ কিম্বা তদ্বংশীয়গণ অনেকেই এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। অনেকেরই কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :-

১। প্রবাদ প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রকালীর (সাবেক বালী) গুড় দিগের পূর্ব্বপুরুষ দ্বারা "বুড়া শিব" প্রতিষ্ঠার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বটকোঠরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির মধ্যে এখনও শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছে।

২। বালী বাঁড়ুয্যে পাড়ার—"ভাঙ্গা মন্দিরতলা" নাম এখন অনেকের মনে আছে। এই "ভাঙ্গা মন্দির" প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ "হরিঠাকুর" বিনির্ম্মিত। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে হরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় শিব-বিগ্রহ বজায় রাখিয়া "ভাঙ্গা মন্দির" নূতন করিয়া দিয়াছিলেন।

৩। তেলিহাটীর রামগোপাল মুখোপাধ্যায় (পাটুলী ছয়আনী জমিদারীর দেওয়ান) বালীতে বাস করিয়া একটি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্বংশীয় কোন মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চানন তলার বাস্তু ভিটা প্রাঙ্গণে ঐ মন্দির আজিও বিদ্যমান।

৪। উদয়রাম বাচস্পতির পুত্র বাম ১১৬৪ সালে এক শিবমন্দির করেন। তৎস্থলাভিষিক্ত ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (Late Executive Engineer P.W.D) পুরাতন জীর্ণ মন্দিবটির সংস্কার করিয়া দিযাছেন। এই "রামেশ্বব মন্দির" মন্দিব বাটী নামকরণ হইযাছে।

৫। পঞ্চাননতলার রাম বাম বন্দ্যোব পুত্র বিষ্ণুরাম ১১৬৬ সালে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

৬। বিদ্যাবাগীশ গলির নাম প্রতিষ্ঠাতা নবকুমার বিদ্যাবাগীশেব পিতামহ (এখন হইতে ৬ পুরুষ পূর্ব্বে) একটি শিব স্থাপনা করেন।

৭। চক্ বালীর (উত্তরপাড়া) বন্দ্যো বংশীয় পঞ্চানন বন্দ্যো ১৭১৬ শকে গঙ্গাতীরে তিনটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। ইহাই উত্তরপাড়ার "মন্দির বাটী" বলিয়া পরিচিত।

৮। ডিংসাই রামজীবন চক্রবর্ত্তীও একটি শিব মন্দির স্থাপনা করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন খালি মন্দির পড়িয়া আছে।

৯। পাঁচপুরুষ পূর্ব্বে কৃপারাম বন্দ্যোর পুত্র তর্কসিদ্ধান্ত গলির নাম প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত দুইটি শিব লিঙ্গ নির্ম্মাণ করেন।

১০। বেলুড় গ্রামে প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়ান রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় দুইটি শিবমন্দির স্থাপনা করেন।

পরবর্ত্তীকালেও এখানের দ্বিজকুল ধুরন্ধরগণ অল্পবিস্তর পিতৃপুরুষগণের মার্গানুযায়ী হইয়াছেন। যথা—

ইং ১৮৩৯ সালে দেওয়ান ৺ঈশ্বর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পঞ্চানন তলায় গঙ্গাতীরে পাকা বাঁধা ঘাট ও শিব মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৯৯ সালে ৺শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি একটি শিব মন্দির স্থাপন করেন। ১২৯৯ সালে ৺কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় দশানী ঘাট করিয়া বাঁধাইয়া দেন। ৺কান্তি চন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক পাঠক ঘাট করার কথা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

নিষ্ঠায় ও বংশমর্য্যাদায় মাত্র নদীয়া কৃষ্ণনগরের পরই বালীর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের স্থান। এ অঞ্চলে পূর্ব্বাপরায় সমাজকারীরা তাঁহাদের ঐতিহ্য সুনিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছেন। (১) উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে এখানে সহস্র ঘর ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিদ্যানুষ্ঠানে এই গ্রাম নবদ্বীপ তুল্য হইয়া উঠিয়াছিল। (২)

প্রাচীনদিগের মুখে শুনা যায়, এককালে এখানে (আচার্য্য পাড়ায় ২ খানি চতুষ্পাঠী লইয়া সর্ব্বসমেত) ৩৬ খানি সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল। বহু অধ্যাপক পণ্ডিত এইগ্রাম অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ক্রমে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে টোলগুলি সংখ্যায় কমিয়া কমিয়া ২ খানিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে দুটিও আবার নূতন আমদানী বৈদিকদিগের আগ্রহে কোনও রূপে পরিচালিত

---

(১) "Bali has always been the seat of ancient & respectable Brahmanical families, second only to Krishnanagar ; has always given a tone to the proceedings of Native." Howrah Past and Present, P—95.

(২) "It (Bali) is said to cartain no fewer than a thousand families of Brahmans, many of whom prefer living in a primitive simplicity like Sages of Hindu Society." "Calcutta Review"—1845.

হইতেছে !

সাবেক বালীর চৌবাড়ী এখন কেবল একটি হইয়াছে, যথা— সাবেক জোড়া-অশ্বত্থতলা বর্ণনে ঃ—

"ন্যায়রত্নর টোলখানি।
তার দক্ষিণে বুড় বাগানী ॥" (১)

এখানকার যে প্রাচীন বা আধুনিক পণ্ডিত বা অধ্যাপকদিগের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি ; দিতেছি : –

কাঁটাদিয়া বন্দ্যো চক্রবর্ত্তী বংশ—আত্মারাম তর্কালঙ্কার ও রাম শিরোমণি।

চৈতলবংশ—রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, রাজারাম পঞ্চানন, রাম নারায়ণ।

ঘোষাল বংশ—রুদ্ররাম বাচস্পতি, জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার, গিরিশ।

গোস্বামী বংশ—রামনাথ সিদ্ধান্ত, হরিশ বিদ্যালঙ্কার, মানিক্য তর্কালংকার, মাধব তর্কসিদ্ধান্ত, শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি।

পণ্ডিতরত্নী বন্দ্যো বংশ— রামজয় সিদ্ধান্ত, হরি সিদ্ধান্ত, কমল ন্যায়রত্ন।

সর্ব্বানন্দী ঐ দুর্গাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত (তর্কসিদ্ধান্ত গলি)।

মুখুটি চক্রবর্ত্তী বংশ—কিশোর পঞ্চানন।

কুটীঘাট নিকটস্থ মুখোপাধ্যায় বংশ—নবকুমার বিদ্যাবাগীশ (বিদ্যাবাগীশ গলি)।

বারেন্দ্র লাহিড়ী বংশ—রামব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য।

আধুনিক কালে বৈদিক বংশাবতংশ পণ্ডিত ৺গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বালীতে চতুষ্পাঠীর পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয়না। এমন সাধু ও উদার প্রকৃতি প্রকৃত পণ্ডিত একালে বিরল।

---

(১) বালীর রেলপার ঘোষ পাড়ার শ্রীযুক্ত মতিলাল পালের সৌজন্যে। ইহাতে জোড়া-অশ্বত্থতলার বর্ণনা আছে।

মন্দির বাটীর উদয়রাম বাচস্পতির কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিদ্যাবাগীশ গলি ও তর্কসিদ্ধান্ত গলি নামদ্বয় এখনও অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের স্মৃতি বহন করিতেছে।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান বলিয়া এখানকার ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণগণের প্রতি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন। কথিত আছে, কলিকাতায় যখন ব্রাহ্মণ মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী হয়, তখন বধ্যস্থানে বালীর সমবেত ব্রাহ্মণগণ সেই ভীষণ পাপ, ব্রহ্মবধ নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাস্নান করেন ও প্রতিজ্ঞা করেন আর ব্রহ্মহত্যার পাপস্থান কলিকাতায় পদার্পণ বা জলপান করিবেন না। তাঁহারা ও পরবর্ত্তী বংশধরগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। এখন কেরানী স্থান বালীর সেই প্রতিজ্ঞাকারীদিগের সন্ততিগণ কলিকাতা কলের জলের সহিত অন্যস্থানের ধূলা গলায় ভরিয়া হাবড়া পোল পার পাপহর গঙ্গাস্পর্শে প্রত্যহ প্রায়শ্চিত্তের প্রবোধ লইতেছেন।

(১) "The Brahmans of Bali who withnesed the execution (Nanda Comer) took oath never to set foot again (on). Calcutta business compelled them to come, never to eat there. By which their descendants......very faithfully, kept up late period.—Howrah Past & Present by C. N. Banerjee.

সপ্তম অধ্যায়

বালী রাঢ়ীয় গ্রহ বিপ্রদিগের ছয়টি সমাজের একটি (১)। সমাজ কতদিনের? অনুসন্ধান করিয়া আমরা এখন হইতে উর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষে প্রথমে বাৎস্য গোত্রজ দেবীবর আচার্য্যের নাম এবং তিনি স্ব-সমাজের প্রধান ছিলেন জানিতে পারি। ইঁহার উর্দ্ধে আর নাম পাওয়া যায় নাই। সমাজ একেবারে একদিনে হয় না। সুতরাং উক্ত দেবীবরের পূর্ব্বেও যে এখানে তাঁহাদিগের বাসা ছিল সম্ভাবিত হইতেছে, এখন সেই বাস যে ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল আভাস পাওয়া গিয়াছে (২)।

বালীর দত্ত বংশের "দত্তবংশমালা" আখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদিগের চতুর্থ ও পঞ্চম পর্য্যায়ভুক্ত গোবিন্দ দিবাকর দাস সৌর মতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা তৎকালীন শীর্ষস্থানীয ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় যে, সে সময়ে অর্থাৎ ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে —এ অঞ্চলে সৌরমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্ততঃ, অনতি দূরস্থ চুঁচুড়ায় সম্প্রতি একটি প্রাচীন সূর্য্যমন্দির আবিষ্কৃত হওয়ায় (৩) ও নিজ বালীতে আচার্য্যপাড়ায় পঞ্চানন্দ ঠাকুরের কাছে, সূর্য্য মূর্ত্তির মত একটি ভগ্নমূর্ত্তি আমাদেব পূর্ব্বোক্ত অনুমান প্রমানানুকূলে যাইতেছে। অধিক সম্ভব এই প্রাচীন সূর্য্য উপাসক ও গ্রহ পূজা তথা সূর্য্য পূজায় এক অধিকারী গ্রহ বিপ্রদিগের

---

(১) "বর্দ্ধমান মধ্য রাঢ় কায়থি গউড।
বালী আর দ্বারহাটা এই ছয় কুল॥"
গ্রহ বিপ্রকুল বিচার।

(২) "কুলবংশ দেবীবর বালী তার স্থান"— ঐ
আচার্য্যোপাধিযুক্তাঃ কুলভয়পুরুষোঃ স্থানমেষাং ক্রমেন গঙ্গাতীরে চ বালী সকল গুণ যুতা দক্ষিণে দ্বার হাটা। অচ্যুত পঞ্চানন

(৩) সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত—"তীর্থমঙ্গল" ২১৬ পৃঃ পাদটীকা।

পূর্ব্বপুরুষগণ (১) কেহ কেহ গোবিন্দ দিবাকর দত্তের সময়ে এখানে থাকিয়া সূর্য্য পূজা প্রচার করিয়াছিলেন, নতুবা,—"তারপর দেশভঙ্গ পালায় কুলানন্দের কুলের কথা এইখানেই রয়" বলিয়া বালী আচার্য্যদিগের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত কুলকারিকায় তৎপূর্ব্বে

(১) প্রাচবিদ্যার্ণব রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুপ্রণীত—"বঙ্গের জাতীয় ব্রাহ্মণ খণ্ড, ২য় ভাগে শাকদ্বীপী আচার্য্য ব্রাহ্মণ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শাম্বপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তনয় সূর্য্যপূজা ও গ্রহশান্তির জন্য চতুর্ব্বাণ সম্বলিত শাকদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া নিজ স্থাপিত শাম্বপুরে (পাঞ্জাব মূলতান) স্বুবর্ণ সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহারাও গ্রহদান গ্রহণ করিয়া (ভারতীয় আদ্য বা মূলস্থান —মূলতান—শাম্বপুরে) রহিয়াছিলেন। ব্যাপারটা যে নেহাৎ পৌরানিক নয়, কতকটা ঐতিহাসিক, বহুপরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৭ শতাব্দে বিখ্যাত চৈন পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চঙ্গ্ (Hioneu Thsang) ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ— স্বুবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং পরে মুসলমান জ্যোতিষী ঐতিহাসিক অল্‌বরুনি রৈহান্ ঐ স্থানে একটি রত্ন চক্ষু যুক্ত স্বুবর্ণ মণ্ডিত সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। গ্রহ যামল ও গ্রহ বিপ্রকুল পঞ্জিকা রাঢ়ীয় শাকল দ্বীপিকায় লিখিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত গ্রহ বিপ্রগণের বংশধরগণের মধ্যদেশ (প্রয়াগ-বিহার) শাখপুথু, নৃসিংহ, লোকনাথ প্রভৃতি দশজন বিপ্র গৌড়দেশে ও রাঢ়দেশে বাস করেন। ক্রমে ইহাদের সন্তানগণ "কলিঙ্গের বিপ্রাখ্য আচার্য্যে গৌড় দেশকে—"অর্থাৎ এদেশে" আচার্য্য প্রাপ্ত হয়েন। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ "মগ" পুস্তকে উক্ত হইয়াছেন। বরাহ মিহিরের সময় মগ ব্রাহ্মণই সূর্য্যপূজা আরম্ভ করিয়া অধিকারী হইয়াছিলেন, যথা—বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতু শম্ভোঃ সভস্মদ্বিজ—[বৃহৎ সংহিতা ৬০ ১৯]।

পিতৃপুরুষাধিকার সূত্রে উত্তরাধিকারী শাকদ্বীপী আচার্য্য এখনও গ্রহপূজা তথা সূর্য্য পূজার একমাত্র অধিকারী। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বালী রিপণ হলে প্রাচীন ইতিহাস বিষয় এক বক্তৃতায় শাকদ্বীপী বা আচার্য্য উল্লেখ করিয়াছিলেন।

যে সমাজ বিপ্লব ও তজ্জনিত পলায়নের আভাস দিয়াছেন, তাহার সার্থকতা থাকে না। কুলানন্দ বর্ণিত "পলায়ন" ব্যাপারে আমাদিগের আলোচ্য বিষয় দেবীবরের পূর্ব্বকালীন এখানকার আচার্য্য বংশী দিগের পরিচয় পাওয়া যায় না—তাহার কারণ মিলিতেছে—অর্থাৎ ঘটনায়, যে কয়েকঘর আচার্য্য ছিলেন, তাঁহারাও পলাইয়া গিযা আর গ্রামে ফিরিয়া আসেন নাই। আসিলে কোনও না কোনও বংশের পুরুষ পর্য্যায় এখানে বর্ত্তমান থাকিত। যাহাই হউক, দেবীবব আচার্য্যেব পূর্ব্বেকার গ্রহ-বিপ্রদিগেব বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দেবীবর আচার্য্যের পুত্র সন্তান না থাকায়, দৌহিত্র, বর্দ্ধমানবাসী মৌদগল্য গোত্রজ কুলীন অচ্যুত আচার্য্যকে সমুদয় সম্পত্তি দান কবিয়া যান। অচ্যুত মাতামহের প্রচুর সম্পত্তি লাভ করিয়া বালীর আচার্য্যদিগের গোষ্ঠীপতি হইয়া স্ব-সমাজে মান্যগণ্য হইয়াছিলেন। তখন বঙ্গদেশে একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। ইনি অচ্যুত পঞ্চানন নামেই প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধি আছে যে, মূর্ত্তিমান শনিগ্রহ ইহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। কথাটি বালীর আচার্য্যদিগের বংশ বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নয়, দেশরাষ্ট্র হইয়াছিল—এখনও পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের অনেক জাতির অনেকের মুখে শুনা যায়। "গ্রহ বিপ্রকুল পঞ্জিকা" "ধৃত অচ্যুত চরিতে—

"পঞ্চাননাখ্যয়া যোহ সৌ বঙ্গভূমৌ সুবিশ্রুতং।
শনেরনুগ্রহাৎ খ্যাতির্যস্য দেশান্তরেদ্বপি॥"

ইত্যাদি যে প্রামাণ্য বর্ণনা আছে তাহার মর্ম্মানুবাদ "বঙ্গের জাতীয ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগে অচ্যুত প্রসঙ্গে যেমন লিখিত হইয়াছে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল :—

"একদা মধ্যাহ্নে অচ্যুত পণ্ডিত কমণ্ডলু লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে পথে ছদ্মবেশী দ্বিজরূপী শনিগ্রহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অচ্যুত পণ্ডিতের বাটী কোনদিকে'। পঞ্চানন কহিলেন "আপনি একটু অপেক্ষা

করুন, আমি স্নান করিয়া আসিয়া বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি। শনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ গণনা করেন বলিতে পার? অচ্যুত উত্তর করিলেন আমিই সেই ব্যক্তি। আপনি কিজন্য আসিয়াছেন? শনৈশ্চর তাঁহাকে কহিলেন "আমি গণাইতে আসিয়াছি।" আপনি প্রশ্ন করুন, অচ্যুতের স্নান হয় নাই। তিনি কহিলেন "আমি তৈল মাখিয়াছি, তৈলাক্ত শরীরে গণনা করিতে পারি না।" শনি তখন তাঁহারই হাতের কমণ্ডলু দেখাইয়া বলিলেন "ঐ কমণ্ডলুর জল মাথায় দিয়া আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।" কি করেন, তাঁহাকে সেই কমণ্ডলুর জলই মাথায় দিয়া গণনায় বসিতে হইল।

শনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল বিপ্র, আমার অভিপ্রায় কি?"

অচ্যুত গণিয়া বলিলেন—"দেবতা বিষয়ক"।

"সে কোন দেবতা? আর তিনি এখন কোথায়?

উত্তর—"সেই দেবতা শনৈশ্চর, এখন তিনি জম্বুদ্বীপে উপস্থিত।

আবার প্রশ্ন করিলেন—"জম্বুদ্বীপের কোন্ দেশে, কোন্ গ্রামে, কোন্ অংশে এখন তিনি আছেন?

পঞ্চানন এবার গণিয়া কহিলেন - "গৌড়দেশে ভাগীরথী তীরে ক্রোশ মধ্যে তিনি রহিয়াছেন।

আবার প্রশ্ন হইল - "আমায় কি তাঁহাকে দেখাইতে পার?

গণিতে গণিতে অচ্যুত পঞ্চাননের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আর তাঁহার জানিতে বাকি রহিল না যে স্বয়ং শনি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

তখন কৃতাঞ্জলি পুটে অচ্যুত স্ূর্য্য সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, আপনি দ্বিজরূপী ভগবান, যদি আমার কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

শনিগ্রহ সহাস্যে কহিলেন—"বিপ্র, তোমার গণনায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" পঞ্চানন

করজোড়ে কহিলেন—"প্রভো, আমার কিছুই চাহিবার নাই। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।"

"ততস্তু শনিনা প্রোক্তং শৃনু বাক্যং দ্বিজর্ষভ।
ভূয়স্তে চার্থলাভসন্তু তথা ভুবি ভবশ্চতে॥
অদ্যারভ্য প্রচারস্থে পঞ্জিকায়া বিশেষতঃ।
ভবিষ্যতি বঙ্গভূমৌ সর্ব্বত্র নাত্র সংশয়॥
তব বংশোদ্ভবাঃ বিপ্র ভবিষ্যন্তি মহাধিয়ঃ।
জ্যোতিঃশাস্ত্রে মহা প্রজ্ঞাঃ প্রশ্ন নির্ণয় কোবিদাঃ॥"

শনির দর্শন ও শনির বর উভয়ই সফল হইয়াছিল। যাঁহার দৃষ্টিতে গণেশের মাথা গিয়াছিল, আজ তিনি দয়া করিয়া অচ্যুতের মাথা লইলেন না, কিন্তু তিনি যে অচ্যুতকে দেখিয়াছেন, নিদর্শন রাখিলেন, কেননা, শনির বাক্য শেষ হইবা মাত্র চারিদিক ধূলিময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। অচ্যুত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন তাঁহার বাম চক্ষুটি নষ্ট হইয়াছে। শনৈশ্চরও অন্তর্হিত, এদিকে অল্পাদন মধ্যেই শনির বরও ফলিল।

অচ্যুত পঞ্চানন বংশে অনেক সুপণ্ডিত জ্যোতির্বিবদ্ জন্মগ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে—ভবানীচরণ ও গঙ্গারাম তদ্বংশীয়; মদন তর্কচূড়ামণি, সনাতন শিরোমণি, প্রভুরাম শিরোমণি, তৎপৌত্র রামেশ্বর বিদ্যাসাগর, রাধাকৃষ্ণ শিরোমণি, চণ্ডীচরণ তর্কভূষণ ও আধুনিক অম্বিকাচরণ জ্যোতিরত্নের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই বংশীয় এক জ্যোতিষী রামরুদ্র আচার্য্য হাবড়া-চক্রবেড গ্রামে বহু সম্পত্তি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইঁহা হইতেই চক্রবেডের পুরুষানুক্রমিক "জ্ঞান" বাড়ী উৎপত্তি। বর্ত্তমান কালে "জ্ঞান" ৺রামকুমার আচার্য্যের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য চক্রবেড় গ্রামে মাতামহের নাম বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার গণনা শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বড় লাট

লর্ড মিণ্টো তাঁহাকে একখানি রৌপ্য পদক উপহার দিয়াছেন।* "Lord Minto invited him through Commissioner of Police who brought him to Barackpore in special Steamer." প্রত্যহ বহু মান্যগণ্য ইংরাজ ইঁহার নিকট গণাইতে আসেন।

বালীর অচ্যুত বংশীয়েরা পাটুলী রাজবংশীয় দশআনী জমিদার (হরিশ্চন্দ্র রায়?) প্রদত্ত ২২ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতেছেন শুনা যায়, তৎপূর্ব্বে ইঁহারা ঐ বংশীয় স্থানীয় ছয়আনী জমিদারের নিকটও কিছু ব্রহ্মোত্তর লাভ করেন।

শনিগ্রহের বরানুগৃহীত বঙ্গদেশ বিশ্রুত অচ্যুত প্রতিষ্ঠিত পঞ্জিকা ও এই পঞ্জিকাকার সম্বন্ধে সরকারী, বে-সরকারী ও বিদেশীয় সমালোচকগণের অভিমত নিম্নে পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।

মুদ্রিত পঞ্জিকা প্রচলনের পূর্ব্বে দেশময় বালী পঞ্জিকার কিভাবে বিধর্ম্মী সমালোচক, মিঃ সি. এন. ব্যানার্জী, হাওড়ার জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট (খ্রীশ্চান ছিলেন) যাঁহাদিগের গণনাশক্তি অমানুষী বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের গণিত পঞ্জিকা নবদ্বীপ

---

*A. "The Almanacs issued by its Acharyas were much in vogue before the days of British Govt. [Dist. Gazetteer, Howrah.]

B. It was one of the eight places which furnished Bengal with an almanac before the art of printing was introduced ["Calcutta Review" 1845 "On the right bank of the Hooghly.]"

C. "Long before printing was introduced the Brahmins who were called Acharjees or astronomical astrologers, used to issue almanacs superior to that of England in the days of Partridge. Moreover almanacs vied in authority with those issued at Nuddea, and it has always been difficult to decide in favour of the one to the discredit of the other The importance of these almanacs has of late declined.

পঞ্জিকার সহিত এরূপ প্রামাণ্য প্রতিযোগিতা করিত যে, উভয় মতের কোন মত অবলম্বন করা বিধেয় মিমাংসা করা পণ্ডিতগণেরও সহজসাধ্য ছিলনা। বালীর সেই আচার্য্য জ্যোতিষীগণের সমকালীন সমাজের কিরূপ সম্মান প্রতিপত্তি ছিল, সহজেই অনুমান করা যাইত। এখনও এখানকার প্রাজ্ঞ বয়োবৃদ্ধগণের মুখে সেই প্রাচীন প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় (১)।

কিন্তু এই সৌভাগ্য বহুদিন স্থায়ী হইল না। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সহিত ফলিত জ্যোতিষের প্রভাব প্রতিপত্তি কমিয়া যাইয়া পুরুষানুক্রমিক জ্যোতিষীগণ ক্রমে বৃত্তিহীন হওয়ায় তাঁহারা "দারিদ্র্যোদোষো গুণরাশি নাশী" হইল। নবদ্বীপের স্বনামধন্য প্রাচীন নৈয়ায়িক পণ্ডিত "বুনো" রামনাথের ভাগ্যে তেঁতুল সিদ্ধ ভাতও যেমন সবদিন জুটিত না, অচ্যুত বংশীয় পণ্ডিত কাহাবও কাহারও ভাগ্যে শেষে তাহাই ঘটিল। বেশীদিনের কথা নয় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বেলুড় নিবাসী ভাগ্যবান্ রামচন্দ্র আচার্য্য ইংরাজী শিখিয়া যখন বড়লাটের দেওয়ান হইলেন আর আত্মীয় চণ্ডীচরণ তর্কভূষণ মহাপণ্ডিত হইয়াও বা কিছুই পারিলেন না, তখন এখানকার সজ্জন সমাজে লক্ষ্মী বিবাদে ভাগ্য বিড়ম্বনার এই সত্য কথাটা উপকথার মত হইয়া রহিল যে,—

"চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়োয়, রামা চড়ে ঘোড়া,
লেখা পড়া ঘোড়ার ডিম, কপাল মন্দ মা।

আচার্য্য জ্যোতিষীগণের বালীতে দুইটি ও বেলুড়ে একটি টোল

(১) বালীর স্বনামধন্য রায় অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর লেখককে বলিয়াছেন যে ১৮৮৩ খ্রী: অঃ ছোটলাট Sir Rivers Thompson বালীগ্রামে আগমনোপলক্ষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কিজন্য বালীর নাম প্রসিদ্ধ? উত্তরে রায় বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, এই সব বিষযে বালী প্রসিদ্ধ—১ম ৺কল্যাণেশ্বর শিবলিঙ্গ, ২য় ধর্ম্ম বিষয়ে ব্রাহ্মণসমাজ, বিশেষতঃ এমন এক শ্রেণী জ্যোতিষ ব্রাহ্মণদিগের এখানকার একজন পূর্ব্বপুরুষ গণনা বলে শনিগ্রহকে মর্ত্তে আনিয়াছিলেন। লাট সাহেব অচ্যুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্মিত হয়েন।

ছিল। এই টোল তিনটিতে ব্রাহ্মণ সন্তানগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। অচ্যুত বংশীয় সনাতন বিদ্যাবাগীশের টোলে কতকগুলি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতেন। তৎমধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যানিধির নাম এ অঞ্চলে সুপরিচিত। ইনি অচ্যুত প্রতিষ্ঠিত বালী মতের পঞ্জিকাকারগণের শেষ গণক বলিলেই হয়—কেননা ইঁহার পর বালীর আর কোন জ্যোতিষী পঞ্জিকা প্রনয়ন করেন নাই। হায় অচ্যুত! তোমার বংশের এখন কাহারও কাহারও দুর্দ্দশাও এমন চূড়ান্ত হইয়াছে যে, দেখিলে চক্ষে জল আসে।

অচ্যুত বংশের পর আচার্য্য রায়বংশ বালীর ব্রাহ্মণ সমূহের অন্যতম। অনেক সুপণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহাদিগের রায় উপাধি নবরত্ন হইতে প্রাপ্ত এই গোঁসাঞের প্রপৌত্র তিতুপঞ্চানন ও তিতুর পৌত্র রাম হরি সিদ্ধান্ত সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। ইঁহারাও পূর্ব্বে জমিদার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি পাকা ভদ্রাসন করেন। তিতু পঞ্চাননের দ্বিতীয় পুত্র কালীপ্রসাদই নাকি সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র রাজ সরকারে Finance Department এ একজন উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

তাঁহার এক ক্রিয়া উপলক্ষে তদীয় ভবনে তৎকালীন লাট সাহেব শুভাগমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। রামচন্দ্রের পৌত্র যদুনাথ রায় বাহাদুর কলিকাতা ছোট আদালতের জজসাহেব ছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রাজেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় এখানে Dist & Sessions Judge ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ রায় B. L. একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল পরে Receiver হন। এই সকল পুত্রের মত উচ্চ পদলাভ দৃষ্টান্ত বালী গ্রামের ইতিহাসে বিরল। তিতু পঞ্চাননের পর বাৎস গোত্রজ দেশমুখ ও গৌতম গোত্রজ ওঝা বংশীয় গুরুপ্রসাদ নালুয়ায় বাস করেন। প্রথম বংশে বালীর প্রথম ডাক্তার মতিলাল ও শেষোক্ত বংশে "গরীবের মা বাপ" প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র আচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বড়লাট সাহেবের তোষাখানার দেওয়ান

ছিলেন। ইঁহার মুরুব্বিয়ানায় বেলুড়ের বহু ভদ্র সন্তান সিমালায় লাট সাহেবের দপ্তরে চাকুরী পাইয়াছিলেন। (১)। বড়লাট লর্ড লরেন্স রামচন্দ্র আচার্য্যকে সোনার ঘড়ি ও চেন পুরষ্কার দিয়াছিলেন। দানধ্যান সদনুষ্ঠানে ইনি একনিষ্ঠ ছিলেন। শ্রীরামপ্রসাদ বংশীয়দিগের বেলুড়ে খুব প্রতিপত্তি। এখানকার আচার্য্য বংশীর পণ্ডিতগণের বসবাস কালে পণ্ডিত ৺ভোলানাথ সরস্বতীর নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ছোট বৈনান গ্রামের ৺গোপাল চন্দ্র আচার্য্য এখানে বাস করিয়া স্বশ্রেণীর ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগকে জ্যোতিষ শিক্ষা দিতেন। পণ্ডিত ৺মিহির একজন প্রিয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছাত্র। পঞ্জিকা প্রণয়ন পরিহারের সহিত আচার্য্যদিগের দেশব্যাপী গৌরব লুপ্ত হইয়াছে। আলোচনা দ্বারা পণ্ডিত কার্ত্তিক চন্দ্র কাব্যতীর্থ ও অন্যান্য মেধাবী জ্যোতিষী নষ্টোদ্ধার করিতে পারিতেন।

বালীর আচায্যপাড়ায ৺পঞ্চানন্দ ঠাকুর পূর্ব্বে অচ্যুত বংশীয় দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তথা কাল হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ঐ মন্দিরে একটি বাসুদেব মূর্ত্তি, নবগ্রহ মূর্ত্তিও আছে। মূর্ত্তিগুলি বহু পুরাতন। দেখিলে পাঁচ ছয়শত বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয়।

বালী গ্রামের জন্মকাল হইতে প্রায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত সে সকল ভৌগোলিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াই আপাততঃ এই ইতিহাসের উপসংহার করিলাম।

---

(১) রাম বাবুর অনুগৃহীত বালীর ৺আদিত্য শঙ্কর।

আধুনিক বালী

শ্রীশীতাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১। ***পূর্ব্বাভাষ***—প্রায় ৬০/৬৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামের অন্যতম সু-সন্তান ৺নলিন চন্দ্র মিশ্র মহাশয় ব্যক্তিগত প্রয়াসে বৃহত্তর বালীর সন্নিহিত অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রামের উদ্ভব, সমাজ ও গোষ্ঠী জীবন সম্পর্কে নানা মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ এবং তাহাদের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বালীর ইতিহাসের কথা ও কাহিনী, তদানীন্তন সাধারণ পাঠাগার ও সাধারণী সভার সৌজন্যে জনসভায় আলোচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার গবেষণালব্ধ অমূল্য প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি অবজ্ঞায় ও উপেক্ষায় নষ্ট হইয়া যায। সম্প্রতি অতি ভঙ্গুর, জীর্ণ ও কীটদষ্ট একটি খাতা উদ্ধার করিয়া যতদূর সম্ভব পাঠোদ্ধার করিয়া এই পুস্তিকায় মুদ্রিত করা হইয়াছে।

২। গত প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যে বালীগ্রামের আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ঐ সময়ের শিক্ষাভাবনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা পরিবেশের রূপরেখা দিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। ইহা নলিনবাবুর ইতিহাসের পরিপূরক ও পরিশিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

৩। ***প্রাচীনত্ব***—১৫ শতকে লিখিত কবিরামকৃত সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে শিবপুর, বালী, শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর এবং কলিকাতার কিছু অংশ গঙ্গা সরস্বতী নদীর একুশ যোজন পরিমিত 'কলকিলা' ভূমি অর্থাৎ নদীগর্ভ ও জলাভূমি উদ্ভূত বাদা জমির অন্তর্গত ছিল।

৪। বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক ফার্গুসান সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া নলিনবাবু অনুমান করেন যে, **"কলিকাতার উত্তর পশ্চিম পরপারস্থিত বালীগ্রাম কলিকাতা ভূভাগের একটু আগে সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে উদ্ভূত হইয়া সপ্তম শতক হইতে মনুষ্যবাসের উপযোগী হইয়াছে।"**

আধুনিক কালে পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ে অন্যতম প্রধান গবেষক বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেন—"মনে হয় গঙ্গার প্রাচীন খাতের উপরই এই সকল জনপদ (বালী, বেলুড় ও সন্নিহিত গ্রাম) গড়িয়া উঠিয়াছে, গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনেই সম্ভব হইয়াছে এবং খুব সম্ভব পাঁচ-সাত শত বৎসর হইবে।"

৫। বালীর পারিবারিক বংশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিনা দ্বিধায় এই মন্তব্য স্বীকার করা যায় না। ১২/১৩ পুরুষ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবার এখনও অব্যাহত বাস করিতেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তাহার বহুপূর্ব্বে আদিবাসী, জেলে, বাগ্দী প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীর বাস ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং বালীগ্রামের উদ্ভবকাল ১৪ শতকের পূর্ব্বে অনুমান করা অন্যায় নয়। ১৬ শতকেও ঘটকেরা ভাগীরথী তীরে রাঢ়ী কুলীনদের অভিজাত সমাজ গ্রামের উল্লেখে জানিতেন যে—

ফুলিয়া বেতাড়া ক্রমে বালী আদিস্থান।
ভাগীরথী দুকুল দ্বিজে দীপ্যমান॥

১৪৮০ খ্রীঃ কুলীন ব্রাহ্মণদের মেল প্রবর্ত্তনের সময় বালীতে ব্রাহ্মণদের সুসংবদ্ধ বাস ছিল—তার প্রমাণ যে ছয়টি গ্রামের নাম অনুসারে মেলের নামকরণ হয় বালী তাহার অন্যতম। যথা

ফুলিয়া খড়দো বাঙ্গালো বালী সঙ্গকঃ।
গড়িয়া খড়িমৌ মেলা প্রকৃতি গ্রাম নামতঃ॥

৬। উচ্চবর্ণের নিম্নমধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ও প্রাধান্য বর্ত্তমান যুগেও সুস্পষ্ট। বর্ত্তমান কালে শিল্প ও কলকারখানার সম্প্রসারণ এবং দেশ বিভাগের পর বাস্তুহারাদের অনুপ্রবেশ প্রভৃতি নানা কারণে গ্রামের পুরাতন ঐতিহ্যধারা সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেও মৌলিক বিবর্ত্তন হয় নাই।

৭। ***বসতি বিন্যাস***—আদিপর্ব্বে অধিবাসী ও বসতি বিন্যাস সম্পর্কে ঐতিহাসিক পাথরে প্রমাণ না পাইলেও দ্বিতীয় পর্ব্বে অর্থাৎ কায়স্থ ব্রাহ্মণদিগের আগমন হইতে নির্ভরযোগ্য তথ্য

প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৫ শতকের পূর্ব্বাহ্নে ভাগীরথীর প্রশান্ত পরিবেশ এবং ধর্মীয় ভাবনা প্রধানতঃ উচ্চবর্ণদের প্রলুব্ধ করে। দত্ত, ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থ; আচার্য্য পাঠক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী এবং তারপর অল্প সময়ের ব্যবধানে রাঢ়ী চৈতল গোঁসাই, বাঁড়ুয্যে বা শ্রোত্রীয় চক্রবর্ত্তী ডিংসাই প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শ্রেণী গ্রামে অনুপ্রবেশ করে। ধীরে ধীরে তাঁহারা দৌহিত্র, আত্মীয়, কুটুম্ব, গুরু, পুরোহিত এবং সেবক সম্প্রদায়ের নিজেদের নিকট বসবাসের সুযোগ সুবিধা দিয়া গোষ্ঠীর পুষ্টি সাধন করেন।

৮। এই অনুপ্রবেশ অতি ধীরে ও মন্থর গতিতে দেশ বিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কখনও অল্প সময়ের ব্যবধানে বহুলোকের আগমন ঘটে নাই। গত দুইশত বৎসরের পারিবারিক বংশতালিকা পর্যালোচনায় দেখা যাইবে নিঃসম্পর্কীয় বা সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন পরিবার হঠাৎ আসে নাই।

বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর আগমনের কালানুগ ক্রম অনুমান করা যাইতে পারে : –

ক) বর্ণব্রাহ্মণ—গ্রহবিপ্র আচার্য্য।
খ) শ্রোত্রীয়–পাঠক, চক্রবর্ত্তী, সরখেল প্রভৃতি।
গ) রাঢ়ীকুলীন—চৈতল, গোঁসাই, বাঁড়ুয্যে, গাঙ্গুলী প্রভৃতি।
ঘ) বারেন্দ্র–ভাদুড়ি, সান্যাল, মৈত্র, বাগচী প্রভৃতি।

৯। বসতি বিন্যাসেরও পূর্ব্বাপর একটি ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। নবাগতের গোষ্ঠী ও পেশা অনুসারে প্রধানতঃ বিভিন্ন এলাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং সমাজে অবজ্ঞাত শ্রেণী গ্রামের প্রান্তে উপান্তে সরিয়া যাইলেও নিষ্ঠাবান উচ্চবর্ণের এলাকায় তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থান বিরল ছিল না।

বর্ত্তমানের প্রথম দুই দশক অবধি এই ধারা অব্যাহত ছিল। শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, শিক্ষার বিস্তার, জীবিকার্জনে নানাপথ এবং দেশবিভাগ প্রভৃতি কারণে অধুনা জনসংখ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বসতি বিন্যাসের প্রাচীন ধারাও অব্যাহত নাই।

১০। ১৬ শতকে সরস্বতী নদী মজিয়া যাইলে গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথীর (হুগলী) ধারায় প্রবাহিত হয। ১৭ শতকেব মধ্যভাগ হইতেই বিদেশী বণিকেবা ভাগীরথীর পথে তৎকালীন প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র সপ্তগ্রামে যাতাযাত আরম্ভ করে। পথে নদীতীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠি স্থাপন করে। আধুনিক পশ্চিম বাংলার তথা ভারতেব রাষ্ট্রীয ও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ইতিহাসে এই সকল অবজ্ঞাত অর্ব্বাচীন ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদগুলির অবদান অতিশয গুরুত্বপূর্ণ। বালীতে প্রত্যক্ষ বিদেশী সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি সত্য কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর ইংবাজ শক্তিব প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পায়। ই রেজেব প্রধান কেন্দ্র অদূরবর্ত্তী কলিকাতার সহিত বালীব যোগাযোগ ধীবে ধীবে ঘনিষ্ঠতর হয। কলিকাতাব প্রভাব ও শিক্ষা-দীক্ষা-ধারা, উৎসব অনুষ্ঠান, হুজগ ফ্যাসান ক্রমে ক্রমে তৎকালীন বালীগ্রামে অতর্কিতে প্রবেশ কবে। ফলে ১৯ শতকেব প্রাবম্ভে বালীতে নতুন যুগেব সূচনা দেখা যায।

১১। *সংস্কৃত শিক্ষা*—ইংবেজ আগমনেব পূর্ব্বে বালী সংস্কৃত ও জ্যোতিষ চর্চ্চাব জন্য সুপবিচিত ছিল। বালীব বিদ্বৎ সমাজ সম্পকে সবকাবী গেজেট (১৯৭২) মন্তব্য কবিযাছেন— "The history of Bally Vidyat Samaj can be traced to the moghal period. There were several families given to scholarly persuit in the two villages (Bally, Belur).

১২। গ্রন্থকার—বিবল এব অসাধারণ মণীধীর আবির্ভাব হযনি সত্য কিন্তু গ্রাম্য টোল চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাব সুযোগ ছিল। ১৮২০ খ্রী: মধ্যে একাধিক বার কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সরকারী সমীক্ষায় ৩১টি টোলেব হিসাব দিয়াছেন, তাহার মধ্যে অন্তত: তিনটি বালীতে অবস্থিত ছিল। বে-সরকারী সূত্রে জানা যায় যে, বালী বেলুড়ে ১৮৬০-৮০ মধ্যে অন্তত: ৩০টি টোল চতুষ্পাঠী ছিল। বালী পৌর সভার বার্ষিক বিবরণী হইতে

জানা যায় যে ছাত্রসংখ্যা অতি নগণ্য এবং সাময়িক (Casual) হইলেও পৌরসভা এখনও ৫।৬টি টোলকে বার্ষিক অনুদান দিয়া থাকেন।

১৩। *ইংরেজি শিক্ষা*—১৮২০ সালে কলিকাতায় হিন্দু স্কুল স্থাপিত হইবার পর এই অঞ্চলে পাশ্চাত্য ধারায় ইংরেজি পাঠকেন্দ্র দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ইংরেজিনবীশের আর্থিক ও সামাজিক আভিজাত্য দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সংস্কৃত পাঠ ও পঠনের মর্যাদা ক্রমে হ্রাস হয়। ইংরাজি শিখিয়া এক প্রগতিশীল সমাজের উদ্ভব হয়। প্রথম যুগে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সনাতন পন্থী বালী সমাজে মিশনারীদের বিশেষ প্রভাব পড়ে নাই। ১৮২৪ সালে প্রকাশিত Society for the Promotion of Christian Knowledge, মিশনারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণীতে প্রকাশ তাঁহারা হাওড়া, সালিখা, ঘুসুড়ি ও বালী অঞ্চলে ছয়টি স্কুল পরিচালনা করতেন। বসুকাঠি ও বেলুড়ে মিশনারীদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বলিয়া জানা যায়—কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই বা বালীর গণমানসে তাহাদের বিশেষ প্রভাব পড়ে নাই।

১৪। ১৮৫০-৬০ খ্রীঃ মধ্যে সন্নিহিত কোন্নগর, উত্তরপাড়া সালিখা, এঁড়েদা, বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে প্রধানতঃ ধনী জমিদার কিংবা দু'একজন প্রগতিশীল অধিবাসীদের উৎসাহে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বালীগ্রামের সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীনপন্থী অভিভাবকগণও নিজ পরিবারের সন্তানকে সময়োপযোগী শিক্ষায় উৎসাহ দিয়াছেন। প্রায় বিশ বৎসর পরে বালীতে উচ্চ ইংরেজি স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের গ্রামে যখন ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ আসিল—তখন কলিকাতার প্রথম যুগের অস্থির ও উদ্দাম চঞ্চলতা স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। উত্তরপাড়া স্কুলে শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তত্রস্থ উদারহৃদয় জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর প্রদর্শিত পথে গ্রামকে নতুনদিনের উপযোগী করিয়া, শিক্ষা ও সমৃদ্ধির পথে, সমবেত চেষ্টায় উপনীত করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণী সভার প্রতিষ্ঠা হয়।

১৫। বালীর রক্ষণশীল সমাজ ইতিপূর্ব্বেই শিক্ষায় পাশ্চাত্য ধারা গ্রহণ করিয়াছিল। "সাধারণী সভা" ১৮৮৫ খ্রীঃ বালীতে প্রথম উচ্চ ইংরাজি স্কুল স্থাপন করে। গঙ্গাতীরে মহাসমারোহে লাটসাহেব বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। লাটসাহেবের নামানুসারে বিদ্যালয় রিভার্স টমসন স্কুল নামে অভিহিত হইল। সামান্য ইংরাজি শিখিয়া তখন বালীর ছেলেরা কলিকাতায় ছুটিল সহজ জীবিকার্জনের খোঁজে। দশ বৎসরের মধ্যে বালীগ্রাম স্বল্পবিত্ত কেরানী শহরে পরিণত হইল। স্বাধীনতার পর কৃতজ্ঞ দেশবাসী আধুনিক বালীর প্রধান রূপকার অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর (শান্তিরামবাবু) স্মৃতি, ভাবীকালে অম্লান রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে প্রথম ইংরাজি বিদ্যালয়টি উৎসর্গ করেন। সালিখা হইতে বালীখাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বহুকাল টমসন স্কুল একমাত্র উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় থাকায় উচ্চনীচ সকল পরিবারের সহিত স্কুলেব সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

১৬। টমসন স্কুলের পূর্ব্বে বেলুড় ও বালীতে দুইটি মধ্য বিদ্যালয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও স্থানীয় অধিবাসীদের সহায়তায় স্থাপিত হয়—নানা বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া ইহারা শতবর্ষ পূর্ণ করিয়া এক্ষণে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া নিজেদের অবলুপ্ত করিয়াছে। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন ব্যারাকপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এক্ষণে Junior High School এ পরিণত।

১৭। গত ৫০।৬০ বৎসর গ্রামে শিক্ষা বিস্তার ও বিদ্যালয় সুপরিচালনায় বঙ্গশিশু গোষ্ঠীর অসামান্য অবদান সর্ব্বজন স্বীকৃত। এই গোষ্ঠীর মূল উৎস, শতবর্ষ পূর্ব্বের এক অখ্যাত অতি নগন্য গুরুমশাই এর পাঠশালা। প্রাক স্বাধীনতা যুগে গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় প্রয়োজনে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে গুরুমশাই এর পাঠশালা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও জনপ্রিয় ছিল। হীনবল সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে, গ্রামের বৃহত্তর স্বার্থে কয়েকটি ক্ষুদ্র শিক্ষায়তন

যুগোপযোগী বলিষ্ঠ বিদ্যালয়ে রূপান্তর একাধিক ক্ষেত্রে হইয়াছে। অতি আধুনিক কালে বালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষা নিকেতন বিশেষ উল্লেখ দাবী করে। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য দুইটি পৃথক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় একাধিক বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বেলুড়ে গঠিত হইয়াছে।

নবযুগের সূচনা—উনিশ শতকের মধ্যপর্বে সন্নিহিত অঞ্চলে গ্রামকে নূতন দিনের উপযোগী করিয়া গঠন করিবার উদ্যোগ দেখা যায়। প্রথম সোপান হিসাবে স্থানীয় জমিদার বা অভিজাত ধনী ও প্রভাবশালী অধিবাসীদের অর্থানুকুল্যে উত্তরপাড়া, সালিখা, কোন্নগর, এঁড়েদা, বরানগর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বালীগ্রামে সামাজিক আভিজাত্য থাকিলেও কাঞ্চন কৌলিন্য ছিল না। রক্ষণশীল পরিবারের একদল তরুণ, উত্তরপাড়া বা কলিকাতায় ইংরাজি ইস্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া গ্রামে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইলেন। তখন সামান্য ইংরাজি শিখিলে শহরে সরকারী অফিসে বা বিদেশী বণিকদের কুঠিতে জীবিকার্জ্জনের নিত্য নূতন পথের আকর্ষণ হইয়াছে।

সাধারণী সভা—নবীন তরুণ গোষ্ঠী ১৮৮২ খ্রীঃ ধনী সম্প্রদায়ের দ্বারস্থ না হইয়া, সমবেত চেষ্টা ও সাধারণের সাহায্য এবং সহানুভূতি নির্ভর করিয়া, বালীর সকল শুভকর্মের পথিকৃৎ, সাধারণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। জন্ম সময়ে সভার উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধন, শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য, আর্ত্তের সেবা ও সুচিকিৎসার সুযোগ এবং অবকাশ রঞ্জনের নানা উপায় করা এবং মামলা মোকর্দ্দমা লাঘব কল্পে মালিশী করা।

পরবর্ত্তী ৬০।৭০ বৎসর, নবীন ও প্রবীনের পরম্পরায় সাধারণী সভা তাহাদের বিঘোষিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রামের নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রূপ দিয়াছে। "ভিক্ষার ঝুলি" লইয়া সভা বাহির হইলেন সাধারণ জনগণের দ্বারে—অচিরে

গ্রামে সৃজনধর্মী কর্মপ্রচেষ্টা সকল স্তরে প্রকাশ পাইল।

পৌর প্রতিষ্ঠান—সাধারণী সভার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য গ্রামে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৩ খ্রীঃ যখন বালীকে হাওড়া পৌর প্রতিষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হইল—তখন বালী ছিল ডোবা পুকুর, ঝোপ-জঙ্গল ঘেরা ক্ষুদ্র গ্রাম—জনসংখ্যা আনুমানিক চোদ্দ হাজার। দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চল জনবিরল—চোর ডাকাতির জন্য কুখ্যাত। গ্রামের অধিবাসীর অধিকাংশ রক্ষণশীল সনাতন পন্থী নিম্নমধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ। নিত্য দেবপূজা, বারমাসে তের পার্বন এবং শাস্ত্র ও জ্যোতিষ চর্চ্চায় ব্যস্ত।

১৮৮৩ খ্রীঃ ১১ জন মনোনীত সদস্য ও একজন Chairman লইয়া বালী পৌরসভা গঠিত হয়। সদস্যদের প্রথম সভাতে তৎকালীন অন্যান্য পৌরসভায় অনুসৃত জেলাশাসক বা সরকারী পদস্থ কর্মকর্ত্তার পরিবর্ত্তে স্থানীয় গণ্যমান্য কোন অধিবাসীকে চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। ঐ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত অতীব বলিষ্ঠ এবং সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। এক বৎসর পরে বেলুড় এলাকা বালীর সহিত যুক্ত হয় এবং সদস্য সংখ্যা ১১ হইতে ১৭ করা হয়। ১৯০৮ সনে লিলুয়া রেল কারখানা এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ছোট বড় কল কারখানা বেলুড় গঙ্গাতীরে স্থাপিত হওয়ায় বালী পৌর এলাকা বর্ত্তমানে শিল্প নগরের রূপ লইয়াছে। সরকারী ভাষ্যে বালী এখন উপসহর। নিম্নের হিসাবে জনস্ফীতির পরিচয় পাওয়া যায়—মূল অর্থাৎ পুরাতন এক দুই ওয়ার্ডে অগ্রগতি ধীর ও মন্থর।

বৎসর	ওয়ার্ড				মোট
	এক	দুই	তিন	চার	
১৯২১	৮৪৫২	৫৫৭১	২৯৩৫	৬২৫৩	১৩২১১
১৯৩১	৮৮৩১	৬৪১১	৪৪৪১	১০৬৬৪	৩০৩৪৭
১৯৫১	১৪৮৩৪	৭৩৪৮	১৭৪০৭	২৩৫৪৯	৬৩১৩৮
১৯৬১	১৫৮৪৪	১৮৭০৭	১৮২৯৭	৩০৮১৮ ১৮৫৮৪	১০২২৫০
১৯৭১					১০৯০৭৮

ইংরাজি শিক্ষালয়—সাধারণী সভার স্বর্ণযুগে ১৮৮৫ খ্রীঃ সভার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় বালীর প্রথম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন গত যুগের উত্তাপ স্তিমিত হইয়াছে। সনাতনপন্থী সমাজেও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার তৎকালীন আভিজাত্য উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ফলে টোল চতুষ্পাঠীর পাঠ হ্রাস পাইল—নব্য-শিক্ষিতেরা নতুন কেরানী সমাজ সৃষ্টি করিল। এই কেরানী সমাজই পরবর্ত্তী যুগে গ্রামের সকল কল্যাণ কর্মের ধারক ও বাহক।

টমসন স্কুলের পূর্ব্বে, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহধন্য দুইটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, বালী ও বেলুড়ে, সাধারণের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। নানা উত্থান পতনের বন্ধুর পথে শতবর্ষের প্রান্ত সীমায় পৌঁছিয়া, উভয় বিদ্যালয় গ্রামের বৃহত্তর স্বার্থে অপর দু'একটি হীনবল বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া পৃথক এবং স্বনির্ভর বেলুড় জুবিলি হাই এবং উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন সার্থক করিয়াছে। দেশ বিভাগের কিছু পূর্ব্বে ও পরে এই রকম সংযুক্তির দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান শিক্ষানিকেতন এবং বালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সমন্বয়ে দেখা যায়। গ্রামের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয় বারাকপুর জুনিয়ার হাইস্কুল শতবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে।

গত যুগে বালীর সমাজ বন্ধন দৃঢ় ছিল। সেই যুগে কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য পৃথক উচ্চ প্রাথমিক বা জুনিয়ার স্কুল গড়িয়া উঠিতে পারে নাই! গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সহশিক্ষার সুযোগ ছিল মাত্র। আধুনিক কালে স্ত্রী শিক্ষা প্রসার, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় বঙ্গ শিশু গোষ্ঠীর অবদান সকলে স্বীকার করেন। বঙ্গশিশু বিদ্যালয়ে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত মেয়েরা অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে পড়িত। ১৯৩৭ সালে স্বতন্ত্র এম-ই হইতে ১৯৫০ সালে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় রূপে অনুমোদন পায়। ১৯৩৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বালী কিংবা সন্নিহিত অঞ্চলে বালিকাদের উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না। ১৯৩৮ সালে মেকলে স্কুল এবং টমসন স্কুলে Part Time বালিকা বিভাগ সমন্বয় করিয়া

বালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গ্রামে বর্ত্তমানে ৯।১০টি উচ্চ ইংরাজি এবং ৪।৫টি মধ্য ইংরাজী স্কুল নিয়মিত শিক্ষাদানে রত আছে। সমবেত ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সাত-আট হাজারের অধিক অনুমান করা যায়। জনসাধারণের চেষ্টা ও সহযোগিতায় অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলি ৫০।৬০ বৎসরেব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার—শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অতি ঘনিষ্ঠ। বালীগ্রামের আধুনিক যুগ হইতে অর্থাৎ ১৮৮০-৮৫ হইতে গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় তরুণ ও অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থী'রা প্রধানতঃ অবসর বিনোদনেব জন্য অতি ক্ষুদ্র আলোচনা বা পাঠচক্র আয়োজন করিত, কেহই দীর্ঘজীবি হয় নাই বা লাইব্রেরী আন্দোলনে তাহাদের সুপরিকল্পিত বিশেষ ভূমিকা ছিল না। গত শতকের শেষ পর্ব্বে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সুসঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং সমগোষ্ঠী বা সন্নিহিত এলাকার লাইব্রেরী বা পাঠচক্রের সহিত মিলিত হইয়া নূতন নামে পৃথক সংস্থা পবিচালনা কবে। পুনরায় কালক্রমে একাধিকবার নূতনতর প্রতিষ্ঠানেব সমন্বয়ে, আধুনিক বালীর অভিজাত এবং জেলার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী, বালী ও বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্ম হইয়াছে।

দ্বিতীয় / তৃতীয় দশকে জাতীয় ভাব বন্যায় উদ্বুদ্ধ এবং বিপ্লবীদলের যুবকগণ দ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি ব্যায়াম কেন্দ্র (সাধারণের নিকট Ground বলিয়া সুপরিচিত) বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় ছিল। গ্রন্থাগার পদবাচ্য না হইলেও এই সকল ব্যায়াম কেন্দ্রের সহিত নির্ব্বাচিত এবং সীমিত পুস্তক সংগ্রহ থাকিত। গতযুগের ব্যায়াম কেন্দ্রগুলি (Ground) এখন অবলুপ্ত। গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাহাদের মূল্য যথাযথ নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ব্যায়াম কেন্দ্রের (Ground) ক্ষুদ্র পুস্তক সংগ্রহের পরিচয় ও গুরুত্ব, তৎকালীন চন্দ্রশেখর ক্লাব, কর্মাশ্রম, বাণী মন্দির প্রভৃতি সঙ্ঘে এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থাগার আন্দোলনে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে গ্রামের অন্যতম প্রধান শিশু

সমিতি কিংবা আশুতোষ লাইব্রেরী ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ১৯৪৭ খ্রীঃ পর দেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক চেতনার বহু পরিবর্ত্তন হয়। প্রাক স্বাধীনতা যুগের বহু বাধা ও অভিযোগ এখন দূর হইয়াছে—অর্থকৃচ্ছতা নাই। দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে প্রধানতঃ উৎসাহী তরুণদের পরিচালনায় একাধিক লাইব্রেরী অল্প কয়েক বৎসরেই দৃঢ় পদচিহ্ন রাখিয়াছে। এ সম্পর্কে মিলন পাঠাগার, পূর্ব্বাশা, সমর স্মৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাত্রা-অভিনয়—বর্ত্তমান শতকের প্রথম হইতেই বালীর "সখের যাত্রা"র অভিনয়ে খ্যাতি, কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী জনপদে সুপ্রচারিত ছিল। অল্প খরচে বহু লোকের মনতোষিনী এবং অবসর বিনোদনের প্রধান আকর্ষণ ছিল। বালীর শিক্ষিত সমাজ পুরাতন ইতিহাস ও পৌরানিক উপাখ্যান হইতে অভিনয় উপযোগী পালা লিখিতেন ; শাস্ত্রীয় সুর সঙ্গীত এই সকল অভিনয়ের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রথম পর্য্যায়ে শকুন্তলা, দানবদলনী, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি যাত্রা বহুদিন জনপ্রিয় ছিল। পরের যুগে বিভিন্ন দল পৌরানিক কাহিনী অবলম্বনে দল গঠন এবং অভিনয় করিয়া সাময়িক খ্যাতি অর্জন করেন কিন্তু পূর্ব্বযুগের শকুন্তলা বা বিদ্যাসুন্দর স্মৃতি ম্লান হয় নাই। উত্তর চল্লিশে নানা কারণে যাত্রার আঙ্গিক ও পরিবেশের পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একাধিক নূতন গোষ্ঠী, মহাপুরুষ জীবনী হইতে নাট্য উপাদান সংগ্রহ ও সার্থক রূপদান করেন। দ্বিতীয় দশক হইতে সংস্কৃতিবান এক শিক্ষিত গোষ্ঠী কয়েক বৎসর নিয়মিত রবীন্দ্র নাটকের সার্থক রূপায়ন করিয়া মফঃস্বলে দুঃসাহসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। স্বাধীনোত্তর যুগে যাত্রাভিনয়ের গৌরব স্তিমিত হইয়াছে।

শতকের প্রথম দশকে "গেইটি ক্লাব" তৎকালীন কলিকাতায় অভিনীত থিয়েটার, বালীতে মঞ্চস্থ করিতে আরম্ভ করেন। ২৫/৩০ বৎসর সফলতার সহিত প্রযোজনা করিলেও বালীর যাত্রার মত বহুদিন ব্যাপী জনপ্রিয়তা রক্ষা হয় নাই। তৃতীয় দশক হইতে

"সান্ধ্যসম্মিলনী" বালীতে নিয়মিত এবং উচ্চ পর্য্যায়ের মঞ্চ অভিনয়ের সূত্রপাত করে। কলিকাতা রঙ্গমঞ্চের খ্যাতিমান বহু নাট্যরসিকের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সান্ধ্য সম্মিলনী অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। কিন্তু সম্মিলনীর প্রধান রূপকারের মৃত্যুর পরেই সম্মিলনী লুপ্ত হইয়াছে।

খেলাধুলা- বর্ত্তমান শতকের প্রথম হইতে খেলাধূলা ও শরীরচর্চা ক্ষেত্রেও বালীগ্রামের সক্রিয় বৈশিষ্ট্য, গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্রীড়াঙ্গন বা Ground নামে পরিচিত শরীরচর্চা কেন্দ্রে প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু শরীরচর্চা নয়, চরিত্র গঠন, সমাজসেবা ও দেশহিতৈষনার মহান আদর্শ, এই সকল গ্রাউণ্ডের মাধ্যমে তরুণ/কিশোর মনে অনুপ্রেরণা দিত। জাতীয় ক্রীড়া, কপাটি খেলার প্রবর্ত্তন, প্রসার এবং সুষ্ঠু পরিচালনায় বালীর দান অবিস্মরণীয়। ১৯১৭-১৮ খ্রীঃ চন্দননগর ও বালীর মিলিত চেষ্টায় ও উৎসাহে খেলার নিয়মাবলী প্রস্তুত ও লিপিবদ্ধ হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে কপাটি খেলা সর্বভারতীয় অলিম্পিক গেমসের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। বালী চন্দননগর সঙ্কলিত মৌলিক নিয়মাবলী আধুনিক পরিবেশে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। কপাটি খেলায় এখন আর সে উৎসাহ দেখা না যাইলেও বর্ত্তমানে ৪।৫টি কপাটি ক্লাব আছে।

গঙ্গাবক্ষে নৌবাহন ও বাইচ খেলার প্রসার ও পরিচালনায় বালী প্রায় সব সময় অগ্রণী ভূমিকা লইয়াছে। বালীদলের প্রাধান্য বহুদিন অব্যাহত ছিল। উত্তর পঞ্চাশে নৌবাহন প্রায় সমূলে লুপ্ত।

পঞ্চাশ দশকে নিখিল বঙ্গ নৌবাহন প্রতিযোগিতা পরিকল্পনা ও পরিচালনায় বালীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বাঙ্গালীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ফুটবল খেলা বালীতে গত শতকের শেষপাদে দর্শন দেয়। ওয়েলিংটন ক্লাব ইহার প্রথম সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত অতি নিষ্ঠাভরে লালন পালন করিয়া আসিতেছে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ক্লাবের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া Bally

Atheletic Club রাখা হয়। তৃতীয় দশকে Diamond Jubilee Club কয়েক বৎসর ফুটবলের চর্চায় ও প্রসারে বিশেষ উৎসাহী ছিল।

জিমনাষ্টিক্স, কুস্তি প্রভৃতি অনুশীলন ও ক্রীড়া নৈপুণ্যে বালীর সুখ্যাতি তৃতীয় চতুর্থ দশকেও উচ্চমানের ছিল। আধুনিক কালে সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বালীর ছেলে-মেয়েদের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বদেশী ভাবনা—গ্রামে চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত লোকেরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাহাদের পরিবারের পোষ্যগণ দেশের কল্যাণ কামনা ও স্বদেশী ভাবনার ধারক ও বাহক। আধুনিক সংজ্ঞায় রাষ্ট্র ভাবনা গত শতকের শেষার্দ্ধেও প্রকাশ পায়নি। বর্ত্তমান শতকের প্রথম পাদে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বোধ হয় সর্বপ্রথম বালীতে স্বদেশী ভাবধারায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। পরের পর্য্যায়ে সন্ত্রাসবাদের সময় গ্রামের এক তরুণ গোষ্ঠী, দেশের শীর্ষ স্থানীয় বিপ্লবীদের সহিত গুপ্ত যোগাযোগ স্থাপন ও সংবাদ আদান প্রদান ব্যাপারে একান্ত সহায়ক হয়। এই যোগাযোগ কার্য্য এত গোপনে চলিত যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হইত না এবং তাহাদের গতিবিধি কেহ জানিতে পারিত না।

গান্ধীযুগে অসহযোগ আন্দোলন, মাদক দ্রব্য বর্জন, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড় প্রভৃতি সকল প্রকার আন্দোলনে বালীর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান। নিরীহ কেরানী পরিবারে বেপরোয়া হইয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়া হয়ত নানা কারণে সম্ভব হয় নাই—কিন্তু জাতীয় আন্দোলন সকল পর্য্যায়ে তাহাদের পদচিহ্ন আজও বর্ত্তমান।

গ্রামের গোষ্ঠী জীবনে গণতন্ত্রে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সর্বপ্রতিষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত। জনগণের সমবেত শুভেচ্ছা, সহায়তা এবং অর্থ সাহায্যে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্ম সম্ভব এবং পরিচালনায় গণতন্ত্র নীতি গৃহীত হইয়াছে। এখনও সেই ধারা সর্বত্র চলিতেছে।

আচারনিষ্ঠ ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুপ্রধান গ্রাম। নিত্য ও নৈমিত্তিক দেবপূজা, বারমাসে তেরপার্ব্বণ, ব্রতানুষ্ঠান, মেলা-উৎসব প্রায় প্রত্যেক পরিবারে, নানা অসুবিধা ও বিকৃত পরিবেশে, বর্ত্তমান কালেও অবশ্য পালনীয় মনে হয়। গৃহস্থ পরিবারে গত যুগের তুলনায় নিত্য নারায়ণ শিলা বা শিবপূজার সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে সত্য তথাচ ১৯৭০ খ্রীঃ স্থানীয় সমীক্ষায় (Sample Survey) দেখা যায় বর্ত্তমানেও প্রায় একশত শালগ্রাম শিলার এবং প্রায় তিনশত শিবলঙ্গ বা বানেশ্বর দেবালয়ে বা গৃহস্থের ঠাকুর ঘরে নিত্যপূজা হয়। প্রায় পঞ্চাশটি বাৎসরিক দুর্গাপূজা এবং অন্যূন ২০০।৩০০টি কালীপূজা হইয়া থাকে।

বাংলাদেশে পৌরাণিক দেবতার মধ্যে শিবপূজা বহু ব্যাপক এবং সর্বজন প্রিয়। গ্রামের পুরদেবতা অনাদিলিঙ্গ শিবের মাহাত্ম্য বহুদূর বিস্তৃত। সরকারী গেজেটের মন্তব্য **Shiva of Kalyaneswar is held in high esteem.** আধুনিক কালের সুপরিচিত গবেষক ও প্রশাসক অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি বিখ্যাত শিবের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে বালীর কল্যাণেশ্বর অন্যতম। কল্যাণেশ্বর ব্যতীত গত শতকের শেষ দুই দশকে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ৪।৫টি বাংলা আটচালা শৈলীর নাতিবৃহৎ মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নুতন বাঁধাঘাটে ঈশ্বর মুখোপাধ্যায়, বেলুড়ে রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাসবাড়ীতে পূর্ণচন্দ্র দাঁ, গোস্বামী পাড়ায় শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি, সেন পাড়ায় কোঙার ভ্রাতৃদ্বয় এবং সান্যালদের গৃহ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ও মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান শতকের প্রথমার্দ্ধে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রবণতা দেখা যায় না, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ৫।৭টি শিব প্রতিষ্ঠা ও অনাড়ম্বর মন্দির উৎসর্গের সংবাদ পাওয়া যায়। লৌকিক দেবতা পঞ্চানন, পৌরাণিক শিবের অপভ্রংশ। সম্প্রতি পঞ্চাননতলায় ছোট সুদৃশ্য

মন্দিরে লৌকিক দেবতাকে পৌরাণিক পঞ্চমুখ শিববিগ্রহে রূপায়িত করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান শতকে প্রধানতঃ সাধকের সাধনাস্থল, বাসগৃহে বা পৃথক দেবালয়ে ১০।১২টি শক্তি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যায়। অনেক স্থলে পরে সমবেত চেষ্টায় বিগ্রহ নির্ম্মিত বা সুসংস্কৃত হইয়াছে। শক্তি মূর্তিগুলি অধিকাংশই চিরপরিচিত দক্ষিণাকালি বিগ্রহ। কৃষ্ণকালি, ত্রিপুরেশ্বরী, মগধেশ্বরী প্রভৃতি বিগ্রহ-মূর্তিও অপরিচিত নয়। পারিবারিক শক্তি বিগ্রহ হিসাবে রায় মহাশয়দের অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা এবং হাজরাদের জগদ্ধাত্রী প্রাচীন ও বিশেষ উল্লেখ দাবী করে।

গত শতকে বৈষ্ণব পূজানুষ্ঠান বিশেষ প্রাধান্য পায় নাই। ১২৯৭ সালে পূর্ণচন্দ্র দাঁ গঙ্গাতীরে রাসবাড়ী প্রাঙ্গণে বৃহৎ পঞ্চরত্ন মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য দেবসেবা ও বৈষ্ণব অনুষ্ঠান ও মেলা ও উৎসবের আয়োজন করেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একাধিক মঠ, আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার পর রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই, গোপাল প্রভৃতি বৈষ্ণব বিগ্রহ পূজানুষ্ঠান বৃদ্ধি পাইয়াছে। মঠ-আশ্রম ব্যতীত গৃহস্থ পরিবারে প্রধানতঃ অষ্ট ধাতু নির্মিত ১৫।১৬টি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। সম্প্রতি প্রবীনা মহিলাদের মধ্যে ছোট বালগোপাল বিগ্রহ পূজার্চ্চনা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

পৌরাণিক দেবতার সহিত লৌকিক দেবতা, শীতলা, পঞ্চানন, মনসা, ষষ্ঠী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি গৃহস্থের ঠাকুর ঘরে ঘট বা প্রতীক আকারে বিশেষ স্থান অধিকার করে। সাধারণতঃ এই সকল লৌকিক দেবতা উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করেন এবং নিত্য পূজানুষ্ঠান সাধারণতঃ হয় না।

কয়েকটি ক্ষেত্রে লৌকিক দেবতার পাষাণ বিগ্রহ নিত্য আনুষ্ঠানিক পূজা প্রচলিত আছে। যথা—

১) বিবেকানন্দ পুলের নিকট সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত যোগাসনে উপবিষ্ট পঞ্চমুখ শিব। প্রাচীন 'পঞ্চানন' শিলাখণ্ড এখন ঐ স্থানে রক্ষিত আছে।

২) পদ্মবাবু রোডে সবাহনা মেঘবর্ণা শীতলা দেবী।

৩) যদুনাথ রায় রোডে সর্পভূষণা মনসা দেবী।

৪) সাঁপুই পাড়ায় অশ্বারোহে পঞ্চানন।

৫) পাল পাড়ায় দণ্ডায়মান পঞ্চানন।

৬) মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় লেনে পদ্মাসনে উপবিষ্ট শিব।

গ্রামের রক্ষণশীল পরিবেশে ধর্মীয় অনুষ্টান ও সামাজিক ব্যবহারে যথেষ্ট উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইয়াছে। কল্যাণেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন দেওয়ান গাজীর দরগা পরমথ সহিষ্ণুতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সদ্য স্নাত হিন্দু মহিলারা কল্যাণেশ্বর শিব মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দরগায় শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করেন। পরিবারের শুভাশুভ ঘটনায পীরের সিন্নী মানত করেন।

পৌরানিক দেবতার সহিত লৌকিক দেবতার সহ অবস্থান পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অহিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যায় অতি নগন্য হইলেও গ্রামে কয়েকটি মসজিদ, পীরের দরগা এবং একাধিক শিখ গুরুদ্বার অথবা জৈন ভজনালয় আছে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিশ্বাস ও রীতি অনুসারে নিয়মিত ভজন সাধন হয়। উৎসবে ও বিশেষ অনুষ্ঠানে স্থানীয় অধিবাসীরা সাগ্রহে যোগ দেন।

—০—

অতীত বালীতে শরীর চর্চা—কুস্তি

—শ্রীবিজয় রায়

ইতিহাস কথা বলে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। স্বাভাবিক নিয়মেই তার বিবর্তন-আবর্তন। কিন্তু তাহলেও ইতিহাস জানাও যেমন দরকার, জানানোও দরকার তেমনি।

বালীর ইতিহাসের সম্পর্কে বলছি। বলছি সেই ইতিহাসের সামান্যতম একটি সূত্রের। সূত্রটি বালীর খেলাধূলা সম্পর্কে।

মুখে মুখে রটনা অনেক, কিন্তু ঘটনার সঠিক সন্ধান মেলা ভার। খেলাধূলা নিয়ে বালীতে মাতামাতি, ঝাঁপাঝাঁপি সুস্পষ্টভাবে অনেকেরই মনে আছে বছর পঞ্চাশ থেকে। তখন খেলা বাড়তে শুরু করেছে। খেলার প্রতি বাড়ছে অনুরাগ, খেলার উপকরণ বাড়ছে, ফলে খেলার সঙ্গী সাথী যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি সঙ্ঘ সমিতিও তৈরী হচ্ছে। শারীরিক বল বাড়াবার জন্যেই তো খেলাধূলা !

এই শারীর শক্তি বাড়াতে বালীতে অতীতে কি খেলা ছিল ?

প্রশ্নের জবাব সবই ভাসা ভাসা। অনেকের মন্তব্য : বালীতে খেলাধূলার চর্চা বড় একটা ছিল না। "কাগজ, কলম, কালি—এই তিন নিয়ে বালী।" তাই তাঁদের অনুমান, লেখাপড়া আর লেখাপড়ার কাজই ছিল বালীর লোকের প্রধান অবলম্বন। হয়তো তাই। কিন্তু তা আজকে সত্য নয়। তবে এটা ঠিক বালীতে অতীত দিন থেকেই পড়ুয়া বা পড়াশোনার কাজ করার লোকই ছিল বেশি। 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল'—কথাটার গুরুত্বও বালী সম্পর্কে বেশ প্রযোজ্য। পুর্ণার্থের প্রয়োজনেই বালীর দিকে অনেকেই ছুটে এসেছিলেন। শাস্ত্র চর্চা, ধর্মালোচনা, ভক্তিমার্গের বোধ-বিকাশে অনেকে জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন এখানে।

তাই খেলাধূলার প্রকাশ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে হয়তো কমই। নিদেন পক্ষে অতীত দিনে সেনাবিভাগ বা যুদ্ধ সংক্রান্ত

কাজে লিপ্ত ছিলেন এমন কোন তথ্যও বড় একটা মেলে না।

তাহ'লে বালীতে কি খেলাধুলা বা শারীর চর্চা ছিল না? খুব অতীত দিন সম্পর্কেই বলা যায় তখনও শারীর চর্চা ছিল, তবে তা অত্যন্ত পরোক্ষভাবে। সাধারণ দৃষ্টিতে তা শারীর চর্চা বলে মনে না হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অবশ্য তা এই চর্চারই নিগূঢ় অবস্থা।

ব্রাহ্মণ প্রধান এই বালী গ্রামে শাস্ত্রীয় অনুশাসনে মানুষজন দিনাতিপাত করতেন। পূজা-পাঠ ইত্যাদি তখন ছিল। মহানদীর তীরে থেকে নদী স্নানও ছিল সম্ভবতঃ নিত্য দিনের। জপ তপ, পূজা পাঠের সঙ্গে প্রাণায়াম প্রসঙ্গ প্রযুক্ত। নিত্য নদী স্নানেও ছিল শরীরে প্রতিক্রিয়া। এছাড়া যানবাহন বিরল গ্রাম থেকে মানুষ যা কিছু করতেন হাঁটা পথকেই তাতে প্রাধান্য দিতে হতো। এর ফলে শারীর চর্চার কাজ হওয়া স্বাভাবিক—একথা বলাই বাহুল্য।

এ সব তর্কতত্ত্বের কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অবিশ্বাসের নিশ্চয়ই নয় যে গ্রামের মানুষ জীবন জীবিকার প্রয়োজনেই হোক আর প্রকৃতির অমোঘ নীতিতেই হোক হাত-পা চালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতেন। তাতে বাঁশ কেটে, জঙ্গল সাফ করে, মাটি কেটে, ইট বানিয়ে, ক্ষেতে সবজি ফলিয়ে, হাতে লাঠি-টাঙ্গি নিয়ে পরোক্ষ প্রত্যক্ষ আত্মরক্ষায় আত্মস্থ থাকতে হ'ত। ব্যায়াম বা খেলাধুলোর অন্য কোন প্রযুক্তির প্রসঙ্গ অবশ্যই তার আরো পরে।

প্রয়োজন দেখা দিয়েছে প্রত্যক্ষ শারীর চর্চার ক্রমে। আত্ম-রক্ষায়, পররক্ষায়। শখ যেমন ছিল, অর্থনৈতিক প্রয়োজনও ছিল।

অনেকের অনুমান বালীতে ফুটবল ও অন্যান্য ক্রীড়াদির প্রচলন ১৮৮৮ বা ১৮৯০ সালে। সত্য মিথ্যার বিচারে না গিয়ে একথা অবশ্যই বলা চলে বালী গ্রামে সাঁতার, কুস্তি, লাঠি খেলা ইত্যাদির প্রচলন আরো অনেক আগে থেকে। শুধু প্রচলনের কথা কেন তখন কুস্তিতে বালীবাসীর প্রতিষ্ঠার প্রামাণিক তথ্যও আছে।

সমাচার দর্পণে ১৮৩৬ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর হাওড়া বালি অঞ্চলের একজন কুস্তিগীর সম্পর্কে সংবাদ বেরিয়েছিল :

'সংপ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী বালি নামক গ্রামে অভিনব জনৈক কুস্তিগীর মহেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুস্তিগীর বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্বিস্তারে বর্ণন বাহুল্য যে হউক কিন্তু এতদ্রূপ বলবান ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্ব সাধারণকে বিশেষ এ সকল বিদ্যাতে সুপণ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবশ্য কর্তব্য। অস্মাদাদির বোধ হয় যে এতৎ প্রদেশস্থ অতি বিখ্যাত রাধা গোয়ালা ও তাহার পুত্রদ্বয় এবং আর আর বিলক্ষণ বলবান ও যাঁহারা এমত কুস্তিগীর কার্য্যে প্রকৃত দক্ষ এমত ব্যক্তি-দিগকেও তিনি সম্পুর্ন্নরূপে পরাভব করিয়া দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত্য শিক্ষা দিতে পারেন এবং কুস্তি করিলে যে যে কার্য নিষেধ এবং যে সকল কর্ম বিধেয় তাহা তিনি প্রকৃষ্টরূপে অবগত আছেন এইক্ষণে যে কেহ উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে অথবা এতদ্বিষয়ের কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থনা রাখেন তবে তিনি নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিলে অথবা লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্য তাবদ্বৃত্তান্তবগত হইতে পারিবেন। এবং এতন্মহা-নগরস্থ তাবদৈশ্চর্যাশালী মহাশয়েরদিগের প্রতি অস্মাদাদির বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন এই যে, যে কোন মহাশয় স্বীয় স্বীয় বর্হিদ্বারে সমূহ বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিরদিগকে দ্বারপালত্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন যদ্যপি তাহারদিগের দ্বারা ঐ পুর্বোক্ত নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষা লইতে মনস্থ করেন তবে অনুগ্রহ পূর্বক ঐ বালি গ্রামের দক্ষিণ পল্লীস্থ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী অথবা শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটে লিপি প্রেরণ করিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া ঐ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মহাশয়ের সমীপস্থ করিব···।'

তাই আজ অবশ্যই বলা যেতে পারে কুস্তি বালীগ্রামের এক আদি খেলা। ব্যায়াম চর্চার এক আদিম উপযোজন। বালীর প্রায় দেড়শত বছরের খেলার ইতিহাসের এই উজ্জ্বলতর তথ্যটি মেলার পর পরবর্তী কালের ঘটনা প্রবাহ জানার ইচ্ছা জাগতে পারে! ইতিহাস নিশ্চয়ই এখানে মূক নয়। অনুসন্ধান সূত্রের রেশ টানার এখনও প্রয়োজন রয়েছে।

৺নলিন চন্দ্র মিশ্র স্মরণে

(বালী সাধারণ পাঠাগার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ তারিখে প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী সভায় সভাপতি শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণ)

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And departing leave behind us
Footprints on the sands of time"

এই স্মৃতি সভায় নলিনবাবুর স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিয়া কালের বেলা ভূমিতে স্বর্গগত বন্ধুগণের ত্যক্ত পদ চিহ্ন স্মরণ পূর্ব্বক যদি আমরা আমাদিগের ভবিষ্যৎ জীবন উন্নত করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমার মনে হয় তাঁর স্মৃতি সভার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

আজ এই সভায় নলিনবাবুর বন্ধু তর্পণ করিতে আসিয়া যে সকল কথা আমার হৃদিপথে জাগরূক হইয়া মনকে বিষাদের ঘন ছায়ায় সমাচ্ছন্ন করিতেছে তাহা আমি আপনাদের সমক্ষে না বলিয়া থাকিতে পারি না। আমাদের এই বালী নগরী অতি অল্পকাল মধ্যে যে সকল স্বনামধন্য মহাপুরুষকে হারাইয়াছে তাহা স্মরণ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আজ এ স্মৃতি সভায় যে সকল মনীষিগণের উপস্থিতি অদ্যকার সভায় কার্য্যে গৌরব প্রদান করিত সেই সকল চির পরিচিত বদন আর আমরা দেখিতে পাইব না। নীরব সাহিত্য সেবী সাতকড়ি গোস্বামী ইহলোকে নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার দেশের ও দশের কার্য্যে অগ্রণী, সাহিত্য সেবী মনোমোহন গোস্বামী লোকান্তরিত। বাংলার সুসন্তান বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকে, পরম সুরসিক সঙ্গীতজ্ঞ সাহিত্যসেবী নিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহাশয় লোকান্তর প্রাপ্ত এবং পূর্ব্বোক্ত মনীষিদিগের শোকবেগ প্রশমিত

না হইতেই অন্যতম কর্ম্মী গ্রামের সুসন্তান আমাদিগের ঘনিষ্ট বন্ধু নলিন চন্দ্র মিশ্র মহাশয় আজ পরলোকে। সেই সাহিত্য সেবী আনন্দমুখর বন্ধুরা যে অমর দেশে চলিয়া গিয়াছেন সে দেশের প্রান্ত হইতে পান্থ নাহি ফেরে।

পাঠাগারের সভ্যগণ যখন আমাকে বলিলেন যে, তাঁহারা নলিনবাবুর জন্য স্মৃতি সভার আয়োজন করিতেছেন তখন দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না, এই প্রবাদ বাক্যের যথার্থ্য আমার মনে পড়িল। তাঁহার জীবনে আমরা তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারি নাই। কর্ত্তব্যের কশাঘাতে আমাদিগের মধ্যে সেই বিবেক উদিত হইয়াছে যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আজ আমরা আমাদিগের প্রত্যবায়ের কথঞ্চিত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। আজ আর আমাদিগের বুঝিতে বিলম্ব হইতেছে না যে, আমাদিগের মধ্যে নলিনবাবুর আসন কোথায় ছিল, তিনি আমাদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে যে শ্রদ্ধার বেদী রচনা করিয়া গিয়াছেন আজ আমরা সেই বেদীতে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে আমাদিগের কর্ত্তব্যের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব।

সুদূর অতীতের অনেক কথাই আজ মনে পড়িতেছে। অনেক কর্ম্মক্ষেত্রে একত্রে মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়াছি। আমাদের গ্রামে এমন সভা সমিতি ছিলনা বলিলেই হয় যাহাতে নলিনবাবুর নিমন্ত্রণ হইত না। সকল সভা সমিতিতে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়া এবং বালক, বৃদ্ধ সকলেরই সহিত সমভাবে মিলিত হইয়া দেশের ও দশের কার্য্যে যেরূপভাবে আত্মোৎসর্গ করিতেন তাহা বর্ত্তমান কালের সকলেরই অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। এক কথায় নলিনবাবুর বিবরণ দিতে হইলে বলিতে হয় তিনি প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, সুরসিক, জ্ঞানী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্বদেশহিতৈষী, সাহিত্য-সেবী, বক্তা, কবি ও ধার্মিক ছিলেন। আমার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন

না। বয়সে আমা অপেক্ষা অগ্রণী হইলেও তিনি কিয়ৎকাল আইন বিদ্যালয়ে আমার সতীর্থ ছিলেন এবং আজ যে আপনারা তাঁহারই স্মৃতি সভায় তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিবার সুযোগ আমাকে প্রদান করিয়াছেন তার জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

নলিনবাবু বালী গ্রামের দেশবিশ্রুত আচার্য্য বংশের সুসন্তান। বাল্যকালে তিনি দারিদ্র্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে আত্মনির্ভরতা বাল্যকাল হইতে বদ্ধমূল ছিল। নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেশের ও দশের নানা কার্য্যে যোগদান করিয়া যাহা ভাল হয় বুঝিতেন তাহাই করিতেন, কখনও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে যদিচ তাঁহার সঙ্গে নানা কার্য্যে বিংশতি বৎসর মিলিত ছিলাম কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁগার সহিত আমার মতের মিল ছিল না। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে তাঁহার সহিত মতান্তর হইলেও কখনও আমার সহিত মনান্তর হয় নাই। আমি যতদূর জানি কাহারও সহিত মতান্তর হইয়া মনান্তর হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণের কার্য্যে মতান্তর হইলে বিষয়ান্তরে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়, কিন্তু নলিনবাবু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না।

প্রবাদ আছে সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিলে মা লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করা কঠিন হয়। একথা নলিনবাবুর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তিনি যেরূপ শিক্ষিত গুণী ছিলেন তাঁহার অর্থ সমাগম তাদৃশ ছিল না। হেমচন্দ্র যথার্থই গাহিয়াছেন ঃ—

"হায় মা ভারতী চিরদিন ভরে
তোর এ কুখ্যাতি রবে ;
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই যে দরিদ্র হবে।"

নলিনবাবুর গুণাবলী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠাগারের সভ্যগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সুতরাং আমি বিস্তৃতভাবে সে সকল বিষয়ের অবতারণা করিতে চাহি না। বন্ধুবান্ধবগণকে কাঁদাইয়া, আত্মীয়

স্বজনগণকে বিষাদ সাগরে ভাসাইয়া নলিন চন্দ্র নশ্বর জগৎ হইতে চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছেন। কালের কুটিল আবর্ত্তনে যাহা যাইতেছে তাহার ন্যায় আর কিছু আসিতেছে না। নলিন চন্দ্রের ন্যায় নানা সদ্‌গুণের আধার, দেশহিতে আত্মোৎসর্গী, স্বার্থত্যাগী, ন্যায়নিষ্ঠ কর্ম্মবীর আমাদের গ্রামে কবে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহা বলিতে পারি না। বালী গ্রামের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার জন্য নলিন চন্দ্র যে পরিশ্রম করিয়া অতি পুরাতন কাহিনী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন সেই ইতিহাসই নলিনচন্দ্রের অবিনশ্বর কীর্ত্তি এবং আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি বালী গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহার নিকট এ বিষয়ে ঋণী। এ ঋণ অপরিশোধনীয়। তাহা হইলেও পাঠাগার হইতে সভ্যগণের ও নলিনবাবুর বন্ধুগণের শক্তি অনুসারে তাঁহারা নলিনচন্দ্রের স্মৃতি পূজার জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন আসুন আমরা সকলে সেই কার্য্যে যোগদান করিয়া বন্ধুকৃত্য সমাপন করি।

✓নলিন চন্দ্র মিশ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(১৩৩০ সালে বালী সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক প্রথম স্মৃতিসভায় প্রচারিত)

১২৮১ সালে ১৫ই আষাঢ়, ইং ১৮৭৪ সালের জুন মাসে বালী গ্রামের মিশ্র পরিবারে নলিনচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাণিক চন্দ্র মিশ্র। নলিনচন্দ্র ধনীর সন্তান ছিলেন না। তাঁহার পিতা চিকিৎসাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি মিষ্টভাষী ও সরল প্রকৃতির নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন।

নলিনচন্দ্র বাল্যকালে স্থানীয় বঙ্গ বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া রির্ভাস টমসন স্কুলে অধ্যয়ন করেন। উচ্চ শ্রেণীগুলিতে অধ্যয়নকালে সহপাঠীদিগকে লইয়া তিনি তর্কসভা করিতেন। সেই সময় হইতে তাঁহার মনে লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। ইং ১৮৯১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এফ-এ পড়িবার জন্য সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি যাহা একবার শুনিতেন তাহা আর ভুলিতেন না। পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ, বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

যথা সময়ে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নলিন চন্দ্র বি-এ পড়িবার জন্য রিপন কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তথা হইতে বি-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে গমন করেন এবং সেখান হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে অল্প-কালের জন্য আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক নলিন চন্দ্রের পিতা সাংসারিক নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পশ্চাৎপদ হয়েন নাই।

নলিনচন্দ্র বি-এ পড়িবার সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন। তিনি পাঠ সমাপন করিয়া কয়েক মাসের জন্য রিভার্স টমসন বিদ্যালয়ে এবং তথা হইতে বৈদ্যবাটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

করেন। শিক্ষকতা ছাড়িয়া তিনি কিছুদিন হুগলী জেলার বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শকের কার্য্য করিয়া কলিকাতা করপোরেশনে চাকরী গ্রহণ করেন। অন্তরঙ্গগণের মধ্যে ৺জ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ মনের মিল ছিল এবং উভয়ে অবসর সময়ে সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেন। সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া তাঁহার মনে অভিনয় করিবার স্পৃহা বলবতী হয়, এবং তিনি নানা সখের যাত্রা থিয়েটারের দলে যোগদান করিয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি "অশোক" বা জীবান্তর শীর্ষক একখানি ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়ন ও মুদ্রিত করেন।

একদিকে তিনি যেমন সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট পদ্য লিখিতে ও গান রচনা করিতে পারিতেন। স্থানীয় Students' Association-এ যে তর্কসভা ছিল তাহাতে নলিনচন্দ্র নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন এবং সময়ে সময়ে নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিতেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে অভ্যাস রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সাধারণ পাঠাগারের সাহিত্য সভায় যোগদান করিয়া উক্ত সভায় সভ্যগণকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। তাঁহাকে একবার সংবাদ দিলেই হইত যে সাহিত্য সভার অধিবেশন আছে, আপনাকে আসিতে হইবে—বাধাবিঘ্ন থাকিলেও নলিনচন্দ্র ঠিক সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় সাহিত্য চর্চ্চায় তিনি কিরূপ উৎসাহী ছিলেন।

তিনি কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য ছিলেন। পরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের অনুরোধে তিনি "বালীগ্রামের ইতিহাস" লিখিতে আরম্ভ করেন। ইতিহাসের কিয়দংশ লিখিয়া জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইবার জন্য সাধারণ পাঠাগারের সাহিত্য সভায় উপর্য্যুপরি কয়েকটি অধিবেশনে তিনি উহা পাঠ করেন।

গভীর গবেষণা ও অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে পুরাতত্ত্ব অতীতের অন্ধকারময় গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি গ্রামবাসীদিগকে উপহার দিয়াছিলেন বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। নলিনচন্দ্র বালীর ইতিহাসের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ইতিহাসখানির পাণ্ডুলিপি শেষ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এহেন দুর্লভ রত্ন তিনি মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। "ইন্দুমতী" নামে আর একখানি পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন—জানিনা কবে, কোন উদার হৃদয় সাহিত্য-সেবীর শুভ কামনায় এই অমূল্য পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়া সাধারণের নিকট নলিনচন্দ্রের সাহিত্য সেবার পরিচয় প্রদান করিবে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় আমাদের গ্রামে যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন নলিনচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। একদিকে যেমন কয়েকজন উৎসাহী যুবক স্বদেশী বস্ত্রের প্রচারকল্পে "জাতীয় ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নলিনচন্দ্র প্রমুখ কর্ম্মীগণ স্বদেশী প্রচারকল্পে শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত মথুরা মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে "স্বদেশী সভা" স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সভা হইতে যুবক ও ছাত্রগণ গ্রামে গ্রামে স্বদেশী বস্ত্র বিক্রয় করিত এবং নলিনচন্দ্র প্রমুখ বক্তাগণ নানা স্থানের সভা সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রচারকার্যে সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহাদের উদ্যোগে তদানীন্তন দেশনায়ক মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, হিতবাদী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি আমাদের গ্রামে সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশীর বীজ বপন করেন। স্বদেশীর যুগে যে সভায় মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন মন্ত্র পড়াইয়াছিলেন, বালীগ্রামে সেরূপ বিরাট সভার আয়োজন আর কখনও হইয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সেই সভার কার্য্য নলিনচন্দ্র যেরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার, যোগ্য। এই সূত্রে সুরেন্দ্রনাথের সহিত

নলিনচন্দ্রের ও অপরাপর কয়েকটি যুবকের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

স্বদেশী আন্দোলন যখন চলিতেছিল সেই সময়ে বাংলায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কর্ম্মী নলিনচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বদেশী সভা হইতে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া তাঁহারই রচিত

"দেশ ভাই তরে দেশ ভাই দ্বারে
দেশ ভাই মোরা করি নিবেদন"

গান গাহিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্যকল্পে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা আরম্ভ করিয়া দেন। বর্দ্ধমানে বন্যার সময়েও নলিনচন্দ্র শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া বালীতে একটি Flood Relief Committee গঠন করেন। তাঁহারা বহু পরিশ্রম করিয়া অর্থ, চাউল, বস্ত্র এবং গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধমান, তারকেশ্বর ও কাঁথি প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়াছিলেন।

১৯১৬ খৃঃ অব্দে নলিনচন্দ্র করদাতাগণের প্রতিনিধিরূপে স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হয়েন এবং ঐ বৎসরে সহকারী সভাপতির পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি মিউনিসি-পালিটির কার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন এবং স্বীয় বিবেক অনুসারে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে অনেক সময় অন্যান্য কমিশনারগণের সহিত তাঁহার মতের মিল হইত না। এই সব কারণে তিনি সহকারী সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

তিনি শুধু মিউনিসিপালিটীর কমিশনার হইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, করদাতাগণকে লইয়া একটি "করদাতা সভা" গঠন করিয়া-ছিলেন। এই সভাগঠনের কার্য্যে যাঁহারা উদ্যোগী ছিলেন তন্মধ্যে ৺ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঐ সভা হইতে তাঁহারা মিউনিসিপালিটীর কার্য্যের

সমালোচনা করিতেন এবং করদাতাগণের অবগতির জন্য মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপনাদি ছাপাইয়া বিলি করিতেন। গত নিরিখবৃদ্ধির সময় তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে নিরিখ বৃদ্ধি আবশ্যক হইলেও যে হারে উহা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল আদৌ সমীচীন হয় নাই।

অক্লান্ত কর্ম্মী নলিনচন্দ্র এই কার্য্যে যোগদান করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি বালী সাধারণী সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। এক সময়ে গ্রামের কতিপয় যুবক সাধারণী সভার পুনর্গঠন মানসে সভ্যগণের ও সাধারণের মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। সেই সূত্রে সাধারণী সভার পরিচালকদিগের সহিত যুবকগণের মতান্তর হয় এবং তাহা ভীষণ আকার ধারণ করে। নলিনচন্দ্র সে সময়ে পরিচালকদিগের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু সকল যুবকগণের পক্ষ গ্রহণ করিলেও তিনি নির্ভয়ে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

অনেক সময় বন্ধুগণের সহিত এরূপ বাক যুদ্ধ চলিত যে মনে হইত আর বোধ হয় কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, কিন্তু সভা ভঙ্গের পর ঠিক তাহার বিপরীত হইত। তিনি হাসিয়া বলিতেন "কি করিব, এক্ষেত্রে তোমাদের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না"।

১৯১৮ খৃঃ অব্দে শাসন সংস্কার (মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিফর্মস) আইন গ্রহণ করিবার অনুকূলে মত দিবার জন্য নলিনচন্দ্র ও ক্ষীরোদচন্দ্র প্রভৃতি বালীতে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথকে আনাইয়া একটি মহতী সভা আহ্বান করেন। তখন যুবকগণ শাসন সংস্কার আইন গ্রহণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। সে সময়েও নলিনচন্দ্রের সহিত যুবকগণের মতানৈক্য ঘটে। নলিনচন্দ্র বন্ধুগণের প্রতি কোন দিনই বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন নাই, বরং তিনি সভা ভঙ্গের পর বিরোধীদলের আন্দোলনকারীদিগের সহিত আলিঙ্গন করিয়া সখ্য স্থাপন করেন। এইখানেই নলিনচন্দ্রের চরিত্রের মাধুর্য্য প্রকাশ পায়।

বালকগণের স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম সম্বন্ধে নলিনচন্দ্রের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি সর্ব্বদাই ব্যায়ামের উপকারিতা বুঝাইয়া দিতেন। ফুটবল, গিজো ও কপাটী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনি উৎসাহ দিয়া ব্যায়াম সম্বন্ধে নানা উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করিতেন।

গ্রামের জনসাধারণ তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন কর্ম্মস্থলে তাঁহার সহকর্ম্মিগণও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তিনি করপোরেশন হইতে মানিকতলা মিউনিসিপালিটীর সম্পাদকরূপে কিছুদিন তথায় কার্য্য করেন। সে সময় তাঁহার সহকর্ম্মিগণ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

তিনি সাধারণ কার্য্যে যেরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিতেন কর্ম্মস্থলেও সেরূপ নির্ভয়ে কথা কহিবার শক্তি তাঁহার ছিল। সে জন্য তিনি কর্ম্মস্থলে বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই।

গ্রামে সকল সাধারণ কার্য্যেই তিনি যোগদান করিতেন, রিভর্স টমসন স্কুলের কার্য্যকরী সভার তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। পূর্ব্বলিখিত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন দেশনায়কগণ দেশবাসীকে চরকা, তাঁত ও খদ্দর গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন তখন নলিনচন্দ্র উহা অন্তরের সহিত গ্রহণ করেন।

রিভর্স টমসন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কিরূপে চরকা ও তাঁত শিক্ষা করিবার সুবিধা পায় তদ্‌বিষয়ে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সাধারণী সভার পরিচালকবর্গের ও তাঁহার বন্ধুগণের সহিত বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল উক্ত বিদ্যালয়ে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়। কিন্তু তিনি তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

নলিনচন্দ্র একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, স্বদেশহিতৈষী, পরোপকারী নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা,

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, (ইং মে, ১৯২২) সালে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

আজ তিনি আমাদের মধ্যে নাই। যাঁহারা একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন আজ নলিন চন্দ্রের অভাব কত অধিক। যাঁহারা তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন আজ তাঁহারা নলিনচন্দ্রের অভাবে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্থ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

আজ নলিনচন্দ্র আমাদের মধ্যে নাই, তাই বন্ধু বিয়োগকাতর অন্তরগুলি তাঁহাকে শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য কোন অজানা লোকে ধাবিত।

আজ আমরা তাঁহাকে ধরিতে না পারিলেও আশা আছে অন্তরীক্ষ হইতে তিনি আমাদের আবেগময় প্রাণের উপহার গ্রহণ করিবেন। ইহাই আমাদের শোকে সান্ত্বনা। আর প্রার্থনা করি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট যে নলিনচন্দ্রের অমর আত্মার শান্তি বিধান করুন। *

ওঁ শান্তি

* ৺নলিনচন্দ্র মিশ্রের প্রথম স্মৃতি বার্ষিক সভায় বালী সাধারণ পাঠাগার কর্ত্তৃক বিতরিত।

মিশ্র পরিবারের সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয়

পূর্ব্ব বাসস্থান—বর্দ্ধমান জেলার কায়তি গ্রাম, থানা রায়না।

পরে - হুগলী জেলার রামপুর. শ্যামপুর গ্রাম।

তৎপরে – হাওড়া জেলার বেলুড়, তৎপরে বালী।

পূর্ব্ব পুরুষ—জগন্নাথ মিশ্র, তৎপুত্র রামচন্দ্র মিশ্র,
তৎপুত্র রঘুনাথ মিশ্র।

[যত দূর জানা যায় রঘুনাথ মিশ্র বেলুড় হইতে বালীতে আসিয়া বসবাস করেন]

রঘুনাথ মিশ্রের পুত্র –(১) মাণিকচন্দ্র (২) শ্যামাচরণ
(৩) অবিনাশচন্দ্র।

১। মাণিক চন্দ্রের পুত্র—ক) নলিনচন্দ্র খ) সুরেন্দ্রনাথ
গ) সুধীরচন্দ্র ঘ) প্রফুল্ল কুমার।

২। শ্যামাচরণের পুত্র—সঞ্জীবন (তৎপুত্র অমর, শচীন্দ্র)।

৩। অবিনাশচন্দ্রের পুত্র –সুশীল (তৎপুত্র ভূপাল, ইন্দুভূষণ)।

ক) নলিনচন্দ্রের পুত্র—বিশ্বেশ্বর (তৎপুত্র মুল্লুকচাঁদ, ছুনিচাঁদ,
লালচাঁদ, ফুলচাঁদ)।

খ) সুরেন্দ্রনাথের পুত্র—অনাথনাথ,
শৈলেন্দ্রনাথ (তৎপুত্র অক্ষয়, অভয়)।

গ) সুধীরচন্দ্রের পুত্র—বৃন্দাবনচন্দ্র
(তৎপুত্র বাণী কুমার, বরুণ কুমার)।

অনাদিনাথ (তৎপুত্র শঙ্কর, রবিপ্রসাদ,
দেবকুমার)

অশ্বিনী কুমার (তৎপুত্র দিবাকর, লিটন,
অরুণ)।

—দ্বিতীয় পক্ষে—

বঙ্কিমচন্দ্র (তৎপুত্র সমর)।

প্রভাকর (তৎপুত্র ভাস্কর)।

বাসুদেব (তৎপুত্র নব্যেন্দু, রমেন্দু)।

সুধাকর

ঘ) প্রফুল্ল কুমারের পুত্র—পরিমল

সুকুমার (তৎপুত্র জয়ন্ত, সৌমিত্র)।

কালাচাঁদ (তৎপুত্র সোমনাথ)।

গোরাচাঁদ

সঞ্জীবন মিশ্র যৌবনের প্রায় মধ্য ভাগে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভূপাল মিশ্র অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার।

ভূপাল মিশ্রের প্রথমা কন্যা সবিতা সংস্কৃতজ্ঞা, এম্-এ, ডি-লিট কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপিকা।

ইন্দুভূষণ মিশ্র—ডাক্তার।

শৈলেন্দ্রনাথ মিশ্র—অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। তাঁহার এক পুত্র গেজেটেড অফিসার, অপর পুত্র এল-এম-ই।

বৃন্দাবন মিশ্র—ডাক্তার।

অশ্বিনী কুমার মিশ্র ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার।

পরিমল মিশ্র—ডাক্তার।

প্রভাকর মিশ্র—পঃ জার্মানীতে প্রায় ছয় বৎসর প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষা লাভের পর তথাকার ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা প্রাপ্ত।

মিশ্র পরিবারের সকলেই শিক্ষানুরাগী এবং বিদ্যোৎসাহী। শৈলেন্দ্রনাথের ভাগিনেয় ডক্টর শ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসে কনস্যুলেট জেনারেল-রূপে বর্ত্তমানে নিউইয়র্কে অধিষ্ঠিত।

সমাপ্ত

স্বর্গত নলিনচন্দ্র মিশ্র স্মারক নিধি

নলিনচন্দ্র বিপুল পরিশ্রম করিয়া বালী-বেলুড়ের উৎপত্তিকাল হইতে প্রায় উনবিংশ শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত ভৌগোলিক এবং সামাজিক তথ্যে সমৃদ্ধ বালী গ্রামের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইতিহাসের কঠিন দিকটিই তিনি উন্মোচন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে কোনও স্থানের বিবর্ত্তন, বিশেষ করিয়া জনসাধারণের মানসিক বিকাশের প্রগতি, শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি এবং এমন কি অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের ধারাও ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইলে ভাল হয়। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক মানসের ক্ষেত্রে বালী-বেলুড়ের উল্লেখযোগ্য অবদানও লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

এ বিষয়ে নলিনবাবুও সচেতন ছিলেন, কিন্তু অকালে পরলোক গমন করায় তাঁহার ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার এই অসম্পূর্ণ কার্য্যের দায়িত্ব ভার স্বভাবতই উত্তরসূরীদের উপর বর্ত্তাইয়াছে।

এই প্রচেষ্টার সূচনা করিলেন নলিনচন্দ্র স্মারক নিধি। বালী গ্রামের ইতিহাসের বিক্রয়লব্ধ সমুদায় অর্থ এই স্মারক নিধিতে গচ্ছিত হইবে। ইহা ব্যতীত স্মারক নিধির উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন বন্ধুগণের স্বেচ্ছাকৃত অর্থ সাহায্য স্মারকনিধিকে পুষ্ট করিবে।

আপাততঃ নিম্নলিখিত পাঁচ জন সদস্য ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—৫৯, শান্তিরাম রাস্তা,
বালী, হাওড়া।

২। শ্রীঅধীর কুমার মুখোপাধ্যায়—অধ্যক্ষ,
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, বেলুড়।

৩। শ্রীশীতাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শান্তিরাম রাস্তা, বালী।

৪। শ্রীপ্রভাকর মিশ্র—দাওনাগাজী রোড, বালী।

৫। শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়—শ্যামসুন্দর ঘোষ লেন, বালী।

শ্রীকালীকৃষ্ণ রায় এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকরূপে কার্য্য করিবেন। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুক্ত বিজয় রায় মহাশয় সহযোগী সদস্যরূপে কলিকাতায় ইহার প্রচার এবং ভবিষ্যত পুস্তক-পুস্তিকা রচনায় তথ্যাদি সংগ্রহের সূত্র দিয়া প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবেন।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (বেলুড়), শ্রীনীরেন সেন (বেলুড), শ্রীপ্রকাশ সেনগুপ্ত (বালী), শ্রীরতন চট্টোপাধ্যায় (বালী), শ্রীপ্রণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বালী) প্রভৃতি সমাজ-সেবী বন্ধুগণ এই কার্য্যে সব রকম সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

উপরিলিখিত সদস্যগণ প্রয়োজন মনে করিলে অন্য সদস্যও মনোনয়ন (co-opt) করিবেন এবং স্মারক নিধির বিস্তৃত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

এই স্মারকনিধি বালী-বেলুড় ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী অঞ্চলের তথ্য মূলক কোনও বিষয় সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন। এরূপ প্রকাশনায় লেখকের নাম থাকিবে, কিন্তু তিনি সম্মান মূল্য হিসাবে ২০/২৫ খানি তাঁহার রচিত পুস্তক-পুস্তিকা বিনা মূল্যে পাইবেন। বিক্রয়লব্ধ সমুদায় অর্থ স্মারক নিধিতে সঞ্চিত হইবে।

অবশ্য এরূপ রচনা গবেষণামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বালী-বেলুড় ও সংলগ্ন পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান ও সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বালী-বেলুড়ের পরলোকগত সুনাগরিক ও মনীষীদের জীবনী মূলক রচনা, বালী-বেলুড়ের দেবদেউলের বিবরণ, আমাদের পল্লী অঞ্চল ও তাহার রূপান্তর—এই ধরণের রচনা হইলেই ভাল হয়।

পরিচালক মণ্ডলীর সম্পাদক প্রয়োজন মত সভা আহ্বান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং বার্ষিক সভায় হিসাবপত্র দাখিল করিবেন।